পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 190 Thursday, 11 June, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৯০ সংখ্যা ✱ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ১১ জুন ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত দফতর বণ্টন

অর্থে স্বপন, স্বাস্থ্যে শারদ্বত, শিল্প-বাণিজ্যে তাপস!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুনঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি সরকার গঠনের পর মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ নিয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। গত ১ জুন রাজ্যপাল আরএন রবির উপস্থিতিতে লোক ভবনে যে ৩৫ জন বিধায়ক মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন, আজ তাঁদের দায়িত্ব বণ্টন করা হলো। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন এই সরকারে এখন মোট মন্ত্রীর সংখ্যা ৪১। যদিও মুখ্যমন্ত্রীও রয়েছেন তাঁদের ভিতরে। কিন্তু ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের দায়িত্ব ভাগ করা হয়েছে। কাকে কোন দফতর দেওয়া হলো? দেখে নিন এক নজরের তালিকা। নতুন মন্ত্রিসভায় আঞ্চলিক ভারসাম্য, জাতিগত সমীকরণ এবং লিঙ্গ বৈচিত্র্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ১০ জন মন্ত্রী উত্তরবঙ্গ থেকে উঠে এসেছেন, যা রাজ্যের ইতিহাসে নজিরবিহীন। এছাড়াও মন্ত্রীসভায় নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, যার মধ্যে অগ্নিমিত্রা পাল এবং মালতি রাভা রায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মুখ রয়েছেন। এদিনের তালিকায় ১৩ জন পূর্ণমন্ত্রী, ৩ জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং ১৯ জন প্রতিমন্ত্রীর নাম রয়েছে।

এক নজরে রাজ্যের নতুন মন্ত্রীদের তালিকা

পূর্ণমন্ত্রী। ১. শুভেন্দু অধিকারী- স্বরাষ্ট্র দফতর, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব, বিদ্যুৎ দফতর, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর-সহ যেগুলির দায়িত্ব ভাগ করা হয়নি সেগুলি নিজের কাছে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২. নিশীথ প্রামাণিক- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর, জলসম্পদ তদন্ত ও

উন্নয়ন দফতর। ৩. অশোক কীর্তনিয়া- খাদ্য ও সরবরাহ দফতর। ৪. দিলীপ ঘোষ- পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর, কৃষি বিপণন দফতর। ৫. ক্ষুদিরাম টুডু- আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী, সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর। ৬. অগ্নিমিত্রা পাল- পুর ও নগর উন্নয়ন দফতর। ৭. দীপক বর্মন- স্কুল শিক্ষা দফতর, হাউজিং ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতর। ৮. তাপস রায়- শিল্প ও বাণিজ্য দফতর। ৯. শংকর ঘোষ- পর্যটন, পরিষদীয় দফতর। ১০. মনোজকুমার ওরাওঁ-পরিবেশ ও বন দফতর। ১১. অর্জুন সিং- শ্রম ও পর্যটন দফতর। ১২. গৌরি শংকর ঘোষ- অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দফতর, লাইব্রেরি দফতর। ১৩. জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়- উচ্চশিক্ষা দফতর। ১৪. স্বপন দাশগুপ্ত- অর্থমন্ত্রী। ১৫. কল্যাণ চক্রবর্তী- তথ্য প্রযুক্তি দফতর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতর। ১৬. শ্বারদত মুখোপাধ্যায়- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর। ১৭. অরূপকুমার দাস- সেচ দফতর। ১৮. অজয়কুমার পোদ্দার- জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত দফতর। ১৯. দুধকুমার মণ্ডল- কৃষি দফতর।

স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী। ১. মালতি রাভা রায়- নারী ও শিশু কল্যাণ দফতর। ২. রাজেশ মাহাতো- মৎস্য দফতর। ৩. ইন্দ্রনীল খাঁ- ক্রীড়া ও ক্রেতা সুরক্ষা দফতর।

প্রতিমন্ত্রীদের তালিকা। ১. জোয়েল মুর্মু- আদিবাসী উন্নয়ন ও সেচ দফতর। ২. হরেকৃষ্ণ বেরা- উচ্চশিক্ষা দফতর। ৩. আনন্দময় বর্মন- পরিবহণ ও অর্থ দফতর। ৪. অশোক দিন্দা- কৃষি বিপণন ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতর। ৫. নাদিয়ার চাঁদ বউরি- পূর্ত, অনগ্রসর জাতি কল্যাণ দফতর। ৬. বিশাল লামা- স্বরাষ্ট্র দফতর, সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর। ৭. শান্তনু প্রামাণিক- খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর। ৮. মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র- শিল্প দফতর, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও বায়ো টেকনলেজি। ৯. উমেশ রায়- পরিষদীয় দফতর, পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। ১০. পূর্ণিমা চক্রবর্তী- তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর, পর্যটন। ১১. কৌশিক চৌধুরী-স্কুল শিক্ষা দফতর এবং অগ্নি ও জরুরি পরিষেবা দফতর। ১২. ভাস্কর ভট্টাচার্য- জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও শ্রম দফতর।

● এরপর ৬ পাতায়...

২৫ কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার এক সোনারপুরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনারপুর, ১০ জুনঃ সোনারপুর থানার অন্তর্গত সোনারপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শীতলা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে গাঁজার ব্যবসা চলছিল বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, প্রভাবশালী মহলের মদতেই এই কারবার রমরমিয়ে চলছিল। এই পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে খোকন হালদার ওরফে 'গুলে' নামে এক ব্যক্তিকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের কাছ থেকে প্রায় ২৫ কেজি গাঁজা, নগদ টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতকে বুধবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত এলাকায় একটি বাড়ি কিনে সেখানে মাদক ব্যবসার ঘাঁটি তৈরি করেছিল। লোকালয়ের মধ্যেই থাকা ওই বাড়ি থেকেই গাঁজার কারবার পরিচালিত হতো বলে অভিযোগ। যদিও তার পরিবারের সদস্যরা অন্য একটি বা।ড়িতে বসবাস করতেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই বাড়িতে নিয়মিত বিভিন্ন লোকের যাতায়াত ছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, শুধু খুচরো নয়, বিভিন্ন এলাকায় পাইকারি পরিমাণেও গাঁজা সরবরাহ করা হতো। উল্লেখ্য, এর আগেও অন্য একটি মামলায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। বর্তমানে এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং মাদকের নেটওয়ার্ক কতটা বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তেহরানে হামলা শুরু আমেরিকার, পাল্টা ইরানের

সংবাদ সংস্থা, তেহরান, ১০ জুনঃ প্রায় সাড়ে তিন মাস হতে চলল। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত কমছে না। ফের ইরান ও আমেরিকার মধ্যে উত্তেজনা বাড়ল। মঙ্গলবার ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেছে আমেরিকার সেনা। সোমবার ওমান উপকূলে একটি মার্কিন অ্যাপাচে হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ার পরই এই হামলা শুরু হয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, ইরানও আমেরিকার ওই হেলিকপ্টারে হামলা চালিয়েছে। তারই পাল্টা তেহরানে হামলা চালানোর নির্দেশ দেন তিনি। আবার আমেরিকার হামলার পর ইরানের হুঁশিয়ারি, হামলার জবাব দেওয়া হবে। গতকাল মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি অ্যাপাচে হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ার পরই আমেরিকা সুর চড়ায় ইরানের বিরুদ্ধে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ''সোমবার হরমুজের কাছে টহলরত একটি মার্কিন সামরিক হেলিকপ্টার ইরান গুলি করে নামিয়েছে। হেলিকপ্টারটির দুই পাইলটকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।'' এরপর ট্রাম্প বলেন, ''এর প্রতিশোধ নেওয়া হবে।'' তারপরই তেহরানে হামলা চালানো হয়। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টে জানায়, এই অভিযানটি ইরানের বিনা উস্কানিতে চালানো আগ্রাসনের একটি যথাযথ জবাব। জানা গিয়েছে, হরমুজ প্রণালীর আশপাশে ইরানের বেশ কয়েকটি আকাশ প্রতিরক্ষা ও রাডার ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় মার্কিন সেনা। আমেরিকার অ্যাপাচে হেলিকপ্টার ভেঙে পড়া নিয়ে ট্রাম্পের দাবি অস্বীকার করেছে ইরান। জানায়, তারা মার্কিন অ্যাপাচে হেলিকপ্টারটি গুলি করে নামায়নি। ইরান অভিযোগ করে, তেহরানে হামলা চালানোর জন্য ট্রাম্প এই ধরনের অজুহাত ব্যবহার করছেন। হামলার জবাব দেওয়া হবে বলে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েল হামলা চালায় ইরানের উপরে। তারপর থেকে উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য। হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তেল সংকট দেখা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইরানের সঙ্গে আমেরিকার শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছিল। কিন্তু, নতুন করে এই হামলা শুরুতে শান্তি আলোচনা ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা বাড়ছে।

দুর্দিনে কংগ্রেসই ভরসা তৃণমূলের?

মমতা-সোনিয়া বৈঠকের পর বুধবার রাহুলের দরবারে অভিষেক

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ জুনঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে নজিরবিহীন পরাজয় এবং ক্ষমতাচ্যুতির পর রাজ্য ও জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে প্রতিনিয়ত চরম অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভার পরিষদীয় দলে ভাঙন এবং সমান্তরাল গোষ্ঠী তৈরির পর, এবার দলের সংসদীয় পরিকাঠামোতেও এক বিরাট ধস নেমেছে। দিল্লির অলিন্দে তৃণমূলের সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ঠিক তার চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই, বুধবার কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বাংলায় ক্ষমতা হারানোর পর চারদিক থেকে

মোট ২০ জন লোকসভার সাংসদ প্রকাশ্য 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করে কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপির নেতৃত্বাধীন শাসকজোট এনডিএ-কে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দলের এই চরমতম দুর্দিনে ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের আবহে দিল্লিতে এক নজিরবিহীন রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করল ঘাসফুল শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব। গত মঙ্গলবার দিল্লির ১০ জনপথে গিয়ে কংগ্রেস নেত্রী যেভাবে আইনি ও রাজনৈতিক চাপ বাড়ছে, সেই চরম দুর্দিনে জাতীয় স্তরে ঐতিহ্যবাহী কংগ্রেস দলকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেই আবার ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন মমতা এবং অভিষেক। আর সেই সুদূরপ্রসারী কৌশলের অঙ্গ হিসেবেই মমতা-সোনিয়া হাইপ্রোফাইল বৈঠকের ঠিক পরের দিনই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে রাহুল গান্ধির দুয়ারে ছুটে

● এরপর ৬ পাতায়...

রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা সুস্মিতা দেবের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ জুনঃ তৃণমূল কংগ্রেসে আরও এক ধাক্কা। এবার ইস্তফা দিলেন সুস্মিতা দেব। রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে তিনি ইস্তফা দিলেন। এই নিয়ে এক সপ্তাহে দ্বিতীয় ইস্তফা তৃণমূল সাংসদদের। এর আগে সুখেন্দু শেখর রায়-ও রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এবার সাংসদ পদ ছাড়লেন সুস্মিতাও। একদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৫৮ জন বিধায়ক নতুন তৃণমূল গড়ার তোড়জোড় করছে। বিধানসভা থেকে

সংসদেও পৌঁছে গিয়েছে বিক্ষোভের আঁচ। কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে জনা বিশেক সাংসদ লোকসভায় আলাদা ফ্রন্ট গড়ে এনডিএ-কে সমর্থন করতে প্রস্তুত। এর মাঝেই আরও বড় ভাঙন। রাজ্যসভার সাংসদরা একে একে ইস্তফা দিচ্ছেন। সুখেন্দু শেখর রায় ইতিমধ্যেই ইস্তফা দিয়েছেন। আজ, বুধবার সুস্মিতা দেবও ইস্তফা দিলেন। আজই তিনি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণনের কাছে গিয়ে ইস্তফাপত্র জমা দেন। জল্পনা শোনা যাচ্ছে, সদ্য সাংসদ হওয়া কোয়েল মল্লিকও ইস্তফা দিতে পারেন। কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছিলেন সুস্মিতা দেব। অসমের শিলচর থেকে লোকসভার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত

● এরপর ৬ পাতায়...

মোদির হাতে শুভেন্দু দিলেন ঝালমুড়ি!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ জুনঃ এ বার দিল্লিতে ঝালমুড়ি। বুধবার (১০ জুন), ভারত মণ্ডপমে এনডিএ-র এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল। সেখানেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে নিজেই ঝালমুড়ি তৈরি করে তুলে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মোদি একাই নন, এনডিএ-র অনেক নেতাকেই এ দিন ঝালমুড়ি খেতে দেখা গিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার পর্বে ঝাড়গ্রামে এসে স্থানীয় এক দোকান থেকে ১০ টাকার ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন। ভোটে জয়ের পরে বিজেপি নেতা-কর্মীরা ঝালমুড়ি বিতরণ করে সেই জয় উদযাপন করেন। পরে নেদারল্যান্ডস সফরে গিয়েও বাংলার এই জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুডের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

এনডিএ'র দ্বাদশ বর্ষপূর্তিতে কংগ্রেসকে তোপ প্রধানমন্ত্রীর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ জুনঃ এনডিএ সরকারের দ্বাদশ বর্ষপূর্তিতে কংগ্রেসকে বেনজির তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর দাবি, কংগ্রেস দেশকে সবরকমভাবে পঙ্গু করে রেখেছিল। সেই নীতিপঙ্গুত্ব থেকে দেশকে বের করে এনেছে এনডিএ। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, কংগ্রেস আমাদের বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল, এই দেশে দ্রুত উন্নয়ন হতেই পারে না। নিজেদের ব্যর্থতার নাম দিয়েছিল 'হিন্দু গ্রোথ রেট'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অভিযোগ, ''কংগ্রেস আমলে উন্নয়নের গতি এতটাই মন্থর ছিল যে দেশবাসীকে বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছিল, এই দেশে দ্রুতগতিতে উন্নয়ন হওয়া সম্ভবই না। নিজেদের কম উন্নয়নের গতিকে ওরা নাম দিয়েছিল হিন্দু গ্রোথ রেট।'' প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এটা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার পাশাপাশি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কলঙ্কিত করার চেষ্টা। মোদির বক্তব্য, ''ব্যর্থতা ওদের। নীতিহীনতা ওদের। অথচ নাম দেওয়া হয়েছিল দেশের সংখ্যাগুরু জনতার নামে। যাতে কলঙ্ক একটা ধর্মের হয়।'' কী এই হিন্দু গ্রোথ রেট? আসলে দেশের স্বাধীনতার পর প্রথম ৩ দশক দেশকে নানারকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। সেসময় দেশের সার্বিক আর্থিক বৃদ্ধির গতি ছিল কমবেশি ৩.৫ থেকে ৪ শতাংশ। ১৯৭৮ সালে অর্থনীতিবিদ রাজ কৃষ্ণ ওই কম জিডিপি বৃদ্ধির হারের নাম দিয়েছিলেন 'হিন্দু গ্রোথ রেট।' অর্থনীতিবিদ কৃষ্ণর দাবি ছিল, হিন্দুদের জীবনযাপনের ধরনই দেশের কম বৃদ্ধির মূল কারণ ছিল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তৎকালীন সরকার সেভাবে ওই তত্ত্বের বিরোধিতা করেননি। ফলে ওই তত্ত্ব বেশ জনপ্রিয় হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবার দাবি করলেন, আসলে কংগ্রেস সেসময় নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে হিন্দুদের ঢাল বানিয়েছিল। ওই উন্নয়নের হারের আসল নাম হওয়া উচিত ছিল কংগ্রেস গ্রোথ রেট।

রাজ্যের হাল ফেরাতে কী করবেন, রূপরেখা দিলেন নতুন অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুনঃ বুধবার রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। আর এই নতুন গুরুদায়িত্ব পাওয়ার পরপরই রাজ্যের ধুঁকতে থাকা অর্থনৈতিক হাল ফেরানোর জন্য তাঁর মূল রণকৌশল কী হতে চলেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। আসন্ন রাজ্য বাজেট সম্পর্কে এখনই বিস্তারিত কিছু খোলসা করতে না চাইলেও, ঠিক কীসের ওপর জোর দিয়ে তিনি রাজ্যের কোষাগার চাঙ্গা করবেন, তার একটি রূপরেখা তুলে ধরেছেন নতুন অর্থমন্ত্রী। অর্থ দফতরের দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্বপন দাশগুপ্ত সোজাসুজি জানান, এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা যে খুব একটা উজ্জ্বল বা আশাব্যঞ্জক, তা বলার সময় এখনও আসেনি। তাই সাধারণ মানুষের ওপর নতুন করে করের বোঝা না চাপিয়ে, বকেয়া রাজস্ব আদায়ের (রেভিনিউ) দিকে নজর দেওয়াই তাঁর প্রধান ও মূল লক্ষ্য হবে। তাঁর অভিযোগ, পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকার অনেক সময় রাজনৈতিক বা অন্য কোনও কারণে এই রেভিনিউ পুরোপুরি আদায় করেনি। ফলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে ফাঁকফোকর বা 'লিকেজ' তৈরি হয়েছে, সর্বাগ্রে সেগুলির মেরামতের কাজ শুরু করতে

● এরপর ৬ পাতায়...

শিল্প দফতরের চেয়ারে বসেই সিঙ্গুর নিয়ে বড় ইঙ্গিত তাপসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুনঃ ক্ষমতা বদলের পর বাংলায় শিল্পের চাকা ঘোরাতে আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে নারাজ নতুন বিজেপি সরকার। আজ, বুধবার রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন তাপস রায়। বিনিয়োগকারীদের পশ্চিমবঙ্গমুখী করতে এবং রাজ্যকে প্রকৃত 'ইন্ডস্ট্রি ফ্রেন্ডলি' বা শিল্পবান্ধব করে গড়ে তোলাই যে মুখ্যমন্ত্রীসহ রাজ্য সরকারের মূল ভাবনা, তা আজ নিজের প্রথম দিনের কাজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন নতুন শিল্পমন্ত্রী। দায়িত্ব নিয়েই অফিসারদের ৩ দফা কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তাপস রায়। আমলা ও আধিকারিকদের স্পষ্ট বার্তা দিয়ে তিনটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে অবিলম্বে তালিকা ও রিপোর্ট তৈরির কথা বলেছেন। ১) পলায়নকারী শিল্পপতিদের তালিকা যে সমস্ত শিল্পপতি বা বড় বড় শিল্পগোষ্ঠী রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁরা কারা এবং ঠিক কী কারণে বাংলা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন? তার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা তৈরি করতে হবে। (প্রসঙ্গত, সরকারি সূত্রে খবর, প্রায় ৬,৬৮৮ জন ব্যবসায়ী বা বিনিয়োগকারী বাংলা ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁদের ফেরানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ)। ২) বিজিবিএস-এর মৌ ফাইল খোলার নির্দেশ- আগের সরকারের আমলে ঘটা করে যে সব বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন

● এরপর ৬ পাতায়...

'আর এক ফোঁটা জলও পাকিস্তানে যাবে না', সিন্ধু নদীর নিয়ে কড়া বার্তা ভারতের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ জুনঃ সিন্ধু নদীর জল সম্পূর্ণভাবে ভারতের অভ্যন্তরে ব্যবহার করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত পদক্ষেপ করছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাটিল। তিনি দাবি করেন, আগামী দেড় থেকে দু'বছরের মধ্যে এমন ব্যবস্থা করা হবে যাতে সিন্ধু নদীর এক ফোঁটা জলও পাকিস্তানের দিকে না যায়। সিআর পাটিল বলেন, সিন্ধু জল চুক্তি বর্তমানে স্থগিত অবস্থায় রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সিদ্ধান্তের পর থেকেই কেন্দ্রের বিভিন্ন দফতর এই বিষয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। তাঁর দাবি, কঠিন ভৌগোলিক পরিস্থিতির মধ্যেও একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভারতের প্রাপ্য জল দেশের মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করা হবে। এই পুরো প্রক্রিয়ার উপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও নজর রাখছেন বলে জানান তিনি। ১৯৬০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু নদী ব্যবস্থার জল বণ্টন নিয়ে সিন্ধু জল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তবে পাহেলগামের জঙ্গি হামলার পর ভারত আন্তর্জাতিক আইনের আওতায়

● এরপর ৬ পাতায়...

'আমরাই আসল তৃণমূল, কংগ্রেসে মেশার প্রশ্ন নেই', বড় কথা ঋতব্রতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুনঃ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুতির পর একদিকে যখন জোড়াফুল শিবিরের অস্তিত্ব বাঁচাতে দেশের রাজধানী দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধির দরবারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিক তখনই কলকাতার ময়দানে দাঁড়িয়ে পাল্টা হুঙ্কার ছাড়লেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহী গোষ্ঠীর প্রধান তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লিতে মমতা-অভিষেকের তড়িঘড়ি কংগ্রেস শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে যখন জোর জল্পনা শুরু হয়েছে যে - শেষমেশ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে অনুগামীদের নিয়ে সরাসরি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছেন পিসি-ভাইপো! ঠিক সেই মুহূর্তেই এই সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে অত্যন্ত কড়া ভাষায় নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করলেন ঋতব্রত। মঙ্গলবার সোনিয়া গান্ধির বাসভবনে মমতার সাক্ষাৎ এবং বুধবার সকালে রাহুল গান্ধির সঙ্গে অভিষেকের দেড় ঘণ্টার রুদ্ধদ্বার বৈঠকের প্রেক্ষিতে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সুরে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''কে কার দুয়ারে গেল, বা কে কোথায় কার সঙ্গে দেখা করল- তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন নেই এবং এই বিষয়ে আমরা কী-ই বা বলতে পারি? তবে একটা কথা খুব পরিস্কার করে জানিয়ে দেওয়া ভাল, আমরা যাঁরা এখানে রয়েছি, আমরাই হলাম আসল এবং প্রকৃত 'তৃণমূল কংগ্রেস'। ঋতব্রতর সংযোজন,

''আমরা কোনও অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছি না। আমি এই মুহূর্তে এটুকু বলতে পারি, আমাদের সঙ্গে থাকা বিধায়কদের সংখ্যাটা ইতিমধ্যেই ৬৪ পেরিয়ে গিয়েছে। আগামীকাল যখন নতুন আরও বিধায়ক আমাদের শিবিরে এসে যোগ দেবেন। স্বাভাবিকভাবে আমরাই যেখানে মূল দল, সেখানে অন্য কারও গতিবিধি নিয়ে আমরা ভাবছি না।'' ঋতব্রতর দাবি, বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়কদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। প্রথম দিকে যেখানে বিদ্রোহী শিবিরের বিধায়কের সংখ্যা ৫৮ জন ছিল, বর্তমানে দল ছাড়ার হিড়িকে সেই সংখ্যা এক ধাক্কায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪ জনে। এই বিপুল সংখ্যক বিধায়কদের সইয়ের তালিকা নিয়ে খুব শীঘ্রই রাজ্য বিধানসভার স্পিকারের কাছে পৃথক চিঠি দেবেন বলেও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন তিনি। তবে যদি রাজনৈতিক সমীকরণের খাতিরে মমতার নেতৃত্বাধীন অবশিষ্ট তৃণমূল অংশটি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যায়, তবে ঋতব্রতদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে? এই প্রশ্নের জবাবে বিদ্রোহী নেতা বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক কী করবেন তা তাঁদের বিষয়, কিন্তু আমরা কোনও অবস্থাতেই জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মিশছি না। এটা আমি অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে এবং জোর দিয়ে বলতে পারি। আমাদের এই পরিষদীয় দল এবং দিল্লির যে সমস্ত সাংসদদের সঙ্গে আমার নিয়মিত কথা হয়েছে, তাঁরাও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা কেউ কংগ্রেসে মিশছেন না। শুধু তাই নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়ক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদরাও কংগ্রেসের হাত ধরছেন না।'' ঋতব্রতর পাল্টা প্রশ্ন, যেখানে সিংহভাগ জনপ্রতিনিধিই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে

● এরপর ৬ পাতায়...

মোদীর মাইলফলকে মন্দিরে পূজার্চনা রেখা গুপ্তার

নয়াদিল্লি, ১০ জুন ঃভারতের ইতিহাসে নয়া নজির গ।ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১০ জুন দেশে দীর্ঘতম সময় ধরে একটানা দায়িত্বে থাকার নিরিখে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রেকর্ড গড়লেন তিনি। গৌরবের এই মুহূর্ত উদযাপন করেন মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এদিন বলেছেন, আজ প্রধানমন্ত্রী দেশের সেবায় নিয়োজিত যে কোনও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘতম কার্যকাল পূর্ণ করলেন-এমন এক কার্যকাল যা একদিনও ছুটি না নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন সেবার নজির গ।ছে। আজ দেশের প্রতিটি নাগরিক তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে এবং 'বিকশিত ভারত' গ।ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চান।উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ২৬ মে প্রথম বার প্রধানমন্ত্রীর পদে শপথ নেওয়ার পর থেকে টানা ৪,৩৯৯ দিনেরও বেশি সময় দায়িত্ব পালন করে চলেছেন মোদী। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর রেকর্ডও ছাপিয়ে গেলেন তিনি। মোদীর এই সাফল্যে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের দেশের রাষ্ট্র প্রধানেরাও।

গৌরবের মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন ওম বিড়লার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ জুন ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে টানা দীর্ঘতম সময় দায়িত্ব পালনের মাইলফলক স্পর্শ করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বি।লা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে টানা ৪,৩৯৯ দিন দায়িত্ব পালনের এই ঐতিহাসিক মাইলফলকটি ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তিঃ ও জনগণের আস্থার প্রতীক।ভারতের দীর্ঘতম সময় ধরে একটানা দায়িত্ব পালনকারী নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। স্পিকার ওম বিড়লা তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, স্বাধীন ভারতের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এবং লোকসভায় 'লিডার অফ দ্য হাউস' (কক্ষনেতা)-উভয় ভূমিকাতেই দীর্ঘতম সময় ধরে দেশের সেবা করে প্রধানমন্ত্রী এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন।ওম বিড়লা বলেন, ১০ জুন, ২০২৬-এই দিনটি ভারতীয় গণতন্ত্রের গৌরবময় যাত্রাপথে একটি ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। স্বাধীন ভারতের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এবং লোকসভায় কক্ষনেতা হিসেবে দীর্ঘতম সময় ধরে জাতির সেবা করার মাধ্যমে আজ আপনি এক অনন্য নজির স্থাপন করছেন। এই বিশেষ মুহূর্তে আমি আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ফিলিপিন্সে ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ৪৬, এখনও অব্যাহত উদ্ধারকাজ

ম্যানিলা, ১০ জুন ঃ ফিলিপিন্সে মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বুধবার উদ্ধারকারীরা ধসে পড়া একটি সুপারমার্কেটের ধ্বংসস্তূপ থেকে এক জনের দেহ উদ্ধার করেছেন। এর ফলে সেখানের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪৬। স্থানীয় উদ্ধারকর্মী মিশেল চুয়া বুধবার জানান, উদ্ধার অভিযানের শুরুর দিকে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণের স্পন্দন পেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ধ্বংশস্তুপের নীচ থেকে যখন দেহ বার করা আনা হয়, তখন তাতে কোনও সাড় ছিল না।উল্লেখ্য, সোমবার শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয় ফিলিপিন্সে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৮ মাত্রা। ভূকম্পনের অভিঘাতে ফিলিপিন্সে বিভিন্ন জায়গায় বাড়িঘর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

জনসেবাই সুশাসনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা, নয়া রেকর্ড গড়ে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা) , ১০ জুনঃ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi টানা প্রধানমন্ত্রিত্বের ক্ষেত্রে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী Jawaharlal Nehru-র দীর্ঘদিনের রেকর্ড ভেঙে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে একটানা প্রধানমন্ত্রী পদে থাকার নজির গ।ছেন তিনি। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে দেশের প্রশাসন ও জনকল্যাণ সম্পর্কে নিজের ভাবনার কথাও তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী।বুধবার সকালে এক্স-এ দেওয়া এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, জনসেবাই সুশাসনের সবচেয়ে ব। পরীক্ষা। তাঁর কথায়, যে ব্যক্তি বিনয়, নিষ্ঠা এবং কর্তব্যবোধ নিয়ে নিরলসভাবে মানুষের জন্য কাজ করেন, তিনিই জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে তাঁর প্রশাসনিক দর্শনের প্রতিফলন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের দীর্ঘ এই যাত্রাপথে নরেন্দ্র মোদী বারবার উন্নয়ন, স্বচ্ছতা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিকে সরকারের মূল অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরেছেন। এদিনের বার্তাতেও সেই একই সুর শোনা গিয়েছে। তিনি স্পষ্ট করেছেন, কোনও পদ বা ক্ষমতা নয়, মানুষের সেবা করাই একজন জনপ্রতিনিধির সবচেয়ে ব। দায়িত্ব।উল্লেখ্য, স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে দীর্ঘতম সময় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের রেকর্ড এতদিন ছিল জওহরলাল নেহরুর দখলে। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি টানা বহু বছর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তবে এবার সেই রেকর্ড অতিক্রম করে নতুন ইতিহাস গড়লেন নরেন্দ্র মোদী। ফলে ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে দীর্ঘতম সময় ধরে একটানা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী নেতার আসনে এখন তিনিই শীর্ষে।এই নতুন মাইলফলককে ঘিরে বিজেপি শিবিরে উৎসাহের আবহ তৈরি হয়েছে। দলের নেতা-কর্মীদের মতে, দেশের জনগণের আস্থা এবং ধারাবাহিক জনসমর্থনের ফলেই এই নজির গড়তে সক্ষম হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, ভারতের রাজনৈতিক পরিসরে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, যা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক আলোচনাতেও বিশেষ গুরুত্ব পাবে।নয়া রেকর্ডের এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী যে বার্তা দিয়েছেন, তার মূল সুর একটাই-সুশাসনের ভিত্তি জনসেবা, আর জনগণের বিশ্বাস অর্জনের একমাত্র পথ নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন। সেই বার্তাই দেশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

জলপাইগুড়িতে অগ্নিমিত্রা পল, অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে ফ্রি বাস পরিষেবা-তুলে ধরলেন সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি,জলপাইগুড়ি, ১০ জুনঃউত্তরবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনে অর্থা মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। অন্নপূর্ণা যোজনা, মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা, বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান এবং উত্তরবঙ্গের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে তিনি সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন। অন্নপূর্ণা যোজনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, প্রকল্পটির ফর্ম ব্লক অফিস, পুরসভা, কর্পোরেশন ও বোরো অফিস থেকে পাওয়া যাবে। একটি পরিবারের জন্য একটি ফর্মই যথেষ্ট এবং আগামী তিন মাস ধরে ফর্ম বিতরণ ও যাচাই প্রক্রিয়া চলবে। যাচাই শেষে উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠানো হবে বলেও জানান তিনি।মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে সরকারি বাস পরিষেবা নিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, রাজ্যের মহিলারা ইতিমধ্যেই এই সুবিধা পাচ্ছেন। ভবিষ্যতে পরিষেবাকে আরও স্বচ্ছ করতে কার্ডভিত্তিক ব্যবস্থা চালুর সম্ভাবনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।সিআইডির তদন্ত এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলবের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তদন্তে সহযোগিতা করা সকলের দায়িত্ব। পাশাপাশি বেআইনি নির্মাণ, জমি দখল ও জলাজমি ভরাটের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপেরও বার্তা দেন তিনি।উত্তরবঙ্গ সফরের অংশ হিসেবে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়ং, মিরিক ও জলপাইগুড়ির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনের কথা জানিয়ে অগ্নিমিত্রা পল বলেন, মানুষের সুবিধা ও স্বচ্ছ প্রশাসন নিশ্চিত করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

বৃহস্পতিবার ফিফা বিশ্বকাপের উদ্বোধনীতে বসবে 'চাঁদের হাট'! কারা-কারা পারফর্ম করবেন

নয়া দিল্লি(সংবাদ সংস্থা) , ১০ জুন ঃবৃহস্পতিবার অর্থা ৎ১১ জুন থেকে শুরু হচ্ছে ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে বড় আসর ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ। এবারের বিশ্বকাপ আয়োজক তিন দেশ - মেক্সিকো, আমেরিকা এবং কানাডা। উদ্বোধনের পরেই টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে মেক্সিকো সিটিতে। সেই ম্যাচের আগে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী খেলার দেড় ঘন্টা আগে শুরু হবে এই অনুষ্ঠান।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই মঞ্চ মাতাবেন বিশ্বখ্যাত পপ তারকা শাকিরা এবং নাইজেরিয়ান গায়ক বার্না বয়। তাঁরা পরিবেশন করবেন বিশ্বকাপ ফুটবলের অফিসিয়াল সঙ্গীত ' দাই দাই' গানটি। গ্লোবাল সিটিজেন এডুকেশন ফান্ডের তৈরি এই গান ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।ফিফার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, এই অনুষ্ঠানে বিশ্বের একঝাঁক জনপ্রিয় সঙ্গীত তারকা উপস্থিত থাকবেন। সেই তালিকায় নাম রয়েছে - আলেহান্দ্রো ফার্নান্দেজ, বেলিন্ডা, বার্না বয়, ড্যানি ওশান, জে বালভিন, লিলা ডাউনস, লস অ্যাঞ্জেলেস আজুলেস, মানা, শাকিরা এবং টাইলার মতো তারকাদের। আয়োজক দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধান ও ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোসহ ক্রীড়া ও রাজনৈতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা যায়।

বকেয়া.মহার্ঘ ভাতা দ্রুত মেটানোর দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবকে চিঠি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১০ জুনঃ-সরকারি ও সরকার-পোষিত ক্ষেত্রের কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) অবিলম্বে পরিশোধের দাবিতে গত মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যসচিবের কাছে চিঠি পাঠাল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী যে বকেয়া ডিএ কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের প্রাপ্য, তা এখনও সম্পূর্ণভাবে মেটানো হয়নি।সংগঠনের অভিযোগ, কলকাতা পুর এলাকার বাসিন্দা বহু রাজ্য সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও পেনশনভোগীর বকেয়া মহার্ঘ ভাতা এখনও বাকি রয়েছে। গত ১ জুন অনুষ্ঠিত বৈঠকে কর্মচারী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনেন। অভিযোগ, সেই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবকে এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দিলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি।সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ আরও দাবি করেছে, পূর্ত ও সেচ দপ্তরের ওয়ার্কচার্জ কর্মী এবং এনভিএফ কর্মীরা নিয়মিত মহার্ঘ ভাতা পেলেও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের বকেয়া ডিএ এখনও পরিশোধ করা হয়নি। অথচ তাঁরা রাজ্য সরকারি কর্মচারী হিসেবেই কাজ করে চলেছেন। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্মচারী ও পেনশনভোগীর বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ।

প্রধানমন্ত্রীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনটি সিদ্ধান্ত গৃহীত

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে বুধবার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, কেন্দ্রীয়. মন্ত্রিসভা পরিকাঠামো সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে এর মধ্যে রয়েছে আহমেদাবাদ মেট্রোর সম্প্রসারণ (পর্যায় ২এ এবং ২বি) এবং অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজধানী অমরাবতী-কেন্দ্রিক দু'টি ব। প্রকল্প।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, আহমেদাবাদে, মেট্রোর 'পর্যায় ২এ' শহরের সামগ্রিক মেট্রো যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। অন্যদিকে, 'পর্যায় ২বি'-এর আওতায় কোটেশ্বর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি করিডোর গ।ে তোলা হবে। এতে পাঁচটি স্টেশন থাকবে এবং এই পথটি আশ্রম রোড, সবরমতী, সর্দার নগর ও বিমানবন্দরের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোকে সংযুক্ত করবে। মেট্রোর এই সম্প্রসারণ রেলওয়ে, বাস টার্মিনাল এবং বুলেট ট্রেন নেটওয়ার্কের সাথে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি, এটি 'সর্দার প্যাটেল স্পোর্টস এনক্লেভ'-এর সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবে, যার ফলে সেখানে গড়ে ওঠা বিশাল ক্রীড়া অবকাঠামোয় যাতায়াত আরও সহজ হবে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বলেন, অমরাবতী-সংক্রান্ত অনুমোদনগুলোর লক্ষ্য হলো উন্নত নগর পরিকল্পনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন রাজধানী অঞ্চলের বিকাশকে সহায়তা করা। সামগ্রিকভাবে, এই সিদ্ধান্তগুলো শহরের যাতায়াত ব্যবস্থা, আঞ্চলিক যোগাযোগ এবং দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামোগত উন্নয়নকে আরও উন্নত ও গতিশীল করে তুলবে।

দেশে কয়লা বাণিজ্য মঞ্চ গঠনের নিয়ম জারি, জ্বালানি বাজারে স্বচ্ছতা বাড়ানোর উদ্যোগ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ জুনঃ দেশের কয়লা বাণিজ্য ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র সরকার। কয়লা ও কয়লাজাত পণ্যের লেনদেনের জন্য বিশেষ কয়লা বাণিজ্য মঞ্চ বা কোল ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম গঠনের নিয়মাবলি প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রক। সরকারের মতে, 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যপূরণে জ্বালানি খাতকে আরও শক্তিশালী ও আধুনিক করে তুলতে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।মঙ্গলবার জারি করা এক বিবৃতিতে কয়লা মন্ত্রক জানিয়েছে, সম্প্রতি অনুমোদিত খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী আইন, ২০২৫-এর মাধ্যমে খনিজ বাণিজ্য মঞ্চ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো তৈরি হয়েছে। এই নতুন কাঠামোর ফলে কয়লা ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় আরও স্বচ্ছ, সংগঠিত এবং কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গত ৪ জুন সরকারি গেজেটে ' বাণিজ্য মঞ্চ বিধি, ২০২৬' প্রকাশিত হয়েছে। এই বিধির আওতায় দেশে নির্দিষ্ট বাণিজ্য মঞ্চ গঠন করে সেখানে কয়লা লেনদেন পরিচালনার সুযোগ তৈরি হবে। এর মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের জন্য একটি সংগঠিত এবং আধুনিক বাজারব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার।এই নতুন ব্যবস্থার তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে Coal Controller Organisation-কে। যোগ্য সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে কয়লা বাণিজ্য মঞ্চ স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে। একবার অনুমোদন পাওয়া গেলে সেই অনুমতির মেয়াদ হবে ২৫ বছর, যা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ এবং বাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।কয়লা মন্ত্রকের দাবি, এই প্ল্যাটফর্ম চালু হলে এতদিনের সীমিত বিপণন ব্যবস্থার পরিবর্তে আরও প্রতিযোগিতামূলক এবং বাজারভিত্তিক কাঠামো গড়ে উঠবে। এতে কয়লার মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ হবে, লেনদেনের গতি বাড়বে এবং উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে সরাসরি সংযোগের সুযোগ তৈরি হবে। বিশেষ করে বাণিজ্যিক ও ক্যাপটিভ খনি পরিচালনাকারীরা বৃহত্তর ক্রেতা গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছতে পারবেন, যা বাজার সম্প্রসারণে সহায়ক হবে।এছাড়াও রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিও এই বাণিজ্য মঞ্চের মাধ্যমে নিজেদের বিপণন পরিসর বাড়ানোর সুযোগ পাবে বলে কেন্দ্রের ধারণা। ফলে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রের অংশগ্রহণে কয়লা বাজার আরও গতিশীল হয়ে উঠতে পারে।কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রকের মতে, নতুন এই ব্যবস্থা ব্যবসা পরিচালনার সহজতা বৃদ্ধি করবে, জ্বালানি নিরাপত্তাকে আরও মজবুত করবে এবং শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করে তুলবে। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতেও এটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বজুড়ে জ্বালানি বাজারে ডিজিটাল ও বাজারভিত্তিক লেনদেনের প্রবণতা বাড়ছে। সেই প্রেক্ষাপটে ভারতের কয়লা খাতে এই নতুন বাণিজ্য মঞ্চ চালু হলে মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ব্যবস্থার দক্ষতা আরও উন্নত হবে। কেন্দ্রের আশা, আত্মনির্ভর এবং আধুনিক জ্বালানি পরিকাঠামো গড়ে তোলার পথে এই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

মোদীজি বিশ্বাস করেন প্রতিটি ভারতীয়ই দেশ গঠনের অপরিহার্য স্তম্ভঃশুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১০ জুন ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একটানা দায়িত্ব পালনের নজির গ।ছেন নরেন্দ্র মোদী। বুধবার জওহরলাল নেহরুকেও ছাপিয়ে গেলেন তিনি। গৌরবের এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এক্স মাধ্যমে শুভেন্দু জানিয়েছেন, মোদীজি বিশ্বাস করেন প্রতিটি ভারতীয়ই দেশ গঠনের অপরিহার্য স্তম্ভ।বুধবার এক্স মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু জানান, ৪,৩৯৯ দিনেরও বেশি সময় ধরে অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে মোদীজি এক নির্ণায়ক, দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেছেন তিনি অভূতপূর্ব বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মুখে ভারতকে অদম্য শক্তির সঙ্গে পরিচালিত করেছেন, জটিল সব পরিস্থিতি সাফল্যের সঙ্গে সামাল দিয়েছেন এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতের মর্যাদা ও অবস্থানকে অনন্য উচ্চতায় উন্নীত করেছেন। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস'-এর দর্শনে উদ্বুদ্ধ তাঁর নেতৃত্ব ও শাসনব্যবস্থার মূলে রয়েছে 'অন্ত্যোদয়'। এই নীতি নিশ্চিত করে যে, উন্নয়নের সুফল যেন সমাজের একেবারে প্রান্তিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছয় এবং প্রতিটি নাগরিককে ক্ষমতায়িত করে কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, দেশ গঠনে প্রতিটি ভারতীয়ই এক অপরিহার্য স্তম্ভ।

ঐতিহাসিক মাইলফলকে মোদী, অভিনন্দন বার্তা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ জুন ঃভারতের দীর্ঘতম সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। চিঠিতে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছেন, এই মাইলফলকটি কেবল সরকারি পদে দীর্ঘতম সময় আসীন থাকার বিষয় নয় এটি সেই আস্থারই স্বীকৃতি, যা ভারতের জনগণ পরপর কয়েকটি নির্বাচনে আপনার নেতৃত্বের প্রতি জ্ঞাপন করেছে।উল্লেখ্য, ভারতের ইতিহাসে নয়া নজির গড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১০ জুন দেশে দীর্ঘতম সময় ধরে একটানা দায়িত্বে থাকার নিরিখে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রেকর্ড গড়লেন তিনি। ২০১৪ সালের ২৬ মে প্রথম বার প্রধানমন্ত্রীর পদে শপথ নেওয়ার পর থেকে টানা ৪,৩৯৯ দিনেরও বেশি সময় দায়িত্ব পালন করে চলেছেন মোদী। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর রেকর্ডও ছাপিয়ে গেলেন তিনি।

ইরানে হামলা আমেরিকার, পাল্টা প্রত্যঘাতের হুঁশিয়ারি তেহরানেরও

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ১০ জুন ঃ ইরানের বিরুদ্ধে আবারও হামলা চালালো মার্কিন বাহিনী। পাল্টা প্রত্যাঘাত করেছে তেহরানও। মঙ্গলবার হরমুজ প্রণালীর কাছে ভেঙে পড়ে মার্কিন সেনার একটি অ্যাপাচে হেলিকপ্টার। মার্কিন বাহিনীর দাবি, ইরান ওই হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। আর তার পরই জবাবি হামলার পথে আমেরিকা।কমান্ড ইন চিফের নির্দেশে ৯ জুন (মঙ্গলবার) আমেরিকার সেঃট্রাল কমান্ড (সেঃটকম) বাহিনী ইরানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক হামলা চালায় বলে দাবি করা হয়েছে। সেন্টকমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আমেরিকার বিমান ও নৌবাহিনীর যুদ্ধবিমান থেকে নিখুঁত লক্ষ্যভেদী অস্ত্র ব্যবহার করে হরমুজ প্রণালীর কাছে অবস্থিত ইরানের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন এবং নজরদারি রাডার কেন্দ্রগুলিতে হামলা চালানো হয়। ইরানের অযৌক্তিক আগ্রাসন প্রতিহত করতে মার্কিন বাহিনী সতর্ক ও প্রস্তুত রয়েছে।অন্যদিকে, আমেরিকাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি জানিয়েছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় সত্ত্বেও আমেরিকা আমাদের দৃঢ়তা পরীক্ষা করার পথ বেছে নিয়েছে। আমাদের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী কোনও আক্রমণ অথবা হুমকিরই বিনা জবাবে ছেড়ে দেবে না। নিরাপদ থাকতে চাইলে আমাদের অঞ্চল ত্যাগ করুন। পারস্য উপসাগরের ইতিহাসে অনুপ্রবেশকারী বহিরাগতদের শোচনীয় পরিণতির অনেক অধ্যায় রয়েছে।

নিউটাউনের রামমন্দিরে পূজার্চনা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১০ জুন ঃমুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুধবার সকালে নিউটাউনে রাম মন্দিরে পুজো দেন। রাজ্যের মন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায, তরুণজ্যোতি তিওয়ারি প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করে পুজো দেন তিনি। যজ্ঞেও অংশ নেন শুভেন্দু অধিকারী।রামমন্দিরে পুজো দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ভারত আগামীদিনে যাতে বিশ্বগুরুতে উন্নীত হয়, ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনা করেছেন তিনি। রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কল্যাণই যে তাঁর কাছে সর্বোপরি সে কথাও এদিন তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু।

আলিপুরে জেলা পরিষদের দফতরে আগুন, ছড়ালো আতঙ্ক

নিজস্বপ্রতিনিধি,কলকাতা, ১০ জুন ঃ আলিপুরে আগুন লাগল সরকারি দফতরে। বুধবার সকাল ৯.৪৫ মিনিট নাগাদ আলিপুর আদালতের কাছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বহুতল দফতর থেকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে দেখেন স্থানীয়েরা। তার পরেই খবর দেওয়া হয় দমকলকে। দমকলের অন্তত ১০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে।প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, বাতানুকূল যন্ত্রে শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লাগে। আগুনের উৎসস্থল ভবনের চতুর্থ তলা। তার পর দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে ভবনের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ তলায়। সপ্তাহের কাজের দিন হওয়ায় কর্মীরা দফতরে আসতে শুরু করেছিলেন। কী থেকে আগুন লেগেছে, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ আগুন লাগে এবং দ্রুত তা তৃতীয় তলায় ছড়িয়ে পড়ে আজ,

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা আপনার জন্য এনার্জি আর উসাহে ভরা। আপনি নতুন আইডিয়া আর প্ল্যান নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন। কেরিয়ারে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করুন। আপনি যদি নতুন কোনও প্রজেক্টে কাজ করছেন, তাহলে আজ চেষ্টা করার জন্য সঠিক সময়।
বৃষঃ আজকের দিনটা অনেক এনার্জি আর সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। আপনি আপনার ভাবনা আর ফিলিংস ভালভাবে এক্সপ্রেস করার সুযোগ পাবেন। এই সময়ে আপনি আপনার কাছের রিলেশনশিপে পজিটিভ চেঞ্জ দেখতে পারেন।
মিথুনঃআপনার আবেগপ্রবণ এবং জেদী প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন, বিশেষ করে পার্টিতে যেহেতু এটি পার্টির মেজাজ খারাপ করতে পারে। অর্থের অভাব পরিবারে আজ মতবিরোধের কারণ হতে পারে।
কর্কট রাশি ঃআপনার কাজ করে দেবার জন্য অন্যকে চাপ দেবেন না এবং বাধ্যও করবেন না। অন্যের চাহিদা এবং আগ্রহের দিকে খেয়াল রাখুন- এতে অপার সুখ লাভ করবেন। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের একসাথে যাওয়ার জন্য নিতে পারেন এবং তাদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে আজ।
সিংহঃআজকের দিনে নতুন সম্ভাবনার দরজা আপনার জন্য খুলে যেতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, যার ফলে আপনি কাজে আরও কার্যকরী হবেন। এটা আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সঠিক সময়। পরিবারে শান্তি বজায় রাখতে ধৈর্য ধরতে হবে।
কন্যাঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে আসবে। আপনি আপনার অনুভূতি আর চিন্তাভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। কাজে আপনার প্রচেষ্টা প্রশংসিত হবে, আর সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। প্রেম আসতে পারে।
তুলাঃআজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন- যা আপনাকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে।
বৃশ্চিকঃ বাচ্চারা আপনার পছন্দ মতো কাজ নাও করতে পারে- যা আপনাকে রাগান্বিত করতে পারে।
ধনুঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য এনার্জিতে ভরা। আপনি আপনার ক্রিয়েটিভিটি পুরোপুরি প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত বোধ করবে। নতুন আইডিয়া আর সম্ভাবনা আপনার মাথায় ঘুরবে, যা আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। শুভ দিন হবে
মকরঃ আপনার দিনটা নিজের দিকে তাকানোর জন্য উপযুক্ত হবে। আপনি আপনার লক্ষ্য আর চাওয়া নিয়ে একটু ভাববেন। প্রেম ব্যয়।
কুম্ভঃ অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান করবে। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। কিছু সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা শুধু আপনাকেই নয় আপনার পরিবারকেও মুগ্ধ করবে।
মীনঃআনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। জমিজমায় বিনিয়োগ করা লাভদায়ক হবে। আপনি দলীয় কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে নতুন বন্ধু তৈরি করতে পারেন। শুভদিন ।

আবহাওয়া

উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় প্রবেশ করেছে বর্ষা। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলিতে হালকা বৃষ্টির পাশাপাশি ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা রয়েছে।দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টির পাশাপাশি ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় হতে পারে। ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমানে অস্বস্তিকর গরমের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৪ ডিগ্রি বেশি। আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৬ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা গেছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫১মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২ টা ৪০মিনিট এবং রাত ১০টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারে।

ফলতা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ফলতা, ১০ জুন ঃ ফলতা স্পেশাল ইকনমিক জোন বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে এপর্যন্ত প্রায় ৮৩ হাজার কোটি টাকার রপ্তানি হয়েছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে ফলতা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জোনাল ডেভেলপমেন্ট কমিশনার দীনবন্ধু সিং জানিয়েছেন,ম্যানুফ্যাকচারিং এবং তথ্যপ্রযুক্তি উভয় ক্ষেত্রেই এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। তিনি বলেন, ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে এপর্যন্ত ৫৫হাজার কোটি টাকার রপ্তানি এবং প্রায় ১৬হাজার কর্মসংস্থান হয়েছে। অন্যদিকে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৩১হাজার কোটি টাকার রপ্তানি ও এক লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে। শ্রী সিং জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের সাতটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে ফলতা অন্যতম। আগামী দিনে আরও বেশি মাত্রায় তথ্যপ্রযুক্তি ও ম্যানুফ্যাকচারিং সংস্থাকে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে তাদের শাখা গড়ে তোলার সুযোগ দিতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শাখা গড়ার জন্য আবেদনের এক মাসের মধ্যেই যাতে যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়,সে বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠকে ফলতা অর্থনৈতিক অঞ্চলের ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট কমিশনার মনীষ কুমার উপস্থিত ছিলেন।

জমি বিবাদে ভাইয়ের হাতে নৃশংসভাবে খুন দাদা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বহড়ু, ১০ জুন ঃ জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে ভাইয়ের হাতে খুন দাদা। জয়নগর থানার বহড়ু এলাকার ঘটনা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় দুধকুমার বৈদ্য(৪২)। অভিযোগ খুড়তোতো ভাই নিমাই বৈদ্যর বিরুদ্ধে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,দীর্ঘদিন ধরে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিবাদ ছিল দুই পরিবারের মধ্যে, পেশায় মাছ ব্যবসায়ী দুধ কুমার বৈদ্য মঙ্গলবার রাতে বহড়ু বাজার থেকে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে অন্ধকার রাস্তায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা। দুধ কুমার বৈদ্যের পরিবারের অভিযোগ খুড়তুতো ভাই নিমাই বৈদ্যর সঙ্গে জমি জায়গা ও পুকুর নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ ছিল। জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই নিমাই বৈদ্য তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংস ভাবে খুন করেছে। এদিন রাতেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায় জয়নগর থানার পুলিশ। আর এই ঘটনার পর থেকে নিমাই বৈদ্য ও তার পরিবারের লোকজন পলাতক। মৃতদেহ বুধবার বেলায় ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। আর এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়।

বারুইপুর পুরসভার একটি গোডাউন থেকে প্রচুর ত্রাণের ত্রিপল উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ১০ জুন ঃ বারুইপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে একটি গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণের ত্রিপল উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। হনুমান মন্দিরের উল্টোদিকে একটি ফ্ল্যাটের নিচে থাকা ওই গোডাউন ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।এই গোডাউনের মালিক দেবপম রায়ের অভিযোগ, তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থক হওয়ায় জোরপূর্বক তার গোডাউন দখল করে সেখানে ত্রাণের সামগ্রী মজুত রাখা হয় ছিল। তার এই অভিযোগের তীর জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্রের দিকে।দেবপম রায় বিষয় টি বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি দীপাবল চট্টোপাধ্যায়কে জানালে তিনি অন্যান্য বিজেপি কর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান।সেখানে বিপুল পরিমাণ ত্রাণের ত্রিপল দেখতে পাওয়া যায়। পরে বিজেপি কর্মীরা বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনেন। খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তবে অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত পক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মমতার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকল কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ জাতীয় রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত মিলছে কি? তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্ভাব্য রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনার মধ্যেই এবার জরুরি বৈঠক ডাকল কংগ্রেস। আজ বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে দলের সব রাজ্যের প্রদেশ সভাপতি এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। মাত্র একদিনের নোটিসে এই বৈঠক ডাকা হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। কংগ্রেসের মতো সর্বভারতীয় দল সাধারণত বিশেষ পরিস্থিতি বা গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের আগে এই ধরনের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকে থাকে। ফলে বৈঠকের গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। গত কয়েকদিনে তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের একাধিক বৈঠক এই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে। সম্প্রতি রাজধানীর ১০ জনপথে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরদিনই রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করতে দিল্লিতে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলা সেই বৈঠকে দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিরোধী রাজনীতির ভবিষ্য এবং সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। এই ধারাবাহিক বৈঠকের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ছ।য়িছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়কোনও সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। একাংশের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল কংগ্রেসের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। এমনও আলোচনা রয়েছে যে তৃণমূল কংগ্রেসকে কংগ্রেসের সঙ্গে একীভূত করার সম্ভাবনা নিয়েও প্রাথমিক স্তরে মতবিনিময় হয়েছে। যদিও এই ধরনের দাবি নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি দুই দলের কেউই। রাজনৈতিক সূত্রে আরও দাবি করা হচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যও কংগ্রেসে উল্লেখযোগ্য পদ নিয়ে চিন্তাভাবনা হতে পারে বলে গুঞ্জন রয়েছে। তবে তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ মহল এই ধরনের জল্পনাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ এবং কোনও প্রস্তাবের কথা অস্বীকার করেছে। এদিকে, কংগ্রেসের জরুরি বৈঠক ঘিরে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও দিল্লির বৈঠকে যোগ দিতে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই বৈঠকে হয়তো কোনও গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের বিষয়ে রাজ্য নেতৃত্বকে অবহিত করা হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে, জাতীয় রাজনীতির পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। তবে বৈঠকের প্রকৃত উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে ঘিরে যে জল্পনা এখন দেশের রাজনৈতিক মহলে অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তৃণমূল-কংগ্রেস সংযুক্তি নিয়ে জোর জল্পনা, মমতাকে গ্রহণে দ্বিধাবিভক্ত প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পর দলকে রাজনৈতিকভাবে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- এমনই আলোচনা এখন রাজনৈতিক মহলে। সূত্রের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের সম্ভাব্য সংযুক্তি কিংবা তৃণমূল নেতৃত্বের কংগ্রেসে যোগদান নিয়ে ইতিমধ্যেই দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে একাধিক স্তরে আলোচনা হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে কোনও পক্ষই আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ খোলেনি, তবুও পরপর কয়েকটি বৈঠক রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সবচেয়ে ব। প্রশ্ন হল, যদি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলে স্বাগত জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সেই সিদ্ধান্ত কতটা মেনে নেবে? কারণ গত দেড় দশক ধরে রাজ্যের রাজনৈতিক লড়াইয়ে কংগ্রেসের একাংশের অভিযোগ, তৃণমূলের উত্থানের ফলে তাঁদের সংগঠন দুর্বল হয়েছে এবং বহু কর্মী-সমর্থক রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সেই পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেত্রীকে নিজেদের নেত্রী হিসেবে মেনে নেওয়া সহজ হবে না বলেই মনে করছেন অনেকেই। প্রদেশ কংগ্রেসের একাংশ ইতিমধ্যেই এই সম্ভাবনার বিরোধিতা করেছে। দলের প্রবীণ নেতাদের মতে, তৃণমূলের সঙ্গে রাজনৈতিক দূরত্ব বজায় রাখাই কংগ্রেসের পক্ষে শ্রেয়। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসনকালে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ উঠেছে, সেই দায় কংগ্রেসের কাঁধে নেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আবদুল মান্নান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আমার কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর আস্থা রয়েছে। নো অ্যালায়েন্স উইথ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই অবস্থান নিয়েছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরীও। তাঁর বক্তব্য, যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় কংগ্রেস ভাঙিয়েছিলেন, তাঁকেই এবার গান্ধী পরিবারের কাছে গিয়ে হাতেপায়ে ধরতে হচ্ছে। পাপের ফল ভোগ করতে হবেই। তবে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের অবস্থান তুলনামূলকভাবে সংযত। তিনি জানিয়েছেন, কংগ্রেসে যোগ দিতে চাইলে যে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে দলের আদর্শ ও নেতৃত্বকে মেনে নিতে হবে। তাঁর মতে, রাহুল গান্ধীকে ভাবি প্রধানমন্ত্রী মেনে নিয়ে. যাঁরাই কংগ্রেসে আসবেন তাঁদের প্রত্যেককে স্বাগত। অভিষেকের ক্ষেত্রে অবশ্য শুভঙ্করও কড়া। তাঁর সাফ কথা, কারও গায়ে যদি দুর্নীতির দাগ লেগে থাকে, কেউ যদি নিজেকে বাঁচাতে কংগ্রেসের ছাতার তলায় আসতে চান, তাহলে তাঁর জন্য দরজা খোলা হবে না। এদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে কংগ্রেস ও তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের একাধিক বৈঠক রাজনৈতিক জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে। সম্প্রতি রাজধানীতে সোনিয়া গান্ধী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ বৈঠকের পরদিনই রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় দেড় ঘণ্টার সেই বৈঠকে বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিরোধী রাজনীতির ভবিষ্যৎ, তৃণমূলের সাংগঠনিক চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্য রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। এই ধারাবাহিক বৈঠকের পর থেকেই তৃণমূলের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে তৃণমূলের একাংশের সম্ভাব্য দলত্যাগ, সংগঠনের অভ্যন্তরীণ চাপ এবং জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার প্রয়াস- সব মিলিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু হতে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। তবে সেই পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের আপত্তি। ফলে আগামী দিনে এই রাজনৈতিক সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই নজর থাকবে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের।

এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে দেশের নাম উজ্জ্বল করলো ভাঙ্গড়ের মেয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা,ভাঙড়, ১০ জুন ঃ খেলার জগতে আবার দেশের নাম উজ্জ্বল করলেন ভাঙড়ের সংখ্যালঘু

পরিবারের এক মেয়ে। এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ন শিপে সোনা জিতে বাড়ি ফিরলেন ভাঙড়ের মেয়ে। কৃষক পরিবারের মেয়ে তহুরা খাতুন হংকংয়ে আয়োজিত ইভেন্টে অংশ নিয়েছিলেন। সেখানেই আসে তার এই অভাবনীয় সাফল্য। গ্রামের মাঠে-ঘাটে দৌড়ে বেড়ানো দস্যি মেয়েটাই আজ আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। উজ্জ্বল করেছে জেলা ও ভাঙড়ের নাম। হংকংয়ে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ন শিপে মহিলাদের ৪০০ মিটার রিলেতে সোনা জিতেছেন ভাঙড়ের ফুলবাড়ি গ্রামের মেয়ে তহুরা খাতুন। শুধু সোনাই নয়, ভারতীয় দল নতুন মিট রেকর্ডও গড়েছে। হংকংয়ের ইয়ুথ স্পোর্টস গ্রাউন্ডে ভূমিকা নেহাতে, শৈখুর বাওয়া ও নীরক পাঠকের সঙ্গে রিলে রেসে অংশ নেন তহুরা। ৩ মিনিট ৩৮.০৭ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে সোনা জয়ের পাশাপাশি নতুন রেকর্ড গড়েছে ভারতীয় দল। এক সাধারণ সংখ্যালঘু কৃষক পরিবারের মেয়ে তহুরা। বাবা তোয়েব আলী মীর অন্যের জমিতে চাষ করেন, মা আনোয়ারা বিবি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। আর্থিক অনটন নিত্যসঙ্গী। কিন্তু সেই অভাব কখনও থামাতে পারেনি তার স্বপ্নের দৌড়কে। স্থানীয় শিক্ষক ও প্রশিক্ষক বাগবুল ইসলামের প্রশিক্ষণে শুরু হয় তার ক্রীড়া জীবনের পথচলা। ২০১৯ সালে জাতীয় স্তরে প্রথম পদক, ২০২১ সালে জাতীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা, ধাপে ধাপে এগিয়ে এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের হয়ে সোনা জয়। বর্তমানে সল্টলেকের সাই হস্টেল থেকে অনুশীলনের পাশাপাশি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করছেন তহুরা। সোনা জয় করে ভাঙড়ে ফিরতেই তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে রাস্তায় ভিড় জমায় গ্রামবাসীরা। খোলা গাড়িতে করে গ্রামের মেয়ে ফিরতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন সকলেই। ভাঙড়ের মানুষ জানান, তহুরা প্রমাণ করে দিল, স্বপ্ন বড় হলে অভাব কোনও বাধা নয়। আর তহুরা চায় এই ভাবে দেশের নামকে উজ্জ্বল করতে। আর তার পরিবার চায় মেয়ের এই সাফল্যের পাশে থাকতে।

মন্ত্রিসভার দায়িত্ব বণ্টনের পর প্রশাসনে বড় রদবদল, ১৮ আইএএস অফিসারকে নতুন দায়িত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ জুন ঃ রাজ্যে নতুন মন্ত্রিসভার দায়িত্ব বণ্টনের পর প্রশাসনিক স্তরেও শুরু হল গুরুত্বপূর্ণ রদবদল। নবান্নের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সচিব পর্যায়ে একাধিক উচ্চপদস্থ আইএএস অফিসারকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মোট ১৮ জন আইএএস অফিসারের দপ্তর ও দায়িত্বে পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং প্রশাসনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই রদবদল করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০০৪ ব্যাচের আইএএস অফিসার জগদীশপ্রসাদ মীনাকে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের সচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এর আগে তিনি নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের পাশাপাশি রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ এই দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, ১৯৯৩ ব্যাচের প্রবীণ আইএএস অফিসার দুষ্মন্ত নারিয়ালাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রিন্সিপাল রেসিডেন্ট কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এএসএটিআই-এর ডিরেক্টর জেনারেল এবং এসএনটিসিএস এসসি-র চেয়ারম্যান পদও দেওয়া হয়েছে। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব একসঙ্গে পাওয়ায় প্রশাসনিক মহলে তাঁর ভূমিকা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের শীর্ষস্তরের আরেক পরিচিত মুখ নন্দিনী চক্রবর্তীও নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁকে আবাসন দপ্তরের প্রধান সচিব করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বায়োটেকনোলজি দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। অভিজ্ঞ এই আমলার উপর সরকারের আস্থা স্পষ্ট বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। এদিকে, বর্তমান মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নীলম মীনাকে পরিবেশ দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমলাকে বিভিন্ন দপ্তরে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং অনেকের উপর অতিরিক্ত দায়িত্বও ন্যস্ত করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার দায়িত্ব বণ্টনের পরপরই প্রশাসনের শীর্ষস্তরে এই রদবদলকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন সরকারের প্রশাসনিক অগ্রাধিকার এবং ভবিষ্য কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন এই বদলিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে মত প্রশাসনিক মহলের একাংশের।

বকেয়া ডিএ এখনও অধরা, মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবকে চিঠি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশ এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের একটি অংশ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ-এর টাকা পেলেও এখনও বহু সরকার পোষিত প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তরা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে বকেয়া ডিএ মেটানোর দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালকে চিঠি দিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। আন্দোলনকারীদের দাবি, সরকার ইতিমধ্যেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বহু কর্মীর অ্যাকাউন্টে সেই অর্থ পৌঁছায়নি। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ প্রদানের দাবি নিয়ে আঃেদালন চলছে। এই দাবিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠন একাধিকবার আন্দোলনের পথে হেঁটেছে। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হয় এবং মামলা পৌঁছায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর শীর্ষ আদালত বকেয়া ডিএ মেটানোর নির্দেশ দেয়। তবে সেই সময় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে আদালতের কাছে অতিরিক্ত সময় চাওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে সরকার জানায়, ২০১৬ সাল থেকে ২০২৯ সাল পর্যন্ত সময়কালের বকেয়া ডিএ-এর ২৫ শতাংশ দুই কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে। সেই অনুযায়ী রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশ ইতিমধ্যেই টাকা পেয়েছেন। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যেও অনেকের অ্যাকাউন্টে বকেয়া অর্থ জমা পড়েছে। কিন্তু অভিযোগ, সরকার পোষিত বিভিন্ন সংস্থা যেমন স্কুল, কলেজ, পুরসভা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বড় অংশ এখনও কোনও টাকা পাননি। ফলে ক্ষোভ এবং অসন্তোষ বজায় রয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই গত সপ্তাহে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই বৈঠককে অত্যন্ত ইতিবাচক বলে বর্ণনা করেছিলেন সংগঠনের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। বৈঠক শেষে তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন যে সুপ্রিম কোর্টের রায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। বকেয়া ডিএ-এর ২৫ শতাংশ পরিশোধের বিষয়েও তিনি স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, দ্রুত কাজ শুরু করার জন্য মুখ্যসচিব এবং অর্থসচিবকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। ভাস্কর ঘোষ আরও বলেন, বকেয়া অর্থের পরিমাণ এবং প্রদানের পদ্ধতি নিয়ে কিছু মতপার্থক্য থাকলেও সেই বিষয়ে পরবর্তীতে আরও একটি বৈঠক করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ফলে আন্দোলনকারীদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছিল যে দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু বৈঠকের এক সপ্তাহ কেটে গেলেও বহু কর্মী এখনও কোনও অর্থ পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে।এই পরিস্থিতিতেই মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যসচিবের কাছে নতুন করে চিঠি পাঠিয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ।

প্রিজম-র তিনটি ব্যানকুয়েট কেন্দ্র চালু

কলকাতা, ৯ জুন ঃ প্রিজমের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান 'ওয়েডিংস কলকাতায় তিনটি নতুন ' চালু করার ঘোষণা করেছে। এর মাধ্যমে ভারতের ক্রমবর্ধিষ্ণু বিবাহ ও অনুষ্ঠান আয়োজনের বাজারে স্বচ্ছতা, নির্ভর যোগ্যতা এবং পেশাদারিত্বের সাথে পরিচালিত অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি তার অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করল। এই নতুন সংযোজন গুলোর তালিকায় রয়েছে- হালদিরাম ব্যানকুয়েট কেন্দ্র, বেদম ব্যানকুয়েট কেন্দ্র এবং শগুন ব্যানকুয়েট কেন্দ্র। এই ভাবেই তারা এগিয়ে যাবে এটা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

আয়ুষ্মান, তথ্য যাচাই শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ জুন ঃ রাজ্য সরকার আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সুবিধা দেওয়ার জন্য উপভোক্তাদের যাবতীয় তথ্যের তৃণমূল স্তরে যাচাই পর্ব শুরু করেছে। আগামী ২৫ শে জুনের মধ্যে এই কাজ শেষ করার জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার, সব জেলার জেলা শাসক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যে এই কেন্দ্রয় . প্রকল্প চালু করতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গত সোমবার দিল্লিতে কেন্দ্রয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সঙ্গে মৌ স্বাক্ষর করেছিলেন।

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড

CIN: L34202WB1986PLC040542

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১

যোগাযোগ নম্বরঃ ০৩৩-২২৩০ ৮৫১৫

ওয়েবসাইটঃ www.qcml.in **ই-মেলঃ** secretarial.qcml@rpsg.in

শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশে বিজ্ঞপ্তি

(ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি-তে শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত)

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড (কোম্পানি)-এর শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১২৪(৬) এবং সংশোধিত 'ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬' (যাকে পরবর্তীতে 'বিধিমালা' বলা হয়েছে)-এর বিধান অনুযায়ী, যেসব শেয়ারের বিপরীতে কোনো শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক টানা সাত (৭) বছর বা তার বেশি সময় ধরে কোনো লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড) গ্রহণ বা দাবি করা হয়নি, সেই সব শেয়ার কোম্পানি কর্তৃক 'ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড' (IEPF) কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এবংঅথবা কোম্পানি আইন, ২০১৩ (যাকে পরবর্তীতে 'আইন' বলা হয়েছে)-এর প্রযোজ্য বিধান অনুযায়ী, অপরিশোধিত অদাবিকৃত লভ্যাংশসমূহ সময়ে সময়ে 'ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড' (IEPF)-এ হস্তান্তর করা হয়েছে।

৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য প্রদত্ত চূড়ান্ত লভ্যাংশের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরবর্তী হস্তান্তরের তারিখ হবে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের নাম, ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি-ক্লায়েন্ট আইডি এবং হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত শেয়ারের সংখ্যাসহ বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট https:www.qcml.in-এ পাওয়া যাচ্ছে। শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা IEPF কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের যোগ্য তাঁদের শেয়ার সংক্রান্ত তথ্যাদি যাচাই করে নেন।

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারহোল্ডারকে জানানো যাচ্ছে যে, ৩১ মার্চ ২০১৯ এবং তৎপরবর্তী বছরগুলোর জন্য বকেয়া লভ্যাংশ দাবি করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র যেন ১০ আগস্ট ২০২৬-এর মধ্যে কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার হস্তান্তরকারী এজেঃট-অর্থাৎ Ms. MUFG Intime India Private Limited (ঠিকানাঃ **Unit- Quest Capital Markets Limited,** Rasoi Court, 5th Floor, 20 Sir R N Mukherjee Road, Kolkata- 700001 টেলিফোনঃ ০৩৩-৬৯০৬৬২০০ ই-মেইলঃ investor.helpdeskin.mpms.mufg.com)-এর কাছে পাঠানো হয় যাতে শেয়ারগুলো IEPF-এ হস্তান্তরিত না হয়।

i. ISR 1 এবং ISR 2 ফর্ম (শেয়ারহোল্ডারের নাম সম্বলিত মূল বাতিলকৃত চেক-সহ)

ii. ISR-3, SH-13 বা SH-14 ফর্ম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

যেসব শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার সংশ্লিষ্ট বিধিমালার আওতায় আইইপিএফ (IEPF)-এ হস্তান্তরের যোগ্য, তাঁদের সকলকে ৪ঠা জুন, ২০২৬ তারিখে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে এবং তাঁদেরকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।প্রয়োজনীয় ফর্মগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://www.qcml.in/investor.php** অথবা আমাদের আরটিএ (RTA)-এর ওয়েবসাইট **https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html** থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

শেয়ারহোল্ডাররা উপরে উল্লিখিত নথিপত্রগুলির স্ক্যান করা কপি MUFG Intime India Private Limited-এর ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। এছাড়া, MUFG Intime India Private Limited-এর উল্লিখিত ঠিকানায় নথিপত্রগুলির হার্ড কপিও পাঠানো যেতে পারে।

যদি উক্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া না যায়, তবে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুযায়ী কোম্পানি শেয়ারগুলো IEPF কর্তৃপক্ষের ডিমেট (DEMAT) অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করতে বাধ্য হবে। যেসব শেয়ারহোল্ডারের কাছে ফিজিক্যাল বা ভৌত আকারে শেয়ার রয়েছে এবং যাদের শেয়ার স্থানান্তরের আওতাভুক্ত, তাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে -IEPF কর্তৃপক্ষের ডিমেট অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানি নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করবে। নতুন সার্টিফিকেট ইস্যু হওয়ার সাথে সাথে তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সেগুলো আর কোনো লেনদেনের বা হস্তান্তরের যোগ্য থাকবে না। শেয়ারহোল্ডারদের আরও জানানো যাচ্ছে যে, ফিজিক্যাল শেয়ার IEPF কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরের লক্ষ্যে কোম্পানি কর্তৃক নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার বিষয়ে কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বা আপলোড করা তথ্যকেই যথাযথ নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি হিসেবে গণ্য করা হবে।

শেয়ারহোল্ডাররা বিধিতে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আইইপিএফ (IEPF) কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে হস্তান্তরিত শেয়ার এবং ওই শেয়ারের ওপর প্রাপ্য দাবিহীন লভ্যাংশ ও কর্পোরেট সুবিধাদি (যদি থাকে) ফেরত পাওয়ার দাবি জানাতে পারেন। বিধিমোতাবেক আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত শেয়ার এবং দাবিহীন লভ্যাংশের বিষয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো দাবি উত্থাপন করা যাবে না। এই বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট বিধির ব্যাপারে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট - এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (MUFG Intime India Private Limited)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিকানাঃ রসোই কোর্ট, ৫ম তলা, ২০ স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১ ফোনঃ (০৩৩)-৬৯০৬৬২০০ ই-মেইলঃ investor.helpdesk @in.mpms.mufg.com

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর /-
ভাবনা আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১০ই জুন, ২০২৬

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Zone-V/G.R.U., KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/LTG/RS/01/26-27/06

Name of the Work: **Arrangement of temporary lighting in view of Holy Festival "Muharram" at Tazia Talab, Karbala Road and surrounding areas in Ward No. 137 under BR-XV**; Estimated Amount: **Rs. 1,49,347.00**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion : **7 days**; Last date and time of submission of bid: **22.06.2026 (5 p.m.)**; The bid forms and other details are available on and from **13.06.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen.

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Zone-VI, KMC invites e-tender online two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/123/39/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Providing service for operation and maintenance work of street lighting system at Kailash Ghosh Road, Prasanta Roy Road, Vidyasagar Sarani and surrounding areas in Ward No. 123**; Estimated Amount: **Rs. 4,93,622.00**; Earnest Money: **Rs. 9,900.00**; Period of Completion : **365 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/124/43/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Preventive maintenance contract daily from 5 p.m. to 10 p.m. for street lighting system under Ward No. 124, BR-XVI**; Estimated Amount: **Rs. 2,94,220.00**; Earnest Money: **Rs. 5,900.00**; Period of Completion : **310 days**.

(3) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/124/44/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Operation and maintenance work of street lighting system at D.H. Road, J.L. Sarani, R.N. TG Road, AJC Bose Road, V. Park, Gour Nagar, S.B. Park, Purba Barisha, Purbachal, Netaji Pally, Vidyasagar Pally and surrounding areas in Ward No. 124**; Estimated Amount: **Rs. 4,94,360.00**; Earnest Money: **Rs. 9,900.00**; Period of Completion : **365 days**.

(4) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/143/44/25-26 (1st Call)

Name of the Work: **Preventive maintenance contract daily from 5 p.m. to 10 p.m. for street lighting system under Ward No. 143, BR-XVI**; Estimated Amount: **Rs. 2,96,118.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **312 days**; Last date and time of submission of bid: **20.06.2026 - 12 noon [For Sl. No. 1 to 4]**; Date of tender opening for technical purpose: **22.06.2026 - 12 noon. [For Sl. No. 1 to 4]**; The bid forms and other details are available on and from **12.06.2026 (6 p.m.)** and from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 4]**.

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:

(1) NIT No.: LTG/19/36/V/Z-II/26-27

Name of the Work: **Repairing and replacement of lighting system at different Uttaran areas in Ward No. 36**; Estimated Amount: **Rs. 1,99,756.14**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **30 days**.

(2) NIT No.: LTG/20/37/V/Z-II/26-27

Name of the Work: **Repairing and replacement of lighting system at different Uttaran areas in Ward No. 37**; Estimated Amount: **Rs. 1,99,650.09**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid: **20.06.2026** up to **6 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]**; The bid forms and other details are available on and from **12.06.2026** at **6 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

(3) NIT No.: LTG/01/VI/Z-II/26-27

Name of the Work: **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown/disaster prepardness of lighting system (without any supply of materials) for avoid any type of accident and public safety under BR-VI**; Estimated Amount: **Rs. 4,06,213.52**; Earnest Money: **Rs. 8,200.00**; Period of Completion : **214 days**; Last date and time of submission of bid: **22.06.2026** up to **5 p.m.**; Bid opening date: **23.06.2026**; The bid forms and other details are available on and from **11.06.2026** at **5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

93/26-27

ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলায় গ্রেপ্তার তৃণমূল কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার, আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে ধৃত আরও এক কাউন্সিলর

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১০ জুন ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর একের পর এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের ঘটনা সামনে আসছে। বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেপ্তার হচ্ছেন দলের নেতা-কর্মীরা। এবার সেই তালিকায় নাম জুড়ল কলকাতা পুরসভার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দারের। ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগে মঙ্গলবার তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একই দিনে কলকাতার আরও এক তৃণমূল কাউন্সিলর এবং তাঁর স্বামীকেও আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মধ্য কলকাতার নারকেলডাঙা এলাকার কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার একসময় কলকাতা পুরনিগমের মেয়র পারিষদ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। অভিযোগ, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর এলাকায় যে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, তাতে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। সেই সময় একাধিক অভিযোগ উঠলেও বিষয়টি নতুন করে সামনে আসে স্থানীয় এক মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে। এছাড়াও ২০২২ সালেও এলাকায় একটি অশান্তির ঘটনায় তাঁর নাম জড়ায় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দার অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে নারকেলডাঙা থানার পুলিশ। এদিন সকালে কাউন্সিলরের বাড়িতে পৌঁছে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দীর্ঘক্ষণ প্রশ্নোত্তরের পর পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, ভোট-পরবর্তী হিংসা ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে আরও একাধিক অভিযোগ রয়েছে, যা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরে ধৃত কাউন্সিলরকে আদালতে তোলা হয়। অন্যদিকে, একই দিনে কলকাতার ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুস্মিতা ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্বামী সলিল চট্টোপাধ্যায়ও পুলিশের জালে ধরা পড়েন। তাঁদের বিরুদ্ধে এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার মাধ্যমে আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সলিল চট্টোপাধ্যায় একটি বিমা সংস্থার এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। সেই সূত্রেই অভিযোগকারীকে বিভিন্ন বিমা প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে বাধ্য করা হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, বিমার নামে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা এবং পরে বিভিন্ন সময়ে আরও প্রায় ৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। পরবর্তীতে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা হলে অভিযোগকারী তা দিতে অস্বীকার করেন। এরপর তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্থা, মারধর এবং হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, অভিযোগকারীর পারিবারিক ও সামাজিক সম্মানহানির চেষ্টাও করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। মৃত স্ত্রী ও বিবাহিত কন্যাকে নিয়েও কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছিল বলে অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৯০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

বিপ্লবী অনন্তহরি মিত্র

জেলে পিটিয়ে হত্যা করলেন ডেপুটি সুপার-কে, মাত্র ২০ বছর বয়সেই ফাঁসি অনন্তহরি মিত্রের। নবদ্বীপ ঘাট থেকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে একটি ঘোড়ার গাড়ি। গন্তব্য কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস। ব্রিটিশ সরকারের বেশ কিছু টাকা সেখানে মজুত রাখা হয়। সেই কাজেই ঘাট থেকে গাড়ি পৌঁছে যায় টাকা-ভর্তি সিন্দুক নিয়ে। শিমুলতলার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। হঠাৎই গাড়োয়ান দেখল, একটু এগিয়েই গাছের আড়াল থেকে একজন তার দিকে এগিয়ে আসছে। মাথার ওপর হুকুম, টাকাটা তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। তার ওপর চারিদিকে চলছে বিপ্লবীদের আনাগোনা। এমন অবস্থায় অচেনা কেউ ডাকলে বোধহয় এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। গাড়োয়ানও ওই ব্যক্তিকে গ্রাহ্য না করে এগিয়ে চলল। শিমুলতলা জায়গাটা এমনিতে বেশ নির্জন। লোকজনের যাতায়াত খুবই কম; তার মধ্যে দিয়েই গাড়ি পার হতে হয়। সরকারি টাকা ঠিকঠাক পৌঁছে দিতে পারলেই যেন বাঁচে গাড়োয়ান। সে গরিব মানুষ, বেশি কিছু বোঝে না। তাড়াতাড়ি ঘোড়া চালিয়ে সরে যেতে চাইল। কিন্তু, পারল না। একটু আগে যে ব্যক্তিটি বারবার তাকে ডাকছিল, তারই পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। গাড়োয়ানের পা লক্ষ্য করে গুলি করেছেন তিনি। এবার আশেপাশে অন্য গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল আরও বেশ কিছু মানুষ। সবার মুখে গামছা বাঁধা, সঙ্গে পিস্তল। সবাই এগিয়ে এসে ঘোড়ার গাড়ি থেকে লুট করল সরকারি টাকা। দলের নেতা যিনি, তিনি সগর্বে এবার গাড়ি দিলেন পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। এমনই ছিলেন বিপ্লবী অনন্তহরি মিত্র। অভিযানের সময় যার বয়স কুড়িও পেরোয়নি। অবিভক্ত বাংলার নদিয়াতেই জন্ম অনন্তহরি। বঙ্গভঙ্গের ঠিক এক বছর পরেই বেগমপুরের মাটি পায় তাঁর বীর সন্তানকে। বাংলা তখন রীতিমতো ফুঁসছে। প্রশাসনিক কাজের 'অসুবিধা'র কারণ দেখিয়ে বাংলার শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়ার যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন লর্ড কার্জন, তা বুঝে ফেলতে দেরি হয়নি অনেকের। রাস্তায় রাস্তায় স্বদেশি আন্দোলন, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নেমে আসছে তীব্র প্রতিরোধ। এমনই পরিস্থিতির মাঝে বড়ো হচ্ছিলেন অনন্তহরি। ফলে অল্প বয়স থেকেই তাঁর ভেতরে তৈরি হয় স্বাধীনতা চেতনা। ধীরে ধীরে অনেক মানুষের মতো মহাত্মা গান্ধীর পথকেই আদর্শ ধরে শুরু করেছিলেন পথ চলা। অতঃপর এল অসহযোগ আন্দোলন। ১৫ বছরের অনন্তহরি যুক্ত হয়ে গেলেন সেই আন্দোলনে। তখনই ১৯২১ সালে প্রথমবার গ্রেফতার হন। নাবালক বলে সাজাও কম হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনাই অনন্তহরির চিন্তা জগতে আনল এক বিশাল বদল। তখন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুটি ধারা তৈরি হয়েছিল; নরমপন্থী ও চরমপন্থী। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর অনন্তহরি মিত্রের নরমপন্থীদের ওপর আস্থা চলে গেল। তাঁর মনে হল, এদেশকে স্বাধীন হতে গেলে ব্রিটিশদের মুখের ওপর জবাব দিতে হবে। তাঁদের সমানে সমানে লড়ে যেতে হবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সেটা সম্ভব নয়। অনন্তহরি বেছে নিলেন বিপ্লবের পথ। এই রাস্তাই এবার হবে তাঁর ধর্ম। স্বাধীনতার ধর্ম। ছিলেন কৃষ্ণনগরে। সেখান থেকে সোজা চলে আসেন কলকাতায়। যোগ দেন রেড বেঙ্গল পার্টিতে। অস্ত্র উদ্ধার করতে ব্রিটিশ পুলিশ ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণেশ্বরের আসে। গ্রেফতার করা হয় অনন্তহরি মিত্রওকে। শুরু হয় 'দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলা'। বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তিনি।

টিপু সুলতান

একজন জনৈক মতানুসারী দাবি করেছে শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করাচার্য্য সচ্চিদানন্দ ভারতী এবং টিপু সুলতানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকাতে স্মার্ত পরম্পরা মুসলিম তোষক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। একই মঠের শঙ্করাচার্য্য বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর হরিহর রায় এর মাধ্যমে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই সাম্রাজ্য ৩০০ বছর শান্তিবাহিনীদের দক্ষিণে প্রবেশ পর্যন্ত করতে দেয়নি? যদিও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রিত গজপতি প্রতাপরুদ্রও ম্লেচ্ছ যবন দস্যুদের থেকে বহু হিন্দু মন্দির রক্ষণে বিশাল বড় ভূমিকা রাখেন। হ্যাঁ এইটা সত্য যে টিপু সুলতানের সাথে তৎকালীন শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করাচার্য্য সচ্চিদানন্দ ভারতীর সহিত সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এতে করে কি হয়? ম্লেচ্ছ মতের অন্ধবিশ্বাসে উন্মাদ হয়ে যে টিপু সুলতান মালাবারে হিন্দুদের বহু মন্দির ধ্বংস করল এবং বহু লোককে যবন জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করলেন, সেই টিপু সুলতান শঙ্করাচার্য্যকে তার বিজয়ার্থে যজ্ঞ করার জন্য আবেদন করেন এবং চিঠিতে নিজের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের শক্তির উৎস হিসেবে ঈশ্বরের কৃপা, জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য সচ্চিদানন্দ ভারতীর আশীর্বাদ এবং তার সেনার শক্তিকে বল কর্ণাটকের শৃঙ্গেরীমঠ এবং স্থানীয় হিন্দুরা তৎকালীন শৃঙ্গেরী শঙ্করাচার্য্যের দুর্দান্ত কুটনৈতিক সম্পর্কের কারণে এককথায় বেঁচে গিয়েছিল। ঐ সমকালীন সময়ে শ্রীরঙ্গমের শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীগণ টিপুকে উপদেশ দিয়েছিল যে কিছু ধর্মীয় রীতি পালন করলে তিনি সম্রাট হতে পারবেন। এই উপদেশ দেওয়ার জন্য সেই সময় শ্রীরঙ্গমও বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু যে মহাশয়ের ক্ষ্মযঃ স্যাদ্ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ সম্পর্কে ধ্যান ধারণা নেই তার কাছে এই সব বিশ্লেষণ নিরর্থক। বরং যে আকবর চিঠিতে চিত্তর দখলের পর যবনদেবতার জয়ধ্বনি দিয়ে সেখানে অসংখ্য হিন্দু দেব দেবীর বিগ্রহ ভাঙচুর করল এবং প্রয়াগরাজে সমস্ত হিন্দু ধর্মের আশ্রমগুলো ধ্বংস করল সেই একই আকবর এবং জীব গোস্বামী প্রভুপাদের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল এবং আকবরের দয়ালুভাবের জন্য যে জীব গোস্বামী প্রভুপাদ প্রশংসা করেছেন তা বলবে না। এর অর্থ এখন জীব গোস্বামী প্রভুপাদ কি আমার নিকট নিন্দনীয় হয়ে গেলেন? উত্তর নয়। 'যঃ স্যাদ্ধারণ সংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ' সিদ্ধান্তের উপরেই করেছেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

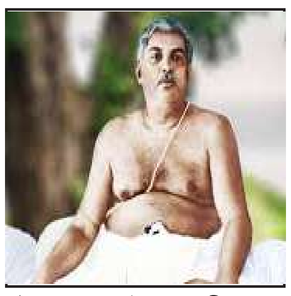

এই ভারতবর্ষ থেকে জীবনের প্রথম স্তোত্র পাঠ করা হয়েছিল। 'জবা কুসুমাসং কাশ্যপেয়িং মহাদ্যুতিম'। মহা মন্ত্র এই ভারত থেকে উচ্চারিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মানব সমাজকে রক্ষা তরত গেলে সেবা করতে গেলে প্রযোজন মানবিকতা। সেই মানবিকতাকে তৈরি করতে হবে। বিশ্ব মানবাবাদের প্রচার করতে হবে। তবেই মানুষ সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারবে। মায়ের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। তিনি ঠিক সময় হলে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করবেন। সন্তানদের রক্ষা করবেন মাই।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলেন, মা কালী হচ্ছেন বাঙালিদের সাক্ষাৎ দেবী। তিনি আছেন বলেই বাঙালিরা শক্তি অর্জন করতে পেরেছে। তাঁর পুজো করার প্রয়োজন রয়েছে। মা কালী সবাইকে শক্তি এবং ভক্তি বিতরণ করে থাকেন। তিনি শক্তিদায়িনী দেবী। তাঁর সাধনা করতে পারলে শক্তি অর্জন করা যায়। বিশ্বাস অর্জন করা যায়। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা যায়। কালী মায়ের সাধকেরা কোনও সময়ে পরাজিত হন না। তারা কিন্তু সব সময়ে জয়ী হয়ে থাকেন। দেবী কালী পুজো করা মানেই হল মনের মধ্যে যে অন্ধকার জগত রয়েছে তাকে দূর করা। মা কালী মনের মধ্যে যেসব দোষ রয়েছে তা দূর করতে পারেন। তিনি তাঁর সন্তানদের রক্ষা করে থাকেন। সেই কারণে বাংলার বিপ্লবীরা সবাই মা কালীর ভক্ত। পুজারি বলা যেতে পারে। মা কালীর ভক্ত হতে গেলে মনকে আগে থেকে পরিস্কার করা উচিত। মাতৃভক্তদের মন একেবারে জলের মতো পরিস্কার থাকে। কোনও দূষিত পদার্থ থাকে না। শক্তিকে মা কালী কাছ থেকে গ্রহণ করে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

জওহরলালের কাশ্মীর নীতি ঃ নারাজ শ্যামাপ্রসাদ

রবীন্দ্রকুমার শীল

(জওহরলাল নেহরুর ধারনাকে অবলম্বন করেই ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউনটব্যাটেন সিদ্ধান্ত নেন যে 'এনডব্লুএফপি' অংশ পাকিস্তানের হতে তুলে দেওয়া হবে। জম্মু কাশ্মীর হচ্ছে মধ্য এশিয়ার দ্বার এবং ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজ নৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেন সিদ্ধান্ত নিলেন যে কাশ্মীর পাকিস্তানের ভাগে যাবে।

জিন্না এবং তাঁর দল বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে কাশ্মীর পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত হবে। এ ব্যাপারে কাশ্মীরের রাজা হরি সিং লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কথা বলতে রাজি ছিলেন না। এমনকী তিনি জওহরলাল নেহরুকে এড়িয়ে চলতে থাকেন কেননা সেই সময়ে জওহরলাল নেহরু ছিলেন লেডি ম্যাউন্টব্যাটেন এডুইনার বন্ধু। এমনকী জওহরলাল নেহরু ঘনিষ্ঠ লর্ড মাইন্টব্যাটেনের কাশ্মীর সফরে ব্যাপারে আপত্তি করেন রাজা হরি সিং। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাশ্মীরের শেখ আব্দুল্লার ওপরে একটি দুর্বলতা ছিল। যখন শেখ আব্দুল্লাকে কারাগারে বন্ধি করে রাখা হয়েছিল তখন তাঁকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে জওহরলাল রাজার কাছে আবেদন করেন। ১৯৪৭ সালে ১ আগস্ট গান্ধিজি রাজা হরি সিংয়ের সঙ্গে শ্রীনগরে বৈঠক করেন।। সেখানে গান্ধিজি আব্দুল্লাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার আবেদন করেন। এবং রামচন্দ্র কককে বরখাস্ত করতে বলেন। হরি সিং কাককে ১১ আগস্ট গ্রেফতার করেনা ১৯৪৭ সালে সেপ্টেম্বর হরি সিং বুঝতে পারলেন কাশ্মীরকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট হিসাবে রাখা একেবারে অসম্ভব। তিনি ভারতের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বটে তবে শেখ আব্দুল্লার হাতে কাশ্মীরের ক্ষমতা তুলে দেবেন না যা এতদিন ধরে জওহরলাল নেহরু দাবি করে আসছিলেন। রাজা হরি সিং বিচারপতি মির চাঁদ মহাজনকে নিয়োগ করে দিল্লির সঙ্গে ভারত ভুক্তির কথা বলতে আদেশ করলেন। তখনও পর্যন্ত জওহর লাল নেহরু বলতে থাকেন যে আবদুল্লাকে কাশ্মীরের প্রতিনিধি মনে নিয়ে তাঁর হাতে কাশ্মীরের দায়িত্বভার তুলে দিলে তা স্বাধীন ভারতের উপকার হবে। এইা নিয়ে সেই সময়ে বিতর্ক চলতেই থাকে। এদিকে কাশ্মীরের ব্যাপারে জিন্না সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়ে ছিলেন যে সেখানেও হিংসার বাতাবরণ তৈরি করলে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ করতে কোনও বাধা থাকবে না। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন কাশ্মীরের রাজা হরি সিংয়ের বন্ধু। বল্লভভাই প্যাটেল কাশ্মীরের রাজাকে বলেন যে স্বাধীন ভারতে যোগদান করতে। কাশ্মীর নিয়ে এই টানাপোড়েনের সুযোগ নিল প্যাকিস্তান সরকার। কূটকৌশলী ব্রিটিশ সরকার চুপ করে থাকলো এবং কাশ্মীর নিয়ে যত বেশি ঝামেলা তৈরি হবে ততই তাদের রাজনৈতিক লাভ হবে বলে মনে করতে থাকে।)

জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিষয়ে মতামত ঃ আইনটি নিয়ে সংসদীয় আলোচনার সময় ৩৭০ ধারাকে সমর্থন করার পর, নেহরুর সাথে মতবিরোধের কারণে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি এই আইনের বিরোধী হয়ে পড়েন। তিনি সংসদের ভিতরে এবং বাইরে এর বিরুদ্ধে লড়াই করেন, যেখানে ভারতীয় জন সংঘের অন্যতম লক্ষ্য ছিল এটি বাতিল করা। তিনি ২৬ জুন ১৯৫২-এ তাঁর লোকসভা ভাষণে এই বিধানের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। তিনি এই ধারার অধীনে ব্যবস্থাগুলিকে ভারতের বলকানা ইজেশন এবং শেখ আবদুল্লাহর ত্রি-জাতি তত্ত্ব বলে অভিহিত করেন। রাজ্যকে তার নিজস্ব পতাকা দেওয়া হয়েছিল এবং একজন প্রধানমন্ত্রীও দেওয়া হয়েছিল, যার অনুমতি ছাড়া রাজ্যে প্রবেশ করা যেত না। এর বিরোধিতা করে মুখার্জি একবার বলেন,এক দেশে দুই বিধান, দুই প্রধানমন্ত্রী এবং দুই জাতীয় প্রতীক চলবে না । ভারতীয় জন সংঘ, হিন্দু মহাসভা এবং জম্মু প্রজা পরিষদের সাথে মিলে বিধানগুলি অপসারণের জন্য একটি বিশাল সত্যাগ্রহ শুরু করে। ১৯৫৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে নেহেরুকে লেখা তাঁর চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের সাথে যুক্ত করার বিষয়টি বিলম্বিত করা উচিত নয়, যার উত্তরে নেহেরু এই বিষয়টি যে আন্তর্জাতিক জটিলতা তৈরি করতে পারে তার উল্লেখ করেন। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি ১৯৫৩ সালে কাশ্মীর সফরে যান এবং সেই আইনের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট পালন করেন, যে আইনটি ভারতীয় নাগরিকদের রাজ্যে বসতি স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল এবং তাদের পরিচয়পত্র বহন বাধ্যতা মূলক করেছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি জম্মু ও কাশ্মীরে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু, প্রচলিত অনুমতি ব্যবস্থার কারণে, তাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। অবৈধভাবে কাশ্মীরে সীমান্ত পার হওয়ার সময় ১১ মে লাখানপুরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও তার প্রচেষ্টার কারণে পরিচয়পত্রের নিয়মটি বাতিল করা হয়েছিল, তিনি ২৩ জুন ১৯৫৩ সালে একজন বন্দী হিসেবে মারা যান। ২০১৯ সালের ৫ই আগস্ট, ভারত সরকার ৩৭০ ধারা বাতিল করার জন্য একটি সাংবিধানিক সংশোধনী প্রস্তাব করলে, অনেক বিজেপি সদস্য এই ঘটনাকে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন বাস্তবায়ন হিসেবে বর্ণনা করেন।

শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার পূর্বে। তিনি ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস INC প্রার্থী হিসেবে বাংলা বিধান পরিষদে প্রবেশের মাধ্যমে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। যাইহোক, পরের বছর INC বিধানসভা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলে তিনি পদত্যাগ করেন। পরবর্তী কালে, তিনি একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং একই বছরে নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে তিনি একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সেই নির্বাচনে নির্বাচিত হন যা কৃষক প্রজা পার্টিকে ক্ষমতায় এনেছিল।

তিনি ১৯৪১-৪২ সালে এ কে ফজলুল হকের প্রগতিশীল জোট সরকারের অধীনে বাংলা প্রদেশের অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, যা কংগ্রেস সরকারের পদত্যাগের পর ১৯৪১ সালের ১২ ডিসেম্বর গঠিত হয়েছিল। তাঁর কার্যকালে, সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য সেন্সর করা হয়েছিল এবং তাঁর চলাফেরা সীমাবদ্ধ করা হয়। ১৯৪২ সালে ভয়াবহ বন্যায় ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হলে তাঁকে মেদিনীপুর জেলায় যেতেও বাধা দেওয়া হয়। তিনি ২০ নভেম্বর ১৯৪২-এ ব্রিটিশ সরকারকে যেকোনো মূল্যে ভারত ধরে রাখার চেষ্টার জন্য অভিযুক্ত করে এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের দমনমূলক নীতির সমালোচনা করে পদত্যাগ করেন । পদত্যাগের পর, তিনি মহাবোধি সোসাইটি , রামকৃষ্ণ মিশন এবং মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটির সহায়তায় সমর্থন জোগাড় করেন এবং ত্রাণ সংগঠিত করেন । ১৯৪৬ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হন। তিনি একই বছরে ভারতের গণপরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।

হিন্দু মহাসভা এবং বাঙালি হিন্দু স্বভূমি আন্দোলন ঃ মুখার্জি ১৯৩৯ সালে বাংলায় হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন এবং সেই বছরই এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হন। ১৯৪০ সালে তিনি সংগঠনটির কার্যনির্বাহী সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারিতে, মুখার্জি একটি হিন্দু সমাবেশে বলেছিলেন যে মুসলমানরা যদি পাকিস্তানে থাকতে চায় তবে তাদের তাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত... যেখানে তারা যেতে চায়। তবুও, মুখার্জি নেতা থাকাকালীন হিন্দু মহাসভা সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সাথে প্রাদেশিক জোট সরকারও গঠন করেছিল। তিনি ১৯৪৩ সালে অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন, একই বছর লক্ষ্মণ ভোপাটকর নতুন সভাপতি হন। মুসলিম-শাসিত পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলির অন্তর্ভুক্তি রোধ করতে মুখার্জি ১৯৪৬ সালে বঙ্গভঙ্গের দাবি করেছিলেন । ১৫ এপ্রিল ১৯৪৭-এ তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত মহাসভার একটি সভা তাকে বঙ্গভঙ্গ নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে। পূর্ব বাংলার নোয়াখালী গণহত্যা, যেখানে মুসলিম লীগের জনতা হিন্দুদের গণহত্যা করেছিল, তার দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল । শ্যামা প্রসাদ মুখার্জিই বাঙালি হিন্দু স্বদেশ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল একটি স্বদেশভূমি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করা।

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ঢাকুরিয়ার মণিপাল হাসপাতাল

বুদ্ধদেব মিশ্র

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় নিরাপদ খাদ্যাভ্যাসের উপর জোর দিলেন ঢাকুরিয়ার মণিপাল হাসপাতালের বিশেষজ্ঞরা। নিরাপদ খাদ্যাভ্যাসের প্রচার এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরতে মণিপাল হাসপাতাল, ঢাকুরিয়া বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এবারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, From Burden to Solutions- Safe Food Everywhere। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল খাদ্য নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা এবং এমন কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা, যা খাদ্যবাহিত রোগের বাড়তে থাকা সমস্যা কমাতে সাহায্য করতে পারে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণিপাল হাসপাতাল ঢাকুরিয়ার গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের কনসালট্যান্ট ডাঃ গৌতম দাস, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি মেডিসিন বিভাগের কনসালট্যান্ট ডাঃ দেবত্তম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান ডায়েটিশিয়ান বিজয়া আগরওয়াল এবং ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ান সুনন্দা ঘোষ। তাঁরা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা, দৈনন্দিন জীবনে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং সচেতন খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের গুরুত্ব নিয়ে মূল্যবান তথ্য তুলে ধরেন।

এই অনুষ্ঠানে ভবানীপুর গ্লোবাল ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের পাশা পাশি ১৫ জনেরও বেশি প্রবীণ নাগরিক অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আগ্রহ ও সচেতনতা বাড়াতে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন স্মৃতি শক্তি বাড়ানোর খেলা এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। পরে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে খাদ্যবাহিত রোগ নিয়ে বিশ্ব ও দেশের উদ্বেগ এবং মানুষের স্বাস্থ্যের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হু এর তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর বিশ্বের প্রতি নয় জন মানুষের মধ্যে প্রায় একজন দূষিত, অনিরাপদ বা অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার কারণে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর ফলে প্রতিবছর প্রায় ১.৫২ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ক্ষতিকর

ব্যাকটেরিয়া, পরজীবী, প্রিয়ন বা রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা দূষিত খাবারের কারণে ডায়রিয়া থেকে শুরু করে ক্যানসার পর্যন্ত ২০০-রও বেশি ধরনের খাদ্যবাহিত রোগ হতে পারে। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুরা এসব রোগের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। খাদ্যবাহিত রোগ শুধু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না, এটি স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং দেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও পর্যটন ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে মণিপাল হাসপাতাল ঢাকুরিয়া খাদ্য নিরাপত্তা, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা, খাবার সংরক্ষণের সঠিক পদ্ধতি এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছে।

খাদ্য নিরাপত্তার গুরুত্ব সম্পর্কে ডাঃ গৌতম দাস বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং হজমতন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রতি বছর দূষিত খাবার ও পানীয় জলের কারণে খাদ্যবাহিত রোগ, পেটের সংক্রমণ এবং নানা ধরনের জটিলতায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

এভারেস্ট জয় করতে এসে আরভিন জীবন দেন

অনিকেত নস্কর

আপনি যদি কোনও ব্রিটিশ নাগরিককে প্রশ্ন করেন, সর্বপ্রথম কে এভারেস্ট জয় করেছিলেন? আপনাকে চমকে দিয়ে ব্রিটিশ নাগরিক যদি প্রশ্নের উত্তরে ব্রিটিশ পর্বতারোহী জর্জ ম্যালরি এবং তাঁর সহযোগী স্যান্ডি আরভিন এর নাম উল্লেখ করে, তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। তাদের বিশ্বাস, এডমন্ড হিলারি এবং তেনজিং নোরগেরও ত্রিশ বছর আগে সর্বপ্রথম এভারেস্ট জয় করেন জর্জ ম্যালরি এবং স্যান্ডি অরভিন কিন্তু নীচে নেমে আসার সময় তাদের মৃত্যু হয়। আবার কিছু মানুষ মনে করেন যে তাঁরা চূড়ায় পৌঁছতেই পারেননি। তার আগেই তাঁদের মৃত্যু হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা চূড়াতে উঠতে পেরেছিলেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তর এক অমীমাংসিত রহস্য হয়েই আছে এখনও। কে এই জর্জ ম্যালোরি? পুরো নাম জর্জ হারবার্ট লেই ম্যালোরি। ১৮৮৬ সালের ১৮ জুন ইংল্যান্ডের চেশায়ারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা হারবার্ট ম্যালোরি ছিলেন ধর্মীয় নেতা , মা অ্যানি ম্যালোরি । দুই ভাই , দুই বোন। ম্যালোরি ছিলেন মেধাবী ছাত্র। ১৩ বছর বয়সে অঙ্কে স্কলারশিপ নিয়ে উইনচেস্টার কলেজে ভর্তি হন। সেখানেই রক ক্লাইম্বিং মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাবের সদস্য হন ধ্বফাইনাল ইয়ারে শিক্ষক R R G Irving-সাথে আল্পস পর্বতে আরোহণ করেন। ১৯০৫ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Magdalen -ত্র কলেজে ইতিহাস নিয়ে ভর্তি হন । সেখানে রোয়িং -এ খ্যাতি লাভ করেন। পড়াশোনা শেষে পেশা হিসাবে শিক্ষকতা বেছে নেন। ১৯১৪ সালে বান্ধবী রুথ টার্নারকে বিয়ে করেন।

১৯১৫ সালে তিনি ব্রিটিশ আর্মিতে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ আর্মির আর্টিলারি ইউনিটে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্বযুদ্ধ শেষে আর্মি থেকে পদত্যাগ করেন। কেমব্রিজে অস্হায়ী লেকচারার পদে কাজ করেন, যাতে চাইলেই চাকরি ছেড়ে দিতে পারেন এভারেস্ট অভি যানের জন্য । দারুণ সুদর্শন এই মানুষটির রক্তেই ছিল অভিযানের

নেশা। এন্ড্রু আরভিনের ডাক নাম ছিল স্যান্ডি। স্কটিশ মাউন্টেনিয়ার। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জনের পাশা পাশি অক্সফোর্ডের নাম করা এথলিট ছিলেন। এন্ড্রু আরভিন ছিলেন রোয়িং-এ ডাকসাইটে চ্যাম্পিয়ান। আরভিনের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল ১৯১৯ সালে, আজীবন এডভেঞ্চার প্রেমী ১৭ বছরের তরুন এন্ড্রু আরভিন তার মোটর সাইকেল নিয়ে ব্রিটেনের ৩০০০ ফুট (কেওকারাডং এর উচ্চতা ৩১৭২ফুট) উঁচু একটা চূড়ায় উঠে দেখেন সেখানে একটা জুটি তার আগেই উঠে বসে আছে। এরা ছিল সুন্দরী তরুনী মোনা (পরবর্তীতে আরভিনের প্রেমিকা এবং স্ত্রী) এবং নোয়েল ওডেল (আরভিন-ম্যালোরিকে শেষবার জীবিত দেখা ব্যাক্তি, ১৯২৪-এ ব্রিটিশ অভিযানে অংশ নেওয়া অভিযাত্রী)। মানুষ শুধু এডভেঞ্চারের কারণে পায়ে হেঁটে পাহাড়ে ওঠে জানতে পারেন এদের কাছ থেকে। আর এন্ড্রু আরভিন পরিনত হন মাউন্টেনিয়ারে।

এভারেস্ট জয়ে পরিচালিত ব্রিটিশদের প্রথম তিনটি অভিযানের প্রত্যেকটিতেই সদস্য হিসেবে ছিলেন জর্জ ম্যালোরি। প্রথম অভিযানটি পরিচালিত হয় ১৯২১ সালে। এটি ছিল মূলত রেকি অভিযান। দীর্ঘ ৫ মাস ধরে এভারেস্টে ওঠার পথ খোঁজা হয় এই অভিযানে। এই রেকি অভিযানেও ম্যালোরি তাঁর দুই সঙ্গীকে নিয়ে এভারেস্টের ২৩ হাজার ফুট পর্যন্ত পৌঁছে যান।

পরের অভিযান পরিচালিত হয় ১৯২২ সালে। অনেক দিক থেকেই এটি ছিল প্রথম। এভারেস্ট জয়ের ইতিহাসে এটিকেই প্রথম ফুল স্কেল অভিযান বলে মনে করা হয়ে থাকে। রেকি অভিযানে যে পথ খুঁজে বের করা হয়েছিল, সেই পথে ম্যালোরি এবং তাঁর দল ২৬৮০০ ফুট পর্যন্ত উঠে যান। এই অভিযানে প্রথম অক্সিজেন টিউব ব্যবহার করা হয়। এই অভিযানেই চূড়া বিজয়ের তৃতীয়বারের চেষ্টায় ম্যালোরি এবং তাঁর দল তুষারধ্বসের কবলে পড়েন যার ফলে ৭ জন শেরপা মারা যায় যেটি এভারেস্ট ইতিহাসে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ।

ম্যালোরির তৃতীয় এবং শেষ অভিযান পরিচালিত হয় ১৯২৪ সালে উ এই অভিযানের পরিকল্পনা করতে দেখে বেশ মুষড়ে পড়েছিলেন ম্যালোরির স্ত্রী রুথ। সন্তান এবং পরিবারের কথা বলে স্ত্রী তাঁকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ম্যালোরির পরিবারের পাশে, সন্তানদের পাশে থাকা খুব প্রয়োজন। কিন্তু মন যার পড়ে আছে এভারেস্টে, তাঁকে কি আর ফেরানো যায় ! তবে স্ত্রীর মন রক্ষা নাকি স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ করতেই তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন, এবার যদি এভারেস্ট জয় করতে পারি তাহলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়ায় তোমার একটা ছবি রেখে আসব। স্ত্রীকে দেওয়া এই প্রতিশ্রুতিই পরবর্তীতে গোটা পৃথিবীর মানুষকে নিয়ে গেছে রহস্যের অন্তরালে। স্ত্রীকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে, স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও ম্যালোরি যাত্রা করেন এভারেস্টের দিকে।

এবার তাঁর সঙ্গী ছিলেন মাত্র ২২ বছর বয়সী স্যান্ডি অরভিন। ১৯২৪ সালের এই অভিযানের প্রথম দুটি প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ করতে পারেননি তারা। এদিকে জুন মাস, আসছে মৌসুমি আবহাওয়া। এখানে দেরি করা সম্ভব নয়। সম্ভবত এখান থেকেই স্ত্রীকে শেষবারের মতো চিঠি পাঠানন ম্যালোরি। লিখেছিলেন, বর্ষাকাল এগিয়ে আসছে। এর পর আর ওঠার সুযোগ পাবো কি না জানি না। আমি এখানে পড়ে থাকতে চাই না। পরশু দিন আমরা যাত্রা শুরু করতে চাই।

১৯২৪ সালের জুন মাসের এই অভিযানে ২৬৯০০ ফুট উপরে অবস্থিত হাই ক্যাম্প ৬ থেকে ম্যালোরি এবং তাঁর পার্টনার আরভিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও ক্যামেরা নিয়ে চূড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তারিখ ৮ জুন। তাদেরকে শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল ৮,৬০০ মিটার উচ্চতায়। এখান থেকে চূড়ায় উঠতে বাকি আর মাত্র আড়াইশো মিটার। অর্থাৎ খুব কাছাকাছিই চলে গিয়েছিলেন তারা। কিন্তু তাদেরকে আর কখনো দেখা যায়নি। প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে দুজনই প্রাণ হারান।

তাদের এই মৃত্যু পর্বতারোহণের

শুভেন্দু সরকারের এক মাস

তন্ময় সিংহ

পরিবর্তনের এক মাস, কোন পথে বাংলা। ২০২৬- এর ঐতিহাসিক বিধানসভা নির্বাচনে ৪ ই মে ফলাফল প্রকাশের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসে ১৫ বছরের শাসনকালের পতন হয় এবং বিজেপির নতুন ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ৯ ই মে অবিভক্ত মেদিনীপুরের অন্যতম বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চরিত্র শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার সাথে সাথে করেছে আবার দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানও করিয়েছে। অন্যদিকে হকার উচ্ছেদ, বুলডোজার সংস্কৃতি এবং মন্ত্রিসভার দফতর বন্টন না হওয়ার মতো ঘটনাও সামনের এসেছে। এই এক মাসে বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়েছে এবং শাসক শিবিরের সাথে বিরোধীদল তৃণমূল কংগ্রেসের মূল অংশ রাজ্যে বিরোধী হিসেবে এবং কেন্দ্রে সহযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর একমাস অতিক্রান্ত, সরকার কোন দিকে এগোচ্ছে তা বোঝার জন্য এই একমাস যথেষ্টই কম সময়, কিন্তু সরকারের তরফ থেকে আগামী বা ভবিষ্যতের দিশা দেখানোর জন্য এই একমাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত অর্থে রাজ্য এবং কেন্দ্রে এই একই সরকার প্রায় পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম। বিভিন্ন সময় জোট সরকার থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে ঘিরে বাংলার মানুষের প্রত্যাশা অসীম। এই এক মাসের মধ্যে নতুন সরকার যেমন কিছু পুরোনো সামাজিক প্রকল্প বজায় রেখেছে সেরকম ই নতুন প্রকল্প চালু নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই যে দুটি সিদ্ধান্ত সরকারের প্রশাসনিক দক্ষতা কে এবং কাজ করার মানসিকতাকে তুলে ধরেছে তা অনন্য। বিজেপি সরকার একটি স্বচ্ছ সরকার উফদার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় এসেছে। সেই পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে বিজেপি সরকার। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ওপরে বড় দায়িত্ব রয়েছে। কী করে বাংলার আর্থিক এবং শিল্পের উন্নতি করা যায় তার দিকে লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করে ধীর পরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন সেখান বিরোধী দলের বিধায়ক এবং সাংসদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

তাপপ্রবাহে রাস্তায় কর্মরত পুলিশদের হাতে ছাতা, জল ও ওআরএস তুলে দিল বর্ধমান জেলা ব্যবসায়ী সুরক্ষা সমিতি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ জুন ঃ গ্রীষ্মের দাবদাহ ও তীব্র তাপপ্রবাহে

যখন সাধারণ মানুষের জনজীবন বিপর্যস্ত, তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন ট্রাফিক পুলিশ ও অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। তাঁদের এই কঠোর পরিশ্রম ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি সম্মান জানিয়ে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল বর্ধমান জেলা ব্যবসায়ী সুরক্ষা সমিতি। সমিতির পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন ট্রাফিক পোস্টে কর্মরত পুলিশ কর্মীদের হাতে বড় গার্ডেন আমব্রেলা, ছোট ছাতা, পানীয় জল এবং ওআরএস পাউচ তুলে দেওয়া হয়। বুধবার আয়োজিত এই কর্মসূচি পাক সার্কাস মোড় থেকে শুরু হয়ে উল্লাস হয়ে তেলিপুকুর মোড় পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রাফিক পয়েন্টে পৌঁছায়। সেখানে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ ও পুলিশ কর্মীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, প্রচণ্ড গরমে দীর্ঘ সময় খোলা আকাশের নিচে কাজ করতে হওয়ায় পুলিশ কর্মীরা নানা শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হন। তাদের কিছুটা স্বস্তি ও সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কার্জন গেট থেকে উল্লাসমুখী এই বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিয়াংজী ওয়াং, শীর্ষেন্দু সাধু, গোপাল দাস, মধুসূদন দাস, অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি, রবি হাটি, সম্পা দিদিমনি, সমিতির সম্পাদক সুকান্ত দাসসহ বর্ধমান জেলা ব্যবসায়ী সুরক্ষা সমিতি ও বাজে প্রতাপপুর ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যবৃন্দ। সংগঠনের পক্ষ থেকে গোপাল দাস বলেন, প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের মধ্যেও পুলিশ কর্মীরা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তাদের এই নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। তিনি আরও জানান, সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মানবিক উদ্যোগ নিয়ে মানুষের পাশে দাড়ানোর কাজ ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে বর্ধমান জেলা ব্যবসায়ী সুরক্ষা সমিতি।

বিজেপি সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর অর্থনীতির ভিত দুর্বল করার চেষ্টা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১০ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতেই রাজ্যের অর্থনীতির ভিত দুর্বল করার চেষ্টা করছে কিছু কট্টরপন্থী মৌলবাদী শক্তি। এতদিন মূলত পাকিস্তানে তৈরি হওয়া জাল ৫০০ টাকার ভারতীয় নোট এদেশের বাজারে ছড়িয়ে দিয়ে অর্থনীতিকে দুর্বল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল কিছু অসাধু ব্যক্তি এবং কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রীয় শক্তি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতেই এবার নিজেদের পুরনো পদ্ধতি বদলে ফেলেছে ওই কট্টরপন্থী মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং বিদেশী শক্তিগুলো। সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দিতে এবার তারা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বাজারে ৫০০ টাকার পরিবর্তে বেশি করে ২০০ টাকার জাল নোট ছড়ানোর চেষ্টা করছে। মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানা এলাকা দিয়ে বিপুল পরিমাণ জাল ভারতীয় ২০০ টাকার নোট পাচার করার সময় মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন তিন যুবক। ধৃতদেরকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর এই তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে। মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লালগোলা থানার আধিকারিকেরা পুরনো বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালায়। সেখান থেকেই তিন যুবককে ২৯২ টি ভারতীয় জাল ২০০ টাকার নোটসহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতদের নাম- মুক্তারুল শেখ (২০), আলমগীর শেখ (১৮) এবং আসিফ শেখ (১৮)। ধৃত তিন যুবকের বাড়ি মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত ছোটকালিয়া গ্রামে। মঙ্গলবার রাতে ওই তিন যুবক রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকা থেকে একটি মোটরসাইকেল করে ভারতীয় ৫৮ হাজার ৪০০ টাকার মূল্যের জাল ২০০ টাকার নোট লালগোলার এক ব্যক্তিকে দিতে আসছিলেন। সেই সময় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, উদ্ধার হওয়া ২০০ টাকার জাল নোটগুলোতে যে সমস্ত 'সিকিউরিটি ফিচার্স' রয়েছে তা আসল নোটের সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে গেছে। তার ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে এই জাল নোটগুলো হাতে নিয়ে বোঝা একপ্রকার অসম্ভব এগুলো আসল না জাল। সূত্রের খবর, উদ্ধার হওয়া জাল নোটগুলো সবই পাকিস্তানের কোনও টাঁকশালে তৈরি হয়েছিল। তারপর নেপাল হয়ে বাংলাদেশ থেকে সেটি ভারতে পাচার হয়ে এসেছে। রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসায় প্রতিবেশী দেশগুলোর মৌলবাদী শক্তিরা একদমই খুশি নয়। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যে বেআইনিভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদেরকে তাদের দেশে 'ডিপোর্ট' করতে শুরু করায় মৌলবাদী শক্তিরা আরও ক্ষিপ্ত হয়েছে রাজ্যের বিজেপি সরকারের ওপর। সেই কারণে তারা বিভিন্নভাবে এই রাজ্যে 'অস্থিরতা' তৈরি চেষ্টা করছে বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন। সেই অস্থিরতা তৈরির পরিকল্পনার অংশ হিসেবে রাজ্যে তারা নতুন করে ২০০ টাকার জাল নোট ছাড়ানোর চেষ্টা করছেন বলেও সূত্রের খবর। লালগোলা থানার এক আধিকারিক জানান, প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি ধৃত তিন যুবক মূলত ক্যারিয়ার হিসেবেই কাজ করতো। জালনোট পাচারের এই চক্রের পেছনে অন্য কোনও বড় মাথা কাজ করছে। ধৃত যুবকদেরকে বুধবার আদালতে পেশ করা হচ্ছে। এরপর তাদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে এই চক্রের পিছনে আর কারা রয়েছে তা জানার চেষ্টা করবে পুলিশ। অন্যদিকে অপর একটি ঘটনায় বুধবার সকালে লালগোলা থানার শাহবাদ এলাকায় একটি আমের বাগানে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ আব্দুল হক নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল। ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় ৩০০ গ্রাম উন্নত হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, আন্তর্জাতিক বাজারের উদ্ধার হওয়া ওই হেরোইনের মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। ধৃত ব্যক্তির ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে বুধবার তাকে আদালতে পেশ করা হচ্ছে।

ব্যান্ডেল - কাটোয়া সেকশনে সফলভাবে মেগা পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন করল পূর্ব রেল

কলকাতা, ১০ জুন ঃ যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য, ভ্রমণের নির্ভরযোগ্যতা এবং ট্রেন চলাচলের সর্বোচ্চ নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে, গত ৬ই জুন, ২০২৬ তারিখে পূর্ব রেল ব্যান্ডেল-কাটোয়া সেকশনে ব্যাপক পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিকীকরণের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এই সুবৃহৎ 'মেগা

ব্লক'-এর প্রতিটি পর্যায়ের কাজ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্করের গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে, যিনি প্রতিনিয়ত রেলযাত্রীদের জন্য আরও শক্তিশালী ও নিরাপদ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। হাওড়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বিশাল কাপুরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন ও পাওয়ার সাপ্লাই ইনস্টলেশন বিভাগের নিখুঁত সমন্বয়ে এই জটিল প্রকৌশল ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই শেষ করা হয়েছে। এই সমন্বিত ব্লকের সময়, রেলের পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। নিরাপত্তা ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির জন্য NDAE এবং ABKA স্টেশনের মধ্যবর্তী ৯২ নম্বর ব্রিজের আপ ও ডাউন উভয় লাইনেই গার্ডার অপসারণের কাজ এবং সেই সাথে ABKA স্টেশনে একটি নতুন ফুট ওভার ব্রিজ (FOB) তৈরির কাজ সফলভাবে শেষ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, পরিকাঠামো নির্মাণকারী দল সফলভাবে দুটি বড় লিমিটেড হাইট সাবওয়েতে আরসিসি বক্স স্থাপন করেছে- যার একটি JIT এবং GPAE-এর মধ্যবর্তী LHS 7/1-এ এবং অন্যটি PSAE ও PTAE-এর মধ্যবর্তী LHS 18/B-তে। এই সমস্ত কাজ শেষ হওয়া মাত্রই আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচলের জন্য ট্রাফিক এবং পাওয়ার ব্লক তুলে নেওয়া হয়। একই সময়ে, রেললাইনের স্থায়িত্ব ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে ট্র্যাকের কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্যাডো ওয়ার্ক বা আনুষঙ্গিক কাজও সম্পন্ন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে- GPAE-তে ইউনিম্যাট দ্বারা ১ সেট পয়েন্টস অ্যান্ড ক্রসিং ট্যাম্পিং, PSAE-তে ২৩ টি FSTO স্লিপার পরিবর্তন, PTAE-তে ৩১ টি ডিরেইলিং সুইচ স্লিপার পরিবর্তন, NDAE-তে ২১০.০০ মিটার রেল শিফটিং ও স্ট্যাকিং, ৩ টি সুইচ এক্সপেনশন জয়েন্ট (SEJ) ফ্ল্যাঞ্জ টেস্টিং, BSAE-তে ২০ টি FSTO স্লিপার ট্রলি হ্যান্ডলিং, সাবওয়ে সাইটে ১২২.৫০ মিটার রেল পাইলিং এবং নিরাপদ ট্রেন চলাচলের জন্য DHAE-তে ৫৬টি ভাঙা স্লিপার পরিবর্তনের কাজ। ইলেকট্রিক ট্রেনগুলোর জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে এবং আকস্মিক যান্ত্রিক ত্রুটি এড়াতে কারিগরি দলগুলো বড় ধরনের ওভারহোলিং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। TRD বিভাগের অধীনে ৯টি রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন (RE) ইউনিটের পিরিওডিক ওভারহোলিং (POH) সম্পন্ন করার পাশাপাশি ১৬টি ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (OHE) সিস্টেম, ১টি ক্রস-ওভার (XO), ১টি সেকশন ইনসুলেটর এবং ৩টি G/JMP অ্যাসেটের অ্যানুয়াল ওভারহোলিং করা হয়েছে। একই সাথে, ধাত্রীগ্রাম ট্র্যাকশন সাব-স্টেশনে ১ টি মেয়াদোত্তীর্ণ কারেন্ট ট্রান্সফরমার সফলভাবে প্রতিস্থাপন এবং ৩টি শান্ট ক্যাপাসিটরের অ্যানুয়াল ওভারহোলিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন যে, রেলের প্রতিটি পরিকাঠামোগত উন্নয়নই যাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতার প্রতিফলন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই মেগা ব্লকটি সাধারণ মানুষের ন্যূনতম ভোগান্তি সৃষ্টি করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সফলভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ, সাবওয়ে এবং ট্র্যাকের আধুনিকীকরণের কাজ সম্পন্ন করার একটি চমৎকার উদাহরণ। এর ফলে ট্রেন চলাচল আরও মসৃণ হবে, স্টেশনগুলোতে উন্নত সুযোগ-সুবিধা মিলবে এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকাঠামো নিশ্চিত করে আগামী দিনে আরও নিরাপদ ও আধুনিক রেল পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

রামপুরহাটে একাধিক অবৈধ ল্যাব সিল করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ১০ জুন ঃ ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা রামপুরহাট শহরে একাধিক অবৈধ ল্যাব বন্ধ করলো প্রশাসন। বুধবার বীরভূমের রামপুরহাটে মহকুমা শাসক ও স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে একাধিক অবৈধ ল্যাব ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে হানা দেন তারা। প্রশাসনের এই অভিযানে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহর জুড়ে। সেখানে দেখা হয় নথিপত্র, লাইসেন্স সহ গুণগত মান। অভিযান চালিয়ে সব কিছু খতিয়ে দেখে বেশ কয়েকটি অবৈধ ল্যাব ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ করে সিল করে দেয় প্রশাসন। তবে প্রশাসনের নাকের ডগায় কি ভাবে রমরমিয়ে এত দিন ধরে চলছিল এই সব অবৈধ কারবার। এই সব অবৈধ ল্যাব ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার গুলি এত দিন পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পর কেন হঠাৎ এই অভিযান, প্রশ্ন উঠেছে সাধারণ মানুষের মনে। অনেকে আবার অভিযানকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। শুধু রামপুরহাট নয় আরো অনান্য এলাকাতেও এই অভিযান চালানো উচিত বলে অনেকে মনে করছেন। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শোভোন দে বলেন, আমরা সকাল থেকেই এসডিও সাহেবের নেতৃত্বে পুলিশকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে ৩ টি ল্যাবে অবৈধ লাইসেন্স ধরা পড়েছে। সেগুলি আমরা বন্ধ করে দিয়েছি এবং তাদের বিরুদ্ধে আইন গত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা বারবার এই সব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করেছি, সজাগ করার চেষ্টাও করেছি। কথা না শোনার জন্যই এই পদক্ষেপ। অপরদিকে রামপুরহাট বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা জানান, তৃণমূলী জামানায় যত এই সব দু'নম্বরী অবৈধ কার্যকলাপ গুলি চলত। কিন্তু বিজেপি সরকার আসায় এসব অবৈধ কাজ আর চলবে না। আমরা এই অবৈধ কারবারিদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাই।

PWD(GOVT OF WB) TENDER NOTICE
NOTICE INVITING QUOTATION No. 01 OF 2026-2027
OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.
Name of Work: - Removal of encroachment from PWD roads / lands, any kind of structure (temporary / semi permanent / permanent) by machinery / manual means including removal of dismantled materials at **G. T. Road Ch. 629.50 kmp** (approx.) to **634.50 km (approx.)** at Bandel under Serampore Sub Division (PWD) of Hooghly Division (PWD) during the year 2026 – 2027. Last date and time for received of quotation papers in sealed cover: **15/06/2026 up to 1:00 p.m**. Date and Time for Opening of quotation: **15/06/2026 at 3:30 p.m.** Details may be downloaded and seen from **http://pwdwb.in** of the office of the u/s in working hours or from the Departmental website. Corrigendum, if any will be published as and when require.
Sd/- Assistant Engineer, P.W.D.
Serampore Sub Division

জেমস্ কমার্শিয়াল কোং লিমিটেড
রেজি. অফিসঃ ২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, ২য় তল, কলকাতা (পঃবঃ)-৭০০০০৭
সিআইএনঃ এল৫১১০৯ডব্লুবি১৯৮৩পিএলসি০৩৫৭৭৭, ওয়েবসাইটঃ www.gemscommercial.co.in,
ইমেলঃ gemscom@yahoo.com, ফোনঃ +৯১-১২০-৪৯৩৯৯৪৫

এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে
১. এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পাদনের লক্ষ্যে, কোম্পানির ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৬ জুলাই, ২০২৬, সোমবার দুপুর ১২:০০টায় কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে-অর্থাৎ ২০/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, দ্বিতীয় তল, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)-৭০০০০৭ ঠিকানায়-অনুষ্ঠিত হবে।
২. এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারদের কাছে অনুমোদিত পদ্ধতিতে তাঁদের নিবন্ধিত ঠিকানায় (যা কোম্পানির কাছে সংরক্ষিত আছে) পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gemscommercial.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com-এও পাওয়া যাবে।
৩. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ নম্বর ধারা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫-এর ২০ নম্বর বিধি এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান (সংশোধিত)-এর বিধান অনুযায়ী-কোম্পানি তার সকল সদস্যকে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর ভোট প্রদানের জন্য সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং' (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান)-এর সুবিধা প্রদান করছে। এ বিষয়ে সদস্যদের আরও জানানো যাচ্ছে যেঃ
ক. রিমোট ই-ভোটিং (দূরবর্তী স্থান থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান) প্রক্রিয়াটি ৩রা জুন, ২০২৬, শুক্রবার সকাল ১০:০০টায় শুরু হবে এবং ৫ই জুলাই, ২০২৬, রবিবার বিকেল ৫:০০টায় শেষ হবে। নির্ধারিত সময় ও মেয়াদের পরে আর কোনো রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুযোগ থাকবে না।
খ. রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য কাট-অফ তারিখ হলো ২৯শে জুন, ২০২৬, সোমবার। কাট-অফ তারিখে সদস্য বা বেনিফিশিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তারাই রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারা এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু সেখানে পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। সভায় উপস্থিত যেসব সদস্য ইতিপূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা এজিএম-এ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
গ. এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পরে কোনো ব্যক্তি যদি শেয়ার অর্জন করে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ারের মালিক থাকেন, তবে তিনি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ অনুরোধ জানিয়ে লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, সংশ্লিষ্ট সদস্য যদি ই-ভোটিংয়ের জন্য আগেই সিডিএসএল-এ নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে তিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য তার বিদ্যমান লগ-ইন আইডি/পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
ঘ. যেসব সদস্যের শেয়ার ফিজিক্যাল বা কাগজের সনদ আকারে রয়েছে, তারা লগ-ইন করার জন্য তাদের ফোলিও নম্বর ব্যবহার করবেন।
ঙ. ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে সদস্যরা www.evotingindia.com-এর 'HELP' সেকশনে দেওয়া সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) বা সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেইল করে কিংবা ১৮০০২০০৫৫৩৩ (টোল-ফ্রি নম্বর)-এ কল করে সিডিএসএল-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
৪. বুক ক্লোজার (শেয়ারহোল্ডারদের রেজিস্টার ও শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র সাময়িক বন্ধ রাখা)ঃ কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ ধারা ও তসংশ্লিষ্ট বিধিমালা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, বার্ষিক সাধারণ সভা-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র ২৯ জুন, ২০২৬ (সোমবার) থেকে ৬ জুলাই, ২০২৫ (সোমবার) পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।
জেমস কমার্শিয়াল কোং. লিমিটেড-এর পক্ষে
তারিখঃ ০৯.০৬.২০২৬ স্বা/- রাজেন্দ্র সোনি
স্থানঃ নয়ডা ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০০৪১৮৯৩৩

নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড
CIN: L01132WB1990PLC048991
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, তৃতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নম্বরঃ ২২১০০৫৫৩, ফ্যাক্স নম্বরঃ ০৩৩ ২২১০০৫৪১
ই-মেইলঃ enquiry@norbentea.com, ওয়েবসাইটঃ www.norbentea.com
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড-এর সদস্যদের ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য) আগামী ৩রা জুলাই, ২০২৬, শুক্রবার সকাল ১১.৩০-এ (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন')-এর বিধানাবলি এবং সেবি (SEBI) ও এমসিএ (MCA)-এর প্রযোজ্য নির্দেশিকা-বিশেষ করে এমসিএ-র ২০ / ২০২০, ১০/ ২০২২, ০৯/ ২০২৩, ০৯/ ২০২৪ এবং ০৩/ ২০২৫ নম্বর বিজ্ঞপ্তি (যা যথাক্রমে ৫ মে ২০২০, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে জারি করা হয়েছিল) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা-মেনে এই সভাটি আয়োজন করা হচ্ছে। সভার উদ্দেশ্য হলো ২৬ মে ২০২৬ তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করা।
উল্লিখিত সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী, ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। যেসব শেয়ারহোল্ডারের ই-মেইল আইডি কোম্পানি, রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) অথবা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (DP)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি ১০ জুন ২০২৬ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে।
যেসব সদস্য এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে-যাদের শেয়ার 'ডিম্যাট' আকারে রয়েছে তারা যেন সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের সাথে যোগাযোগ করে তাদের তথ্যাদি যাচাই বা হালনাগাদ করেন আর যাদের শেয়ার 'ফিজিক্যাল' বা কাগজের সনদ আকারে রয়েছে, তারা যেন রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অথবা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে উক্ত তথ্য হালনাগাদ করেন।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং এর সাথে পঠিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫-এর বিধি ২০ অনুযায়ী, কোম্পানিটি তার শেয়ারহোল্ডারদের নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধান অনুযায়ী বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ
ক) রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ৩০ জুন, ২০২৬, সকাল ৯.০০টা।
খ) রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ ও সময়ঃ ২ জুলাই, ২০২৬, বিকেল ৫.০০টা।
গ) কাট-অফ তারিখঃ ২৬ জুন, ২০২৬।
ঘ) যে সকল বিনিয়োগকারী পরবর্তীতে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২৬ জুন, ২০২৬-এ শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে ই-ভোটিং-এর জন্য লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে investorcare@norbentea.com ঠিকানায় কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে যোগাযোগের সময় তাঁদের ফোলিও নম্বর অথবা ডিপি আইডি ও ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করতে হবে।
ঙ) ২ জুলাই, ২০২৬ তারিখের বিকেল ৫.০০টার পর আর রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুযোগ থাকবে না।
চ) কোনো সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং -এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না।
ছ) শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিই দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং সাধারণ সভায় ভোট দেওয়ার সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন, যার নাম 'কাট-অফ তারিখ'-এ সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
জ) বার্ষিক সাধারণ সভায় ভিডিও কনফারেন্সিং বা অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM)-এর মাধ্যমেও ইলেকট্রনিক ভোটিং বা ভোটদানের সুবিধা উপলব্ধ থাকবে। শুধুমাত্র সেইসব সদস্য-যারা VC/OAVM-এর মাধ্যমে সভায় যোগ দিচ্ছেন এবং ইতিপূর্বে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি- তাঁরাই সভার চলাকালীন তাঁদের ভোটিং অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। যে সদস্যরা AGM-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট দিয়েছেন, তাঁরাও VC/OAVM-এর মাধ্যমে AGM-এ অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন তবে তাঁরা ওই প্রস্তাবগুলোর ওপর পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। কোনো সদস্য একবার কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদান করলে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি পাবেন না।
ঝ) ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.norbentea.com এবং CDSL-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ পাওয়া যাবে।
ঞ) ইলেকট্রনিক ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলির জন্য শেয়ারহোল্ডাররা ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলি দেখতে পারেন। ইলেকট্রনিক ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে শেয়ারহোল্ডাররা www.evotingindia.com-এর 'হেল্প' বিভাগে উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি' (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 'ই- ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন। এছাড়া কোম্পানির সেক্রেটারি মিসেস নম্রতা দাস-এর সাথে ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণি, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন অথবা investorcare@norbentea.com-এ ই-মেইল পাঠাতে পারেন কিংবা +৯১ ৩৩ ২২১০০৫৫৩ নম্বরে ফোন করতে পারেন।
এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, 'কোম্পানী অ্যাক্ট, ২০১৩'-এর ৯১ নম্বর ধারা (সময়ে সময়ে সংশোধিত 'কোম্পানী রুলস, ২০১৪'-এর ১০ নম্বর বিধির সাথে পঠিত) এবং 'সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫'-এর ৪২ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী, কোম্পানির ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির 'সদস্যদের রেজিস্টার' এবং 'শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথি' ২৭ জুন, ২০২৬ থেকে ৩ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।
নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বাক্ষর /-নম্রতা দাস
স্থান- কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
তারিখ- ১০ জুন ২০২৬ সদস্যপদ নং A79243

সরকারি ত্রান সামগ্রী উদ্ধার, চাঞ্চল্য নন্দকুমারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দকুমার, ১০ জুন ঃ নন্দকুমারের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক সুকুমার দের ব্যবত্তাহাট এলাকায় একটি গোডাউন থেকে উদ্ধার হল সরকারি ত্রান সামগ্রী, ত্রিপল, পোষাক থেকে শুরু করে অন্যান্য সামগ্রী। ব্যবত্তাহাট বাজারে একটি ভাড়ায় নেওয়া গোডাউনে সরকারি ত্রাণ মজুত রয়েছে জানতে পারে স্থানীয় মানুষন। দরজা খুলতেই বস্তা বস্তা দীর্ঘদিনের ত্রান সামগ্রী পড়ে থাকতে দেখা যায়। নন্দকুমার থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে দু লরি জিনিসপত্র নিয়ে যায়। যদিও প্রাক্তন বিধায়ক এই বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানান। নন্দকুমার থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। রাজ্যে পালা বদলের পর তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস, তৃণমূল নেতার বাড়ি দপ্তর থেকে বস্তা বস্তা সরকারি সামগ্রী উদ্ধার হচ্ছে। এবার নন্দকুমারের ব্যবত্তাহাটে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার দের ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার হল সরকারি ত্রান সামগ্রী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যবত্তাহাট বাজারে ব্যাপকভাবে উত্তেজনা ছড়ায়।

মালদায় বাড়ল হোল্ডিং সেন্টারের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১০ জুন ঃ রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে প্রশাসনের তৎপরতার মধ্যেই মালদা জেলায় আরও একটি হোল্ডিং সেন্টার চালু করা হল। এর ফলে জেলায় হোল্ডিং সেন্টারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিন। বুধবার প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে এই তিনটি কেন্দ্রে দেড়শোরও বেশি বাংলাদেশি নাগরিককে রাখা হয়েছে, যাঁদের অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথমে ইংরেজবাজারের বাগবাড়িতে একটি হোল্ডিং সেন্টার তৈরি করা হয়। পরে পুরাতন মালদার নারায়ণপুরের জলঙ্গা মাঠে অবস্থিত ফ্লাড সেন্টারে দ্বিতীয় কেন্দ্র চালু হয়। বুধবার বামনগোলা থানার পাকুয়াহাট কর্মতীর্থে জেলার তৃতীয় হোল্ডিং সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়েছে। তিনটি কেন্দ্র মিলিয়ে একসঙ্গে প্রায় আড়াইশো থেকে তিনশো জনকে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে।

আচ্ছাদিত নর্দমা, পাথওয়ে, হাইড্রান্ট পাইপের ব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য বিভিন্ন কাজ
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইএনজিজি/২৬ অফ ২০২৬ তারিখঃ ০৯-০৬-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ডিব্রুগড় য়ার্ডের স্ট্যাবলিং লাইনে আচ্ছাদিত নর্দমা, পাথওয়ে, হাইড্রান্ট পাইপের ব্যবস্থা করার সাথে অন্যান্য বিভিন্ন কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ ৭,২৭,৫৪,৯৮৫/-** টাকা। **বায়না রাশিঃ ১৪,৫৫,১০০/-** টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০৭-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৬.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ০১-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
A.E.(LR)/SSKM(H.)ESD, PWDte. invites tender for the works of 1) "Power distribution to the AC machines installed at 3rd Floor of Neonatalogy building and other allied misc works in the premises of IPGME&R-SSKM Hospital, Kolkata" & 2) "IPGMEandR-SSKM Hospital - Repair, rehabilitation and retrofitting of distressed R.C.C. structure and other ancillary work of Chest and Cancer building. (Electrical Work)--Fire Detection System". against Tender Ref. Nos. WBPWD/ SSKM(H)ESD/NIQ-04 & 05 of 2026-27 vide Tender ID Nos. 2026_WBPWD_5015231_1 & 2026_WBPWD_5015234_2 Last date of Submission upto 02:00 P.M. on 20.06.2026. Sd/- U. Biswas, Assistant Engineer (LR), PWDte., SSKM(H.) Electrical Sub-Division. ICA- T9875(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
"E-TENDER for Providing Cleaning & Housekeeping Services in Medical College & Hospital, Kolkata -73" Vide NIT NO: MCH/E-TEN/5850 Dated 09.06.2026. The competent and experienced Contractor/Agency may visit the Website "https://wbtenders.gov.in" & "www.wbhealth.gov.in" on and from 12.06.2026 for further details. Bid submission start date (online): 18.06.2026 Bid submission closing date (on line) : 08.07.2026. Sd/- Medical Superintendent Cum Vice Principal, Medical College & Hospitals, Kolkata. ICA- T9885(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIT No.: 24/City (WB) of 2026-27 of The Executive Engineer-I, City Division, PWD. for 1 (One) No. Work from bonafide outsider only having credential for similar nature of work. Bid submission closing date (online) will be on **20.06.2026 at 15.00 hrs. for Tender ID: 2026_WBPWD_5015211_1** Other details may be seen from the website: **http://etender.wb.nic.in** & **http://wbpwd.in** Sd/- Executive Engineer-I, City Division, P.W.D. ICA- T9882(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING QUOTATION
Emergent Day to Day maintenance of entire Electrical Installations of whole system of Presidency University , New Town Campus, Kolkata-700156 (for 03 Months) Tender No: WBPWD/AE/BESD-I/e-NIQ-04/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5015155_1 Document Download Closing Date- 22.06.2026 up to 12.00 pm.Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Sub-Division-I. ICA- T9829(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Assistant Engineer, Eastern Mechanical Sub-Division-II, PHE Dte., Kalyani, Dist.- Nadia on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. **Tender ID: 2026_PHED_1026964_1 to 4** for the work "Restoration of the defective units in existing installed gaseous chlorination system at WTP under SWB W/S Scheme" mentioned in the **NIeT No. 01 of AE/EMSD-II of 2026-27.** The last date for bid submission (both Tech. & Fin.) is **22/06/2026 upto 11:00 Hrs.** Details will be available on the website **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbphed.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, Eastern Mechanical Sub-Division-II, PHE Dte. ICA- T9809(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to participation 0 (Zero) no. of bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no: WBPWD/AE-NSESD/NIQ-05/2026-27. (Tender ID : 2026_WBPWD_5014290_1) is hereby further extended up to 15-June-2026 upto 1:00 P.M. Website:- https://wbtenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W. Dte., New Secretariat Electrical Sub-Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01. ICA- T9825(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work "SITC of AC Machine in the Investigation Section located at the 1st Floor of Annex Building, I.B., Main Building, 13, Lord Sinha Road, Kolkata-700071 ." e-TenderNo: WBPWD/AE/ 19/ PR/T/KCESD/I of 2026-27 and Tender ID 2026_PWDE_5015161_1. Documents Submission end date 20.06.2026 up to 02.00P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Sub Division - I. ICA- T9833(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WEST BENGAL HOUSING BOARD
ABRIDGE NOTICE
Corrigendum for Date extension for the work"1.Supplying the official stationary Goods to the WBHB for the time period from 15th June 2026 to 31st March 2027.Tender ID 2026_WBHB_1024772_1 & 2. Supplying the official Printing Materials to the WBHB for the time period from 15th June 2026 to 31st March 2027." Tender ID 2026_WBHB_1024772_2for .NIeQ No: WBHB/DD (EW)-II/ NIeQ-01/ 2026-2027. Last Dateof closing bid submission 17.06.2026. At 11.00 AM.All particulars and any information & Corrigendum if any, will be published in E-Tendering Website i.e. https://wbtender.gov.inwebsite only. ICA- T9806(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
The Assistant Engineer, Kalyani Sub - Division Housing Directorate, has invite open e-NIT. No. 03 of 2026-27 for Emergent Roof Treatment work by Application of 3mm thick APP at block-E type C1 at RHE Kalyani, Nadia. Tender ID: 2026_HSD_1027177_1. Last date & time of Bid Documents Download & Submission (online) is 22.06.2026 up to 3:00 PM. Details will be seen from the office notice board on any working days within office hours and from website wbtenders.gov.in. Sd/- S. Pramanik, Assistant Engineer, Kalyani Sub-Division, Housing Dte ICA- T9803(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD E-QUOTATION NOTICE
TENDER ID- 2026_WBPWD_5015151_1
Sealed Bids are invited against NIQ No : WBPWD/AE/KMCHSD/NIQ-02e/2026-27 for "Periodical inspection of water-based fire protection system including fire water pumping system and conducting mock drill Etc." Bid submission start date is 12.06.2026 from 11:00 A.M. and closing date 19.06.2026 upto 2:00 P.M. Details are available in wbtenders.gov.in & www.pwdwb.gov.in as well as at the office of the Assistant Engineer, Kolkata Medical College Hospital Sub- Division, P.W.D, 33A Eden Hospital Road, Kolkata-700073. Sd/- Assistant Engineer, P.W.D, Kolkata Medical College Hospital Sub-Division. ICA- T9827(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE-IX/T-07 of 2026-27
e-Tender is invited by the Executive Engineer, Division-IX/SWTP, W&S Sector, KMDA, Chowdhury Para Lane, Serampore, Hooghly, from eligible and resourceful contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Supply & Installation of Laboratory Equipments for Bansberia 15 MGD WTP under Bansberia Municipality., Rate to be Quoted, Rs.7,000/-, 21 days, **End date & time of Online Bid submission:** 20.06.2026 upto 18:50 hrs, for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-109)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA- T9792(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Amta Hwy Sub-Div, P.W. (R).D invites online tenders for three different works per work schedule vide-WB/PWRD/AE/AHSD/NIT01/2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5015181_1/ 2/3. Bid Submission Start Date (Online) : 10.06.2026 from11:15Hrs. Bid Submission Last Date (Online) : 18.06.2026 up to 13:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in www.wbpwd.gov.in Sd/-AE/AMTAHSD/PWRD. ICA- T9840(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: "Comprehensive, Preventive & Corrective maintenance contract of different type AC machines installed at different places at Roopkala Kendra, Salt Lake, Kolkata-91 for 01 (one) year." Tender No : WBPWD/AE/NEESD/e-NIQ-02/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5015156_1. Document Download Closing Date : 22.06.2026 upto 15:00 Hrs. Details may be downloaded from etender.wb.nic.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, North East Electrical Sub-Division. ICA- T9844(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(R) Dte. QUOTATION NOTICE
Tender Id. 2026_WBPWD_5015227_1
Online e-Quotation (eNIQ 01 of 2026-27) has been invited by the Assistant Engineer, P.W. (Roads) Directorate, Baguihati Highway Sub-Division at Golaghata, K.N.I. Avenue, Kolkata-700048 from Bonafide agency for maintenance type of work. Bid submission closing (On line) 20.06.2026 at 15:00 hrs Other details may also be seen from the office notice board/ website. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, Baguihati Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate. ICA- T9861(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No.WBPWD/EE-ECD/e-NIT-08/2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5014303_1) is hereby extended up to 1.00 P.M. on 20.06.2026. Details of NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website: https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division. ICA- T9849(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub-Division-I, Govt. of W.B. vide NIeT No.- **WBPWD/AE/BKPSD-I/NIeT-09/2026-27** for the work of- i) Cleaning of existing drains to facilitate proper drainage of surface water of Ghoshpara Road under jurisdiction of Sec-ii/BKPSD-I under PWD, Barrackpore Division during the year 2026-27. Tender Id: **2026_WBPWD_5015225_1.** Intending tenderers are requested to visit the website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app** Bid submission closing date : 22.06.2026. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub-Division-I. ICA- T9857(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D, Barasat Electrical Sub-Division invite online e-Tender for the work of :- "Renovation of of existing electrical installation including supply and fixing of Exhaust fan and light fittings for replacement of old one at toilet blocks of different wards under Barasat Government Medical College and Hospital." NIT No: 08/T of 26-27 of AE/BESD. Tender Id: 2026_WBPWD_5015144_1. Bid Submission Start date (Online) : 08.06.2026. Bid Submission Closing date (Online) : 22.06.2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- P Nandi, ASSISTANT ENGINEER, P.W.D, BARASAT ELECTRICAL SUB-DIVISION. ICA- T9821(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM-1
e-NIT No: WBIW/SE/CE(S)/NIT-01e/2026-27, Sl. No. 03
Tender Id: 2026_IWD_1024182_3 (2nd Call of Sl. No. 10 of WBIW/SE/CE(S)/NIT-06e/2025-26)
Number of bidders participated for above serial of work is less than 3 (Three). Now, for larger participation, the last Date & time of submission of e-Bid and Technical Bid opening Date & time is extended as 15.06.2026 up to 15:00 Hours & 16.06.2026 at 15:00 Hours instead of 08.06.2026 up to 14:00 Hours & 10.06.2026 at 11:00 Hours respectively. All other terms & conditions will remain unchanged. Please go through the departmental website www.wbiwd.gov.in and www.wbtenders.gov.in (direct site) and also in the office of the undersigned. Sd/- TIA & the Superintending Engineer Attached to Chief Engineer (South), I&W Dte., Govt. of W.B. ICA- T9781(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIQ is invited by the Assistant Engineer P.W.D. Dhanadhanya Electrical Sub-Division. **eNIQ No. 39 Q of AE/DDESD 2026-27.** Memo No : 388 Date : 09/06/2026. **Tender ID: 2026_WBPWD_5015229_1. Name of Work : SITC of Air conditioning machines at Minister's Quarter No. 3A at 3rd floor at 28, Raja Santosh Roy Road, Alipore, Kolkata - 700027.** Last Date of bid submission : 22/06/2026. Intending bidder may download the Quotation documents from the website: www.pwd.wb.in, http://wbtenders.gov.in Sd/- S.K.Das, Assistant Engineer, PWD, Dhana Dhanya Electrical Sub-Division. ICA- T9864(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-Tenders is invited by the undersigned for the work "SITC of one number 05 persons capacity (340 Kg load) passenger lift at Bangiya Sahitya Parishad, 243/1, Acharya Prafulla Chandra Road, Kolkata- 700006 .- Electrical Installation work for Lift ." NOTICE INVITING E-TENDER No: WBPWD/EE/63/IR/T/KCED/II of 2025-26(3rd call) & Tender ID - 2026_WBPWD_5015199_1. Bid Submission end date –23.06.2026 up to 02.00P.M Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B.Mandal. Executive Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Division. ICA- T9852(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D, Midnapur Construction Sub-Division at Midnapore, District Paschim Medinipur invites e-Tender No. 01 (03)/MCS of 2026-2027 for 03 (three) nos. work related to Building works. Tender ID : 2026-WBPWD_5015268_1 to 3. Bid submission closing date 20/06/2026 upto 10:00 hrs. (online). Details will be available at **http://etender.gov.in**, **www.wbpwd.gov.in** & this office Notice Board. Further detail information shall be available from the office of the undersigned from 11:00 A.M. to 4:00 P.M. on any working day. Sd/- Apurba Roy Assistant Engineer, PWD, Midnapur Construction Sub-Division. ICA- T9819(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer-I, P.W. Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of (1) Annual comprehensive servicing and preventive maintenance of 1.5 TR/ 2.0TR/3.0TR/7.5TR. Window, Split, Concealed Split & 11.0Tr Ductable Split AC Machines at Shyamadas Vaidya Shastra Pith Hospital, Kolkata for one year. vide e-tender no. WBPWD/EE-I/CKHED/eNIT-10/26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5015228_1. Bid submission end date (online) for the job is 23/06/2026 upto 14:00 P.M. Detail information/download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in, http://wbtenders.gov.in & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-I, Central Kolkata Health Electrical Division, P.W. Dte. ICA- T9859(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD DATE EXTENSION CORRIGENDUM
Executive Engineer, P.W.D, North 24 Prgs Electrical Division invite online e-Tender for the work of:- **"Supply and fixing of new Ceiling Fan for replacement of old one with allied electrical wiring and repairing of E.I. with plug point at different places of Barasat Government Medical College and Hospital in North 24 Parganas district." NIT/NIQ No: WBPWD/EE/N24/EL/e-NIQ-17/26-27.** Tender Id : 2026_WBPWD_5014421_1. Bid Submission start date (Online): 29/05/2026 at 12:00 Hrs. Bid Submission Closing date (Online) : 16/06/2026 at 13:00 Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.D, NORTH 24 PARGANAS ELECTRICAL DIVISION. ICA- T9873(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

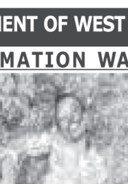

This is the photograph of **Unknown Male Dead body,** found on 10.05.2026, at about 07.35 hrs, Lying dead out side the track between KM 42/25A - 42/23A on UP main line at Adisaptagram station limit, Description of this dead body is: **Age-** 45 Years (Approx), **Sex:** Male, **Complexion**-Sallow, **Height**-5 Feet 2 Inch, **Build**- Medium, **Hair**-Black, **Wearing**- Black, White & Green check shirt & Blue half pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.
ICA-D841(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

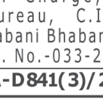

This is the Photograph of **Sudip Ghosh,** Father's Name - **Suraj Ghosh**, of Majdia Bus Stand Para, PS - Krishnaganj, Dist - Nadia, WB, who has been missing Since 07.05.2026, at about 14.00 hrs, Residential area under PS Krishnaganj, Description of this missing person is: **Age -** 4 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** - 3 Feet 4 Inch, **Wearing -** Red T Shirt & White Pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
ICA- D838(3)/2026

চাষবাস

মালদহের লিচুর নতুন গন্তব্য রাজস্থান, কম ফলনেও বাড়ছে বাজার, মুখে হাসি ফুটছে সমস্ত চাষিদের

মালদহের নাম শুনলেই প্রথমে মনে আসে আমের কথা। দেশের অন্যতম সেরা আম উপাদনকারী জেলা হিসেবে বহু বছর ধরেই পরিচিত মালদহ। তবে গত কয়েক বছরে জেলার আর একটি ফল ধীরে ধীরে নিজের আলাদা পরিচয় তৈরি করেছে-লিচু। স্বাদ, গুণমান এবং বাজারে চাহিদার নিরিখে মালদহের লিচু এখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সমাদৃত। আর এবার সেই সাফল্যের মুকুটে যোগ হল নতুন পালক। এই প্রথম মালদহের লিচু সরাসরি রপ্তানি হচ্ছে রাজস্থানে। ফলে চাষিদের সামনে খুলছে আয়ের নতুন সম্ভাবনা, আর সেই কারণেই মুখে ফুটেছে হাসি। চলতি মরশুমে আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় লিচুর উৎপাদন আশানুরূপ হয়নি। জেলার বহু বাগানেই ফলন কম হয়েছে। তবু বাজারে চাহিদার ঘাটতি পড়েনি। বরং দেশের নতুন নতুন বাজারে মালদহের লিচুর প্রবেশ চাষিদের বাড়তি উৎসাহ জোগাচ্ছে। জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা সামন্ত লায়েক জানান, এ বছরও মুম্বইয়ের বাজারে বিপুল পরিমাণ লিচু পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি দিল্লির বাজারেও মালদহের লিচুর চাহিদা উল্লেখযোগ্য। তবে সবচেয়ে বড় খবর হল, এই প্রথমবারের মতো রাজস্থানের ব্যবসায়ীরা সরাসরি মালদহে এসে বাগান থেকে লিচু কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। এর আগে রাজস্থানে মালদহের লিচু পৌঁছালেও তা সাধারণত দিল্লি বা অন্য পাইকারি বাজার ঘুরে যেত। এবার সরাসরি উৎপাদক ও ক্রেতার সংযোগ তৈরি হওয়ায় লাভবান হচ্ছেন চাষিরা।মালদহের কালিয়াচক এলাকার লিচু বাগানগুলিতে এখন

ভিনরাজ্যের ব্যবসায়ীদের আনাগোনা বেড়েছে। রাজস্থানের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা ব্যবসায়ীরা বাগানে গিয়ে গাছে থাকা লিচু দেখে পছন্দ করছেন এবং চাষিদের সঙ্গে সরাসরি দরদাম করে কিনে নিচ্ছেন। নগদ লেনদেনের মাধ্যমে ব্যবসা হওয়ায় কৃষকদেরও সুবিধা হচ্ছে। পরে সেই লিচু লরিভর্তি করে সড়কপথে রাজস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শাহবাজপুর এলাকার একটি লিচু বাগানে দাঁড়িয়ে রাজস্থানের ব্যবসায়ী জ্যোতি পাশোয়ান বলেন, আমাদের রাজ্যে ভালো মানের লিচুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এতদিন দিল্লির পাইকারি বাজার থেকে তুলনামূলক বেশি দামে মালদহের লিচু কিনতে হতো। এবার সরাসরি বাগান থেকে কিনতে পারছি। এতে আমাদের খরচ যেমন কমছে, তেমনই ক্রেতারাও তুলনামূলক টাটকা ফল পাচ্ছেন। চাষিদের বক্তব্য, এ বছরের আবহাওয়া লিচু চাষের পক্ষে একেবারেই অনুকূল ছিল না। অস্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং আবহাওয়ার ওঠানামার কারণে অনেক গাছে ফলন কম হয়েছে। ফলে যে পরিমাণ উপাদনের আশা করা হয়েছিল, বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। এমনকি মুম্বই থেকে আসা অনেক ব্যবসায়ী পর্যাপ্ত লিচু না পাওয়ায় খালি হাতেই ফিরে গিয়েছেন।তবু যেটুকু উৎপাদন হয়েছে, তার বড় একটি অংশ এখন দিল্লি ও রাজস্থানের বাজারে যাচ্ছে। ফলে কম ফলনের মধ্যেও কৃষকরা ভালো দাম পাচ্ছেন। চাষিদের মতে, নতুন বাজার তৈরি হওয়ায় ভবিষ্যতে লিচু চাষ আরও লাভজনক হয়ে উঠতে পারে। মালদহের লিচুর বিশেষত্বই তাকে দেশের বাজারে জনপ্রিয় করে তুলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গঙ্গা তীরবর্তী উর্বর মাটি এবং অনুকূল পরিবেশের কারণে এখানে উৎপাদিত লিচুর স্বাদ ও গুণমান অন্য অনেক এলাকার তুলনায় উন্নত। এই লিচুর খোসা তুলনামূলক পাতলা, শাঁস বেশি এবং অত্যন্ত রসালো। ফলে ক্রেতাদের কাছে এর চাহিদা বরাবরই বেশি।জেলার মধ্যে কালিয়াচক-১, কালিয়াচক-২ এবং কালিয়াচক-৩ ব্লকে সবচেয়ে বেশি লিচু চাষ হয়। গঙ্গা সংলগ্ন এই অঞ্চলগুলির জলবায়ু ও মাটির গুণাগুণ লিচু উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী বলে মনে করা হয়। উদ্যানপালন দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে জেলায় প্রায় ১,৫৫৩ হেক্টর জমিতে লিচু চাষ হচ্ছে। গত কয়েক বছরে লিচু বাগানের পরিমাণও বেড়েছে। চলতি বছরে প্রায় ৫০ হেক্টর নতুন জমিতে লিচু চাষ শুরু হয়েছে। সাধারণত মালদহে বছরে সাড়ে আট হাজার থেকে নয় হাজার মেট্রিক টন লিচু উৎপাদিত হয়। কিন্তু এ বছর উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের অনুমান, মোট উপাদন পাঁচ হাজার মেট্রিক টনেরও নিচে থাকতে পারে। তবে উৎপাদন কম হলেও বাজার সম্প্রসারণের কারণে আশাবাদী কৃষকরা। তাঁদের মতে, যদি আগামী বছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকে এবং উৎপাদন বাড়ে, তাহলে দিল্লি ও রাজস্থানের পাশাপাশি দেশের আরও বহু রাজ্যে মালদহের লিচুর বাজার তৈরি করা সম্ভব হবে।একসময় যে মালদহ মূলত আমের জন্য পরিচিত ছিল, আজ সেই জেলার লিচুও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিজের পরিচয় গড়ে তুলছে। নতুন বাজারের দরজা খুলে যাওয়ায় কৃষকদের আয়ের সম্ভাবনাও বাড়ছে। আর সেই কারণেই কম ফলনের হতাশা ছাপিয়ে এবার আশার আলো দেখছেন মালদহের লিচু চাষিরা।

যখন আন্দোলন স্বপ্নকে লাইনচ্যুত করে, পূর্ব রেলের ট্র্যাকে একটি হৃদয়বিদারক মোড়

কলকাতা, ১০ জুনঃ কয়েক মাস আগে, ২৪ বছর বয়সী লীনা দাস (নাম পরিবর্তিত) শিয়ালদহগামী একটি ট্রেনে ওঠার জন্য শ্যামনগর থেকে যাত্রা করছিলেন। তাঁর বুক দুরুদুরু করছিল, কেবল উত্তেজনায় নয়, বরং বহু কষ্টের পর অর্জিত এক আশার আলোয়, কারণ সেদিন ছিল তাঁর জীবনের প্রথম চাকরির ইন্টারভিউ। তাঁর বাবার আকস্মিক প্রয়াণের পর, লীনা এবং তাঁর মায়ের পাশে উপার্জনের মতো কোনো সদস্য এবং তাঁদের সংসার চালানোর মতো কোনো আয়ের উৎস অবশিষ্ট ছিল না। এই চাকরিটি কেবল একটি ক্যারিয়ারের মাইলফলক ছিল না এটি ছিল তাঁদের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত জরুরি এক প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু লীনা কখনোই ইন্টারভিউয়ের ঘরে পৌঁছাতে পারেননি, কারণ একটি আকস্মিক রেল অবরোধের ফলে ট্র্যাক স্তব্ধ হয়ে যায়, যা তাঁর ট্রেনটিকে তিন ঘণ্টারও বেশি যন্ত্রণাদায়ক সময়ের জন্য বিলম্বিত করে এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর গন্তব্যে পৌঁছানো অসম্ভব করে তোলে। তিনি যখন পৌঁছালেন, ততক্ষণে সুযোগের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং একটি পরিবারের মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যতের আশা চিরতরে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। লীনার এই হৃদয়বিদারক গল্প কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, কারণ এমন অসংখ্য মানুষ আছেন যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ বা জরুরি কাজের জন্য প্রতিদিন ট্রেনে যাতায়াত করেন। এই লক্ষ লক্ষ দৈনিক যাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন হাসপাতালে পৌঁছানোর জন্য সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা মুমূর্ষু রোগী, ক্যারিয়ার নির্ধারণকারী পরীক্ষার জন্য যাত্রা করা তরুণ শিক্ষার্থী এবং ইন্টারভিউয়ের জন্য যাতায়াত করা চাকরিপ্রার্থীরা। যখন কোনো আন্দোলন হয়, তখন সেই আন্দোলন এই সমস্ত নিরীহ যাত্রীদের বিরুদ্ধে একটি চরম অন্যায় হিসেবে কাজ করে। অধিকাংশ মানুষ এটি উপলব্ধিও করতে পারেন না যে মাত্র এক ঘণ্টার রেল অবরোধ কীভাবে কারও জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারে এবং তাঁর ভবিষ্যতের ওপর স্থায়ী অন্ধকার নেমে আসতে পারে। সম্প্রতি, পাশাপাশি অতীতেও, পূর্ব রেল তার এক্তিয়ারের মধ্যে এমন বেশ কয়েকটি আন্দোলনের সাক্ষী হয়েছে যেখানে যাত্রীরা বিভিন্ন দাবিতে ট্র্যাক অবরোধ করেছেন। সাম্প্রতিক তথ্য পূর্ব রেলওয়ের ডিভিশন বা বিভাগ জুড়ে এই ধরনের বিঘ্ন বা অচলাবস্থার ক্রমাগত চ্যালেঞ্জটিকে রেখাপাত করে। এপ্রিল ২০২৫ থেকে মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অর্থবর্ষের মেয়াদে, মোট ২৯টি রেললাইন অবরোধের ঘটনা নথিবদ্ধ করা হয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যা দেখা গেছে শিয়ালদহে

(২২টি), তারপরে মালদা (৪টি), হাওড়া (২টি) এবং আসানসোলে (১টি)। এর পাশাপাশি, একই সময়কালে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ২০টি সাধারণ ধর্মঘটের ঘটনা (শিয়ালদহে ১২টি এবং হাওড়ায় ৮টি) এবং মালদায় একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ১টি চাক্কা জ্যামের ঘটনা ঘটেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এই প্রবণতা বা ধারাটি বর্তমান আর্থিক বছরেও ছড়িয়ে পড়েছে এপ্রিল ২০২৬ থেকে মে ২০২৬ পর্যন্ত মাত্র দুই মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই আরও ২টি রেললাইন অবরোধের ঘটনা ইতিমধ্যেই নথিবদ্ধ হয়েছে, যার মধ্যে শিয়ালদহ এবং হাওড়ায় ১টি করে ঘটনা ঘটেছে। পূর্ব রেল, জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্করের নেতৃত্বে, সর্বদা তার যাত্রীদের নিজস্ব পরিবারের অংশ বলে মনে করে এবং প্রশাসন এই পরিবারের প্রতিটি সদস্যের প্রতিটি দাবি শুনতে এবং প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকে। তবে, ক্ষোভ প্রকাশের জন্য আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়া কখনোই সঠিক বা ন্যায়সঙ্গত উপায় নয়। এমন অসংখ্য শান্তিপূর্ণ এবং সহজ বিকল্প পথ ও মাধ্যম উপলব্ধ রয়েছে, যার মাধ্যমে যে কেউ সহজেই তাঁর দাবি পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। আন্দোলনের মাধ্যমে রেল পরিষেবা ব্যাহত করা একটি সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ যা কঠোর আইনি পরিণতি ডেকে আনে। ভারতীয় রেলওয়ে আইন, ১৯৮৯-এর ১৭৪ ধারা অনুযায়ী, ট্রেন চলাচলে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা সৃষ্টি করা বা বিঘ্ন ঘটানো একটি কঠোরভাবে দণ্ডনীয় অপরাধ। আইনটিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ট্রেন আটকাবে-যেমন প্রতিবাদের সময় ট্র্যাকে বসে থাকা, হোস পাইপ নষ্ট করা বা প্রয়োজনীয় সিগন্যালিং সরঞ্জামের ক্ষতি করা-তাঁকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, ২,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে। জনসাধারণের বিবেকের কাছে সরাসরি আবেদন জানিয়ে পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেছেন যে, যে সমস্ত যাত্রী তাঁদের প্ল্যাটফর্মে পা রাখেন তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই পরিবারের সদস্যের মতো আচরণ করা হয় এবং প্রশাসন আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে সর্বদা প্রস্তুত। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, মাত্র এক ঘণ্টার আন্দোলন কারও কাছে সামান্য প্রতিবাদ মনে হতে পারে।

রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা সুস্মিতা দেবের

প্রথম পাতার পর- হয়েছিলেন তিনি। তবে ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দেন তিনি। ২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস যোগ দেন। দলে যোগ দেওয়ার পরই তাঁকে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়। জাতীয় মুখপাত্র করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের। এরপর রাজ্যসভার সাংসদ করা হয় সুস্মিতাকে। ২০২৬-র বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর যখন তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙন ধরেছে, সেই সময় পাশে থাকলেন না সুস্মিতাও। এদিকে, সুস্মিতাকে দলে নেওয়া হয়েছিল অসমে তৃণমূলের বিস্তারের জন্য। তাঁর হাতেই অসমে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া ছিল। তাঁর ইস্তফায় সর্বভারতীয় স্তরেও ভাঙন ধরল তৃণমূল কংগ্রেসে। কার্যত ঘরে-বাইরে এখন অস্তিত্ব সঙ্কটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। লোকসভা ও রাজ্যসভা- সংসদের দুই কক্ষেই এখন সাংসদদের নিয়ে অস্বস্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভায় তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে ২০ জন সাংসদ আলাদা ফ্রন্ট হিসাবে এনডিএ-কে সমর্থন করতে প্রস্তুত। এদিকে রাজ্যসভাতেও চাপে তৃণমূল। ১৩ জন সাংসদ রয়েছে তৃণমূলের রাজ্যসভায়। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যার প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই সুখেন্দু শেখর ও সুস্মিতা দেব ইস্তফা দেওয়ায় সেই সংখ্যা ১১-তে নেমে এসেছে। কোয়েলও ইস্তফা দিতে পারেন। ফলে রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা ১০-এ নেমে আসবে। এদিকে, দল থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরই অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে দিল্লিতে দেখা করেন সুস্মিতা। এরপরই জল্পনা তৈরি হয়েছে যে তাহলে কি বিজেপিতে যাচ্ছেন সুস্মিতা? সূত্রের খবর, ফের রাজ্যসভায় ফিরতে পারেন সুস্মিতা। তবে এবার বিজেপির সমর্থন নিয়ে। তবে দলবদল নিয়ে সরাসরি কোনও বক্তব্য না রাখলেও, জনগণের সেবায় 'নতুন অধ্যায়' শুরু করার কথা বলেছেন সুস্মিতা। দলবদলের জল্পনায় আরও ইন্ধন জুগিয়েছে এই মন্তব্য।

শিল্প দফতরের চেয়ারে

প্রথম পাতার পর- হয়েছিল এবং সেখানে যে সমস্ত মৌ বা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল, সেগুলির বর্তমান অবস্থা কী? শুধু কাগজে-কলমে চুক্তি হয়েছিল নাকি বাস্তবে কোনও কাজ হয়েছে, তার খতিয়ান টেবিল করতে হবে। ৩) টাটাদের সঙ্গে সম্পর্কের পর্যালোচনা- টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প দফতরের সম্পর্ক ঠিক কেমন? তাপস রায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, ''প্রয়োজনে আমি নিজে যাব টাটা আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলতে।'' শিল্প দফতরে টাটাদের প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে মন্ত্রী বলেন, ''সিঙ্গুরে টাটারা যদি কারখানা করতে চায়, তবে তারা করতেই পারে। কিন্তু শুধু তো গাড়ি কারখানা নয়, টাটাদের আরও অনেক ধরনের ব্যবসা ও বিষয় আছে। আমরা সর্বোতভাবে চেষ্টা করব তারা যাতে এখানে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বড় বিনিয়োগ করে।''

মমতা-সোনিয়া বৈঠকের পর বুধবার রাহুলের দরবারে অভিষেক

প্রথম পাতার পর-গেলেন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। সূত্রের খবর, এদিন রাহুল গান্ধি এবং অভিষেকের মধ্যে প্রায় দেড় ঘণ্টার ম্যারাথন বৈঠক চলে। দুজনের মধ্যে অত্যন্ত 'ইতিবাচক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠক' হয়েছে বলে রাজনৈতিক সূত্রে দাবি করা হয়েছে। লোকসভার ভিতরে ও বাইরে বর্তমান বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় স্তরের বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-কে আরও বেশি শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ করার বিষয়ে দুই যুব নেতার মধ্যে বিস্তারিত রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জাতীয় রাজনীতিতে দলগুলির পারস্পরিক মতপার্থক্য ও আঞ্চলিক সংঘাত দূরে সরিয়ে রেখে, স্রেফ তীব্র বিজেপি বিরোধিতার প্রশ্নে কীভাবে সমস্ত দল এককাট্টা হয়ে ময়দানে নামতে পারে, তা নিয়েও তাঁদের মধ্যে গভীর চর্চা হয়। তবে তৃণমূলের অন্দরের খবর, এই জোট আলোচনার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বাংলায় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ওপর বাড়তে থাকা চাপ নিয়েও রাহুল গান্ধির সঙ্গে মন খুলে কথাবার্তা বলেছেন অভিষেক। উল্লেখ্য, গত সোমবারই দিল্লিতে আয়োজিত বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-র একটি সাধারণ বৈঠকের ফাঁকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোনিয়া গান্ধির মধ্যে এক নজিরবিহীন সৌজন্য সাক্ষাৎকার হয়েছিল, যেখানে দুজনকে একে অপরকে জড়িয়ে ধরতে দেখা গিয়েছিল। এরপর মঙ্গলবার বিকেলে সরাসরি সোনিয়ার ১০ জনপথের বাসভবনে গিয়ে হাজির হন মমতা। তবে ঘটনাচক্রে, ঠিক যখন দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধির সোফায় বসে নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিক সেই সময়েই সুদূর কলকাতায় সই জাল-কাণ্ডের তদন্তে তাঁর কালীঘাটের বাড়ি সংলগ্ন প্রধান তৃণমূল কার্যালয়ে বিশাল পুলিশ ও সিআইডি বাহিনী নিয়ে চিরুনি তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল রাজ্য প্রশাসন। সব মিলিয়ে, একদিকে ঘরের মাঠে সিআইডি-র তাড়া আর অন্যদিকে দিল্লিতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের মরিয়া চেষ্টা.

পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত দফতর বণ্টন

প্রথম পাতার পর- ১৩. দিবাকর ঘরামি-সমবায় দফতর, বন দফতর এবং পরিবেশ দফতর। ১৪. অমিয় কিস্কু- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও কৃষি দফতর। ১৫. কলিতা মাঝি- আবাসন দফতর। ১৬. গার্গীদাস ঘোষ- বিদ্যুৎ দফতর এবং অপ্রচলিত ও নবায়নযোগ্য শক্তি উৎস দফতর। ১৭. বিরাজ বিশ্বাস- আইন দফতর এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর। ১৮. দীপঙ্কর জানা- ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর, সুন্দরবন বিষয়ক দফতর । ১৯. সুমনা সরকার- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর। উল্লেখ্য, গত ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে যে পাঁচ মন্ত্রী-দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, নিশীথ প্রামাণিক, অশোক কীর্তনিয়া এবং ক্ষুদিরাম টুডু শপথ নিয়েছিলেন, তাঁদের দায়িত্ব আগেই নির্ধারিত ছিল। আজকের সম্প্রসারণের ফলে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে গতি আসবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। রাজ্যের এই নতুন মন্ত্রিসভা স্বচ্ছতা ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করবে বলে বিজেপির দলীয় নেতৃত্ব আশাপ্রকাশ করেছেন। এখন দেখার বিষয়, আগামী দিনে এই নবাগত মন্ত্রীরা নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব কতটা দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন।

'আর এক ফোঁটা জলও পাকিস্তানে যাবে না'

প্রথম পাতার পর-নিজেদের সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করে চুক্তিটি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। কেন্দ্রের বক্তব্য, পাকিস্তান সীমান্ত-পার সন্ত্রাসবাদকে বিশ্বাসযোগ্য ও স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত এই অবস্থান বহাল থাকবে। ভারতের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে পাকিস্তান একটি সালিশি আদালতের দ্বারস্থ হয়। তবে ভারত শুরু থেকেই ওই আদালতের বৈধতা মানতে অস্বীকার করেছে। সম্প্রতি তথাকথিত কোর্ট অব আরবিট্রেশন কিশনগঙ্গা ও রাটলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়ে একটি রায় দেয়। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক সেই রায়কে 'অবৈধ', 'অকার্যকর' এবং 'শূন্য' বলে প্রত্যাখ্যান করে। ১৬ মে বিদেশ মন্ত্রক জানায়, ভারত কখনও এই আদালতের গঠনকে স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে ওই সংস্থার যে কোনও কার্যক্রম, সিদ্ধান্ত বা রায় ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। একই সঙ্গে মন্ত্রক স্পষ্ট করে দেয় যে, সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত এখনও বলব রয়েছে। পাকিস্তানের উদ্যোগে এই ধরনের পদক্ষেপকে ভারত 'জবাদিহি এড়ানোর মরিয়া চেষ্টা' বলেও কটাক্ষ করেছে।

রাজ্যের হাল ফেরাতে কী করবেন, রূপরেখা দিলেন নতুন অর্থমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর- হবে। রাজ্যের আয়ের উৎস নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, ''বলতেও খারাপ লাগে যে আমাদের রাজ্যে মূল আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে মদ আর পেট্রল। ওটাকে আরেকটু প্রসারিত করতে হবে। রাজস্ব ও আয়ের ভিত্তিটা আরও বড় করা দরকার। অনেক জায়গায় রাজস্বের বড়সড় ঘাটতি রয়েছে, যেটাকে অনেকে চলতি ভাষায় 'ট্রান্সমিশন লস' বলে থাকেন। কোষাগারের সেই লিকেজগুলিকে আমাদের যতটা সম্ভব দ্রুত বন্ধ করতে হবে।'' তাঁর সংযোজন, রাজ্যের অনেক ক্ষেত্রে যতটা রেভিনিউ পটেনশিয়াল (রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা) আছে, সেই তুলনায় হয়তো রাজস্ব তোলা হচ্ছে না। এর পেছনে প্রশাসনিক স্তরে কিছু সমস্যা থাকতে পারে। আবার এমনটাও হতে পারে যে, এর আগে যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন, তাঁরা হয়তো সুনির্দিষ্ট কিছু কারণে পুরো রেভিনিউটা তুলতে চাননি সেটাও একটা বড় সমস্যা। তবে পুরো বিষয়টি নিয়ে এখনই চূড়ান্ত মন্তব্য না করে স্বপনবাবু জানান, অনেক রকমের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হবে এবং এর জন্য প্রচুর পড়াশোনা ও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

'আমরাই আসল তৃণমূল, কংগ্রেসে মেশার প্রশ্ন নেই'

প্রথম পাতার পর-মিশে যাওয়ার জল্পনা হচ্ছে কেন? কিন্তু রাজনীতির অলিন্দে যদি সত্যি সত্যিই আগামী দিনে প্রতীকচিহ্ন ও দলের রাশ নিয়ে সংঘাত চরম আকার ধারণ করে, তবে কি 'জোড়াফুল' প্রতীক নিজেদের দখলে রাখতে নির্বাচন কমিশন বা আদালতের দরবারে আলাদা আইনি লড়াইয়ে নামবেন ঋতব্রতরা? এই জল্পনা অবশ্য এখনই পুরোপুরি খোলসা করতে চাননি তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক। শুধু বলেন, ''কালকের কথা আগে থেকে ১০০ শতাংশ বলা যায় না। যা পরিস্থিতি তৈরি হবে, সেই অনুযায়ী দেখা যাবে।''

আফগানিস্তানে পাকিস্তানের রাতভর বিমান হামলা

খোস্ত, ১০ জন ঃ আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানের বিমান হামলাকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত হয়েউঠেছে দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক। তালিবান সরকারের দাবি, মঙ্গলবার গভীর রাতে আফগানিস্তানের খোস্ত, কুনার ও পাকতিকা প্রদেশে পাকিস্তানি বাহিনী একাধিক বিমান হামলা চালায়। এই হামলা অন্তত ১৩ জন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ১১ জনই শিশু। এছাড়াও এক মহিলার মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন অন্তত ১৪ জন। আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের মুখপাত্র জবিহুল্লাহ মুজাহিদ বুধবার এই হামলার অভিযোগ প্রকাশ্যে আনেন। তাঁর দাবি, গভীর রাতে সাধারণ মানুষ যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখনই সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বোমাবর্ষণ করা হয়। ফলে বাসিন্দারা নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার বা আত্মরক্ষার কোনও সুযোগই পাননি। মুজাহিদ এই ঘটনাকে নিরীহ নাগরিকদের উপর নির্মম ও কাপুরুষোচিত হামলা বলে বর্ণনা করেছেন। তালিবান প্রশাসনের তরফে প্রকাশিত কয়েকটি ছবিতে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর এবং ধ্বংসস্তূপের দৃশ্যও সামনে এসেছে। যদিও এসব ছবি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, হামলার অভিযোগ নিয়ে পাকিস্তান সরকার বা সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তবে ইসলামাবাদের অবস্থান দীর্ঘদিন ধরেই স্পষ্ট। পাকিস্তানের অভিযোগ, আফগানিস্তানের মাটিতে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন, বিশেষ করে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি), নিরাপদ আশ্রয় পাচ্ছে। পাকিস্তানের দাবি, আফগান ভূখণ্ড ব্যবহার করেই সন্ত্রাসবাদীরা সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা চালাচ্ছে। কাবুল অবশ্য বারবার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা নতুন মাত্রা পায়। ২১ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তানের একাধিক সীমান্তবর্তী এলাকায় পাকিস্তানের বিমান হামলার অভিযোগ ওঠে। সেই সময় পাকিস্তান দাবি করেছিল, তারা টিটিপি-র ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে অভিযান চালিয়েছে। তবে তালিবান প্রশাসনের অভিযোগ ছিল, ওই হামলায় বহু সাধারণ গ্রামবাসী নিহত হন এবং হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন অসামরিক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর থেকেই আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তের ডুরান্ড লাইনে বারবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সীমান্ত নিরাপত্তা, জঙ্গি কার্যকলাপ এবং আঞ্চলিক আধিপত্য নিয়ে দুই দেশের মধ্যে অবিশ্বাস ক্রমশ বেড়েছে। সাম্প্রতিক বিমান হামলার অভিযোগ সেই উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা। বিশ্ব রাজনীতির একাধিক অস্থিরতার মধ্যে এই নতুন সংঘাত উদ্বেগ বাড়িয়েছে আন্তর্জাতিক মহলেও। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘর্ষের আবহে আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে নতুন করে সহিংসতা শুরু হওয়া গোটা অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

NAME CHANGE

I, MANISHA AGARWAL, W/o sunnil Agaarwal residing at flat No. 16B, Block-3, Silver spring, 5, JBS Halden Avenue, Kolkata - 700105, West Bengal have change my name and shall henceforth be known as MANISSHAA AGARWAAL. As declare before the Ld. Judicial Magistrate (1st class), Kolkata vide affidavit no. 671 dated 08.06.2026, MANISHA AGARWAL and MANISSHAA AGARWAAL are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SUNNIL AGAARWAL, S/o Vijay Agarwal residing at flat No.16B, Block-3, Silver Spring, 5, JBS Halden Avenue, Kolkata -700 105, West Bengal, do hereby declare that I have changed my daughter's name KYNNA AGAARWAL (old name) to KYNNA AGARWAAL (new name) and henceforth she shall be known as KYNNA AGARWAAL in all purpose. vide affidavit no. 672 dt 08.06.2026 sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st class), at Kolkata, KYNNA AGAARWAL and KYNNA AGARWAAL are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Nazma Khan (পুরাতন নাম) W/O:- Jabbar Khan, গ্রাম-চাঁদুর, উত্তরপাড়া ওয়ার্ড নং ১৬, পোঃ- চাঁদুর, থানা - আরামবাগ জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭১২৬০২ স্থায়ী বাসিন্দা। নোটারী পাবলিক আরামবাগ হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা Nazma Begam (নতুন নাম) পরিচিত হইল। গত ১৮.০৫.২৬ তারিখে (SL, NO-4476) এফিডেভিট বলে Nazma Khan (পুরাতন নাম) এবং Nazma Begam (নতুন নাম) উভয়েই একই ব্যক্তি হইলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Debashis Patra SO.-Rasamay Patra, ঠিকনা Villt P.0:- Pirakata P.S:- Salboni, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর পিন- ৭২১৫১৬, আমার কিছু নথিতে ভুলবশত Debashish Patra নাম উল্লেখ আছে। গত ৩১.০৩.২৬ তারিখে নোটারী পাবলিক পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এফিডেভিট বলে আমার সঠিক নাম Debashis Patra, এখন থেকে Debashis Patra এবং. Debashish Patra উভয়েই একই ব্যক্তি হইলাম।

NAME CHANGE

I, Abdulla Sk (Old name) S/o-Abdul Ajij Mondal, Resident at, Vill-Nichu Diha, Po-Mukundapur, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, 742187 West Bengal. I have changed my name Abdulla Sk to Abdulla Mondal (New name) I shall be known as Abdulla Mondal vide affidavit no.22AC 847635 before the Notary at Berhampore on 08/06/2026 Abdulla Mondal & Abdulla Sk same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Monirul Hoque (Old name) S/o-Fazlur Rahaman, Resident at Vill-Natun Naldahari, Po &, Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad, 742148 West Bengal. I have changed my name Monirul Hoque to Md Manirul Haque (New name) I shall be known as Md Manirul Haque vide affidavit no. 22AC 847636 before the Notary at Berhampore on 08/06/2026 Md Manirul Haque & Monirul Hoque same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SUNNIL AGAARWAL, S/o Vijay Agarwal residing at flat No. 16B, Block-3, Silver spring, 5, JBS Halden Avenue, Kolkata - 700105, West Bengal have change my name and shall henceforth be known as SUNIIL AGARWAAL. As declare before the Ld. Judicial Magistrate (1st class), Kolkata vide affidavit no. 670 dated 08.06.2026, SUNNIL AGAARWAL and SUNIIL AGARWAAL are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anamika Roy (Sarkar) (Old Name) W/O–Prakash kumar Sarkar resident of 226/4 A.C Road South, Indrapastha, Khagra, Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742103 do hereby declared that I have changed my name from Anamika Roy (Sarkar) to Anamika Roy and henceforth I shall be known as Anamika Roy (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 10/06/2026 . My name Anamika Roy & Anamika Roy (Sarkar) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Golam Gouse Sha (Old Name) S/O-Keyafuddin Sha residing at Vill-Bhagabati Bazar Kaira Road, PO & PS-Illambazar, Birbhum, West Bengal 731414 do hereby declared that I have changed my name from Golam Gouse Sha to Golam Gouse Shah and hence-forth I shall be known as Golam Gouse Shah (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/01/2026. My name Golam Gouse Shah & Golam Gouse Sha both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, RAHUL DEO SINGH, S/o.- Ashok Kumar, R/o.- 16/H/7, Ultadanga Road, P.O.- Shyambazar, P.S.- Burtolla, Kol- 700004, my Father's actual/ correct name has been wrongly recorded as Ashok Singh in place of Ashok Kumar (PAN Card, Aadhar Card, Voter Card), vide an Affidavit No. 2660, dtd. 30.01.26, before the Executive Magistrate/ Judicial Magistrate at Kolkata. That Ashok Kumar & Ashok Singh both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Narbada Lama (Pradhan) (Old Name) W/o. Susan Lama R/o. Paras Mani Nagar, Rececourse Para, Ward No. 10, P.S. Kotwali, Dist.-Jalpaiguri WB, that have change my name & shall henceforth be known as Narbodha Pradhan (New Name), vide an Affidavit No. 450 dtd. 02.06.2026, before the Ld. Judicial Magistrate at Jalpaiguri. That, Narbada Lama (Pradhan) (Old Name) and Narbodha Pradhan (New Name) both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Goutam Ghosh (Old Name) S/o Gouranga Ghosh(Old Name) R/o. Vill.-Anandapara, P.O.-Thakurnagar, P.S.-Gaighata, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743287 WB, that have change my name & shall henceforth be known as Gautam Ghosh (New Name) S/o Gauranga Ghosh(New Name), vide an Affidavit dtd. 20.08.2026, before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas. That, Goutam Ghosh (Old Name) S/o Gouranga Ghosh(Old Name) and Gautam Ghosh (New Name) S/o Gauranga Ghosh(New Name) all are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, USHA DEVI AGARWAL, W/o Vijay Agarwal residing at flat No. 16B, Block-3, Silver spring, 5, JBS Halden Avenue, Kolkata - 700105, West Bengal have change my name and shall henceforth be known as USHA AGARWAAL. As declare before the Ld. Judicial Magistrate (1st class), Kolkata vide affidavit no. 667 dated 08.06.2026, USHA DEVI AGARWAL and USHA AGARWAAL are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sirajul Kayal (Old Name) S/O–Daud Ali Kayal resident of Vill & Po-Kadambagachhi, Ps-Chakdaha, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-741222 do hereby declared that I have changed my name from Sirajul Kayal to Sirajul Haque Kayal and henceforth I shall be known as Sirajul Haque Kayal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld A.C.J.M II 1st class at Kalyani court dated on 13/Nov/2025 . My name Sirajul Haque Kayal & Sirajul Kayal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Suraj Hossai Karikar (Old Name) S/O–Imanul Hossen Karikar resident of Vill – Malancha Street , Po-Santipur, Ps- Santipur, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741404 do hereby declared that I have changed my name from Suraj Hossai Karikar to Suroj Hossai Karikar and henceforth I shall be known as Suroj Hossai Karikar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 10/06/2026 . My name Suroj Hossai Karikar & Suraj Hossai Karikar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Belal Khan (Old Name) S/O–Mohammad Samsuzzoha Khan resident of Vill -Katnai , Po-Gankar, Ps-Raghunathganj, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742225 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Belal Khan to Md Belal Khan and henceforth I shall be known as Md Belal Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 10/06/2026 . My name Md Belal Khan & Mohammad Belal Khan both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Abdur Rouf S/O–Late Md Soleman Sk resident of Kashimnagar , Jadupur, Kaliachak, Malda, West Bengal, Pin-732212 do hereby declared that I have changed my father's name from Md Soleman (old name) to Md Soleman Sk (new name) and henceforth my father's name shall be known as Md Soleman Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld Judicial Magistrate at Malda court dated on 10/02/2026 . My father's name Md Soleman Sk (new name) & (old name) Md Soleman both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Imdadul Sekh (Old Name) S/O–Late Hosen Sekh resident of Vill - Jagirpara , Po-Bamnabad, Ps-Raninagar, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Imdadul Sekh to Indajul Sekh and henceforth I shall be known as Indajul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 10/06/2026 . My name Indajul Sekh & Imdadul Sekh both are same and one identical person.

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় হোমিওপ্যাথি গবেষণা পরিষদ -এর মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মউ স্বাক্ষর

দেবর্ষি মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ১০ জুন ঃ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় হোমিওপ্যাথি গবেষণা

পরিষদ (CCRH) এর মধ্যে সম্পন্ন হলো ঐতিহাসিক মউ স্বাক্ষর। এর মূল লক্ষ্য হল গবেষণা ও শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং ঔষধি উদ্ভিদের চাষ ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। শান্তিনিকেতনের কম্পিউটার সেন্টারে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ এবং CCRH-এর মহাপরিচালক ড. সুভাষ কৌশিক। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট শিক্ষক, বিজ্ঞানী এবং কর্মকর্তারা। বিশ্বভারতী পল্লী শিক্ষা ভবনের অধ্যক্ষ পরেশ চন্দ্র কোলে, সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন হোমিওপ্যাথি, ড. সুভাষ কৌশিক, বিশ্বভারতী কৃষিবিদ্যা / অ্যাগ্রোনমি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বুদ্ধদেব দুয়ারী প্রমুখরা এই চুক্তির সাফল্যের দিক তুলে ধরেন। ড. নারায়ণ চন্দ্র সরকার তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, এই যুগান্তকারী মউ স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। এক কোটি টাকার এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন গরিব মানুষেরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চাইতেন, দেশের প্রান্তিক মানুষেরা এই সুলভ চিকিৎসা পান। জানা গেছে, প্রথম MoU- এর মাধ্যমে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি একাডেমিক ও গবেষণা সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে উঠবে। এর আওতায় যৌথ গবেষণা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, বৈজ্ঞানিক বিনিময় এবং পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। কৃষিবিজ্ঞান, ঔষধি উদ্ভিদ গবেষণা, রসায়ন এবং হোমিওপ্যাথির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রকে একত্রিত করে নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের পথ সুগম হবে। দ্বিতীয় MoU-এর অধীনে একটি বিশেষ গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে Avena sativa, Chamomilla এবং Arnica montana-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ হোমিওপ্যাথিক ঔষধি উদ্ভিদের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ও গুণগত পরিবর্তন ভারতের বিভিন্ন কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলে পরীক্ষা করা হবে। গবেষণার উদ্দেশ্য হল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই উদ্ভিদগুলির চাষ কতটা উপযোগী এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে তাদের ঔষধি গুণাবলিতে কী প্রভাব পড়ে, তা নির্ধারণ করা। পাশাপাশি, উন্নত মানের হোমিওপ্যাথিক কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত অঞ্চল ও চাষপদ্ধতি চিহ্নিত করা হবে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল Arnica montana। বর্তমানে এই উদ্ভিদ মূলত বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। গবেষণার মাধ্যমে যদি ভারতীয় পরিবেশে এর সফল চাষ সম্ভব হয়, তাহলে ভবিষ্যতে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানির ওপর নির্ভরতা কমবে। এই উদ্যোগ শুধু গবেষণার ক্ষেত্রেই নয়, গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং ঔষধি উদ্ভিদভিত্তিক শিল্পের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশ্বভারতীর কৃষি গবেষণা ও মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতার সঙ্গে CCRH-এর ঔষধি উদ্ভিদ গবেষণা, ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণের দক্ষতার সমন্বয়ে ঔষধি উদ্ভিদের গুণমান ও কৃষিজ পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উন্নত বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এর ফলে প্রমাণভিত্তিক চাষপদ্ধতি ও মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। এই সহযোগিতার মাধ্যমে ঔষধি উদ্ভিদ চাষের উপযোগী অঞ্চল নির্ধারণ, নতুন আয়ের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হবে। পাশাপাশি AYUSH-ভিত্তিক মূল্য সংযোজিত অর্থনীতির বিকাশ, ঔষধি উদ্ভিদ সম্পদের সংরক্ষণ এবং আমদানি নির্ভরতা কমাতেও এটি সহায়ক হবে। এ উদ্যোগ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, কৃষক কল্যাণ, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং ঔষধি উদ্ভিদ সম্পদে আত্মনির্ভরতা গড়ে তোলার জাতীয় লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একই সঙ্গে এটি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই আদর্শকেও প্রতিফলিত করে, যেখানে শিক্ষা ও গবেষণাকে সমাজকল্যাণের হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়েছে। শিক্ষা, গবেষণা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও গ্রামীণ উন্নয়নের সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। সর্বোপরি, বিশ্বভারতী ও CCRH-এর এই অংশীদারিত্ব গবেষণা উৎকর্ষতা, উদ্ভাবন, গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষক ক্ষমতায়ন এবং ভারতের ঔষধি উদ্ভিদ সম্পদের বৈজ্ঞানিক বিকাশে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

ধূলাগোড়ে খুনের ঘটনায় ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১০ জুন ঃ হাওড়ার সাঁকরাইলের ধূলাগোড়ে খুনের ঘটনায় ধৃত অভিযুক্ত। ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ। মঙ্গলবার জাতীয় সড়কের পাশ থেকে ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। মৃতের নাম গোপাল সরকার (৩৭)। পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে নেমে ধৃতের নাম হ্যাপি কুমার সিং (৩০) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসিপি (সাউথ) গণেশ বিশ্বাস জানান, মঙ্গলবার সকালে হাও।ার ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি কারখানার গেটের সামনে ওই মৃতদেহটি উদ্ধার হয়। মৃতদেহ উদ্ধারের পর তা তদন্তের জন্য পাঠানো হয়। প্রাথমিক তদন্তে মনে হয়েছিল ওই ব্যক্তিকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। এরপর তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। তদন্তকারী টিম তদন্তে নেমে স্থানীয় সিসিটিভি পরীক্ষা করে। মৃতদেহটি ঘটনাস্থলে কিভাবে এলো এবং আইডেন্টিফিকেশন পরিচয় নির্ণয় করা হয়। প্রাথমিকভাবে জানা যায় মৃত ব্যক্তির নাম গোপাল সরকার (৩৭)। তিনি ধূলাগোড়েরই বাসিন্দা। গোপালের সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়। এরপর অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা হয়। রাতেই একজনকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে স্বীকার করে কিভাবে এবং কি কারণে সে এই খুনটি করেছে। ধৃতকে এদিন কোর্টে তোলা হয়। অভিযুক্ত যুবক বিহারের বক্সার জেলার বাসিন্দা হ্যাপি কুমার সিং (৩০)। সে এখানে একটি কাজ করতো। ধূলাগোড়ের যে জায়গায় মৃতদেহটি পাওয়া গেছে তাতে মনে হচ্ছিল এদের মধ্যে পুরানো শত্রুতা আছে। সিসিটিভি ফুটেজ এবং স্থানীয় সোর্স মারফত ভেরিফাই করে অভিযুক্তকে ধরা সম্ভব হয়। মৃত গোপাল সরকারের পূর্ব পরিচিত ছিল হ্যাপি সিং।

General power of Attorney Notice

I Sri Tapan Sen S/o Late Nirmal Sen had appointed, Sri Siddhartha Sen S/o Late Nirmal Kumar Sen as power of Attorney to sell out 1 Katha 8 Chattak Land Over the RS Plot 2121, 2122 with Rs khation no. 603 and LR Plot no. 2414 also having LR Khation no. 6169, 6170 and 6171 in Mouza Dharsha, JL NO. 5 Vide Registered Deed No. 163000154 Volume No. 1630-2023, Book no 1 Date 20/01/2023 at DSR-V Alipore, South 24 Pargana. Pargana. If there is any objection Kindly Contract to (The BLS (RO) Bally Jagachg Howrah Belur Bazar Howrah-711202 Within 30 days from the Date of Advertisement.

General power of Attorney Notice

I Sri Baran Sen S/O, Late Nirmal kumar Sen had appointed, Sri Siddhartha Sen S/o Late Nirmal Kumar sen as power of Attorney to sell out 1 katha 8 chattak Land over the RS Dag 2121, 2122. with RS Khation No 603 and LR Dag No-2414 also having LR khation No 6169, 6170 and 6171 in Mouza Dharsha, JL NO 5 vide Registered Deed No 163005440 volume No 1630-2022 Book No 1 Date 30/11/2022 at DSR-V Alipore, South 24 Pargana. If there is any objection kindly contact to (The BL LRO) Bally-Jagacha, Howrah, Belur Bazar. Howrah-711202 within 30 days from the Date of Advertisement.

আমমোক্তারনামা

আমি, শ্রী স্বরূপ পাত্র, পিতা-শ্রী নিবাস পাত্র, সাং ২২/২ ফকির ডাঙ্গা, পোস্ট-জোকা, থানা –হরিদেবপুর কলকাতা ৭০০১০৪ I মৌজা কলুয়া,এল আর দাগ ২৫, এল আর খতিয়ান ১০৮৯, কমবেশি ২ কাঠা ৭ ছটাক জমি এ ডি এস আর বেহালা আই ৭১০১২৫/২০২০ এই দলিল মূলে শ্রীমতি চিন্তদেবী সিং, সঞ্জীব কুমার সিং, রাজীব কুমার সিং, রবিশঙ্কর সিং ও শ্রীমতি অঞ্জু কুমারী সিং এর থেকে খরিদ করে এ ডি এস আর বেহালা রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়ে এর সকলের আমমোক্তার হলেন শ্রী সুভাষ সাউ ও শ্রী বিশ্বজিৎ দাস এ ডি এস আর বেহালা বুক নাম্বার ৪ ভলিউম ১৬০৭-২০১৯ পেজ ২৯১৮ থেকে ২৯৪৬ বিং ৭০০১২৬/২০১৯, আমমোক্তার দলিল মূলে নিযুক্ত হন I বর্তমানে আমি ঐ জমি দখলে আছি ওই জমির মিউটেশনের জন্য বি এল এন্ড আর ও কাছে ব্লক কেএমসি বিল্ডিং ৫ এস এন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০১৩ অফিসে আবেদন করেছেন কেস নাম্বার MN/2026/1630/2512 তা সকলকে অবগত করা হলো এই জমির বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে আগামী এক সপ্তাহের এর মধ্যে এই অফিসে জানাবেন।

ধন্যবাদান্তে
শ্রী স্বরূপ পাত্র

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ই-৭৩-ডিওয়াইসিইই কেজিপিডব্লু- সিবিসি-২৬-২৭, তারিখ ০৯.০৬.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ডব্লু), খড়গপুর ওয়ার্কশপ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিবরণ অনুসারে বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নাম ঃ** খড়গপুর ওয়ার্কশপের ওয়াগন রিপেয়ার শপের সিবিসি ওভারহলিং শপ এবং কোরোশন রিপেয়ার শপের আধুনিকীকরণ। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ২৪,০২,১০৮.৭৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪৮,১০০ টাকা। এই টেন্ডারটির **দরপ্রস্তাব বন্ধের তারিখ ও সময় ০১.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে এবং টেন্ডার খোলা হবে ০১.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে।** আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **(PR-301)**

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি.ডিইএন/সি/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, ই-টেন্ডার নং ১২০_২০২৬-২৭, তারিখ** ০৯.০৬.২০২৬। **কাজের বিবরণ:** (i) বেগমপুর - বেগমপুর স্টেশনে এফওবি সিঁড়ির ব্যবস্থা করা। (ii) এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে হিন্দ মোটর স্টেশনের সকল প্ল্যাটফর্মে লিফ্‌ট সহ ৬ মি চওড়া এফওবি-র ব্যবস্থ করা। **আনুমানিক ব্যয়:** ৬,৭৭,৫২,৬২৪.৮৪ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১,৩৫,১০০ টাকা। **ক্র.নং ২, ই-টেন্ডার নং ১২১_২০২৬-২৭, তারিখ** ০৯.০৬.২০২৬। **কাজের বিবরণ:** (i) এইএন/বিএইচপি-র অধীনে এসএসই/ডব্লু/বিএইচপি-র অধিকারক্ষেত্রে পিএনই স্টেশনে একটি ফুট ওভারব্রিজের সম্প্রসারণ। (ii) এইএন/বিএইচপি-র অধীনে এসএসই/ডব্লু/বিএইচপি-র অধিকারক্ষেত্রে কেপিএলই স্টেশনে এফওবি-র সম্প্রসারণ। (iii) এইএন/বিএইচপি-র অধীনে এসএসই/ডব্লু/বিএইচপি-র অধিকারক্ষেত্রে এমএলভি স্টেশনে এফওবি-র সম্প্রসারণ। (iv) নলহাটি - সিনি.ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে নলহাটি স্টেশনের পশ্চিম প্রান্তের বর্তমান এফওবি সম্প্রসারণের প্রস্তাব। **আনুমানিক ব্যয়:** ৮,৩২,৯২,০৬৮.৬৭ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১৬,৬৫,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য প্রতিটির জন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা :** ১২ মাস প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০১.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-141/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Government of West Bengal

ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER

NIT No.:- EE/MID/SNIT-02/2026-27 [Sl. No.-1 to 3]

Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Malda Irrigation Division from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of 3 (Three) Nos. work. Last date & time of application for Tender Form on 15.06.2026 upto 12.00 Hours. Details may be seen at the website : **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৪-এম-আরএনওয়াই-এআইআর-সিওএমপি-এএমসি-২৬ তারিখঃ ০৮-০৬-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **কাজের নামঃ** এসএসই/সিএণ্ডডব্লিউ/নিউ বঙ্গাইগাঁও, রঙ্গাপারা নর্থ এবং নাহরলগুণ ডিপোর অধীনে ০৩ বৎসরের জন্যে বিভিন্ন নির্মাণের ৬ টি এয়ার কম্প্রেসর মেশিনের বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকার সঙ্গে বিধিসম্মত আবশ্যকতা অনুসারে ০৬ টি প্রেসার ভেসেলর পরিদর্শন, পরীক্ষণ এবং প্রমাণীকরণ সহিত প্রেসার সেফটি ভালভ এবং প্রেসার গেজের ক্রমাঙ্কন। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২২,৫৫,৭৬২.১৭/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪৫,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০১-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই, রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মুর্শিদাবাদে পুরুষ 'লক্ষ্মী ' বেড়েই চলেছে, একদিনে গ্রেপ্তার আরও পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১০ জুন ঃ তৃণমূল সরকারের অন্যতম জনমুখী প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর একের পর এক দুর্নীতি সামনে আসায় উদ্বেগ বাড়ছে। ইতিমধ্যেই রঘুনাথগঞ্জ ও ডোমকলে বেশ কয়েকজনকে পুরুষ হয়েও লক্ষীর ভান্ডারের টাকা নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থেকে আরও দুই পুরুষ উপভোক্তাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের নাম কাদিরুল শেখ ও তারিকুল শেখ। সোমবার রঘুনাথগঞ্জ থানার রায়চক-বেলতলা এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ নিয়ে জেলায় ভুয়ো পুরুষ উপভোক্তা কাণ্ডে মোট গ্রেপ্তারির সংখ্যা দাঁড়াল ছয়। পুলিশ সূত্রে খবর, গত দু'সপ্তাহ আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন, মুর্শিদাবাদে একাধিক পুরুষ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা নিচ্ছেন। তারপরই তদন্তে নামে পুলিশ। একে একে বেশ কয়েকজন পুরুষ উপভোক্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবার পুলিশের জালে ধরা পড়ল আরও দু'জন। মঙ্গলবার ধৃত কাদিরুল ও তারিকুলকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ভুয়ো নথি জমা দিয়ে মহিলা সেজে তারা মাসে মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা তুলছিলেন। এই চক্রে আরও কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে কেন্দ্র করে ব্যাংক জালিয়াতির অভিযোগে ডোমকল থেকে আরও তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলেন আলি খুররম ওরফে নিউটন, সার্জেন শেখ ও মিজানুর রহমান। পুলিশের অভিযোগ, মেয়েদের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা আত্মসাৎ করছিল অভিযুক্তরা। ডোমকল থানার পুলিশ জানিয়েছে, শুধু এই তিনজনই নয়, এর পেছনে আরও ব। চক্র সক্রিয় রয়েছে। কে বা কারা এই জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত, তার তল্লাশি চলছে। ধৃত তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দশ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার তাদের আদালতে পেশ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, বর্তমান সরকারের 'অন্নপূর্ণা যোজনা' প্রকল্পে যাতে কোনওরকম দুর্নীতি না হয়, সে জন্য ব্লক স্তরে স্তরে যাচাই প্রক্রিয়া আরও কড়া করা হচ্ছে। ভুয়ো উপভোক্তা ধরা পড়লেই কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাটিহার-কুরেথা এবং কাটিহার- সোনাইলি ডাবল লাইন সেকশন সিআরএস পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত

মালিগাঁও, ১০ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত কাটিহার (১.৩৮০ কিমি) - কুরেথা (১২.৪৪০ কিমি) এবং কাটিহার (১.৩২৭ কিমি) - সোনাইলি (১৭.৫৪২ কিমি) সেকশনে নবনির্মিত ব্রড গেজ (বিজি) ডাবল লাইনের বিধিবদ্ধ পরিদর্শনের কাজ পরিচালনা করবেন কলকাতার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সার্কেলের কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস) শ্রী সুমিত সিংঘল এই পরিদর্শন ১২ থেকে ১৪ জুন ২০২৬ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে। এই সেকশনগুলো কাটিহার-কুমেদপুর এবং কাটিহার-মুকুরিয়া নতুন ডাবল লাইন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। মোট ৬৪.১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ কাটিহার-কুমেদপুর এবং কাটিহার-মুকুরিয়া নতুন ডাবল লাইন প্রজেক্টটি এই অঞ্চলে রেলের সক্ষমতা ও পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো উন্নয়ন পদক্ষেপ। এই প্রকল্পে ২টি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ, ২৭টি মেজর ব্রিজ ও ২৩টি মাইনর ব্রিজ এবং একই সাথে বিস্তৃত রেললাইন ও সংশ্লিষ্ট রেল পরিকাঠামো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর, এই ডাবল-লাইন করিডোরটি ১৬টি রেলওয়ে স্টেশনের পরিষেবা প্রদান করবে এর ফলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশন জুড়ে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি, লাইনের সক্ষমতা বৃদ্ধি, যানজট হ্রাস এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে অধিকতর সুগমতা নিশ্চিত হবে। কাটিহার-কুরেথা এবং কাটিহার-সোনাইলি সেকশনে সিআরএস পরিদর্শন প্রজেক্টটির অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিন দিনব্যাপী পরিদর্শন কর্মসূচির সময়, সুমিত সিংঘল নবনির্মিত সেকশনগুলোর স্টেশন পরিকাঠামো, ট্র্যাক জ্যামিতি, ব্রিজ, সিগন্যালিং ও টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম, বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন, সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং রেলওয়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সম্পদ পরিদর্শন করবেন।

এই পরিদর্শনের অধীনে যাত্রাপথে অবস্থিত স্টেশন ও মাঠপর্যায়ের স্থাপনাগুলোর বিস্তারিত পরীক্ষাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বিধিবদ্ধ প্রত্যয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, পরিকাঠামোর পরিচালনগত প্রস্তুতি ও সুরক্ষার মান মূল্যায়নের লক্ষ্যে নবনির্মিত ডাবল লাইন সেকশনে ২০২৬-এর ১৪ জুন তারিখে স্পীড ট্রায়েল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। কাটিহার-কুরেথা এবং কাটিহার-সোনাইলি ডাবল লাইন সেকশনগুলির কাজ সম্পন্ন হওয়াটা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আধুনিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে যা সমগ্র অঞ্চল জুড়ে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আরও সুগম ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

মদের বোতল, কাশির সিরাপ, সিরিঞ্জ উদ্ধার আনন্দচন্দ্র কলেজে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১০ জুন ঃ জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিয়ন রুম ঘিরে বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে আসায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ওই ইউনিয়ন রুম খুলতেই উদ্ধার হয়েছে একাধিক মদের বোতল, নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ, ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত সিরিঞ্জ এবং কিছু মহিলাদের পোশাক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজ চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদের একাংশের অভিযোগ, শুধুমাত্র নেশার আসরই নয়, ইউনিয়ন রুমের ভিতরে দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের অনৈতিক ও আপত্তিকর কার্যকলাপ চলত। কলেজ সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে কয়েকজন ছাত্র দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা ইউনিয়ন রুমটি খোলেন। ঘরে প্রবেশ করতেই তাঁদের চোখে পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য খালি ও ভর্তি মদের বোতল। পাশাপাশি উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ কাশির সিরাপ এবং বেশ কিছু সিরিঞ্জ। ঘরের বিভিন্ন অংশে অগোছালোভাবে পড়ে থাকা বিভিন্ন সামগ্রী দেখে হতবাক হয়ে যান ছাত্ররা। পরে বিষয়টি দ্রুত কলেজের অন্যান্য পড়ুয়াদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই কলেজ চত্বরে বিক্ষোভ শুরু করে এবিভিপি। সংগঠনের সদস্যদের অভিযোগ, ইউনিয়ন রুমটি দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি ও অনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। তাঁদের দাবি, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি থেকেই স্পষ্ট যে সেখানে নিয়মিত নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার চলত। এবিভিপির পক্ষ থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, এই সমস্ত সামগ্রী কীভাবে কলেজের ইউনিয়ন রুমে এল এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখার আবেদনও করা হয়েছে। বিক্ষোভের জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন রুমটি সিল করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত ওই ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলেও সূত্রের খবর। তবে অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের স্থানীয় নেতৃত্বকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। বিরোধীদের অভিযোগ, ঘটনার পর থেকেই তাঁরা কার্যত বেপাত্তা। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আরও কিছু বিতর্কিত ঘটনার প্রসঙ্গও সামনে এসেছে। আনন্দচন্দ্র কলেজের সাম্প্রতিক ঘটনা সেই বিতর্ককে আরও উসকে দিল বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

ব্যাঘ্র সুমারি অনুযায়ী সুন্দরবনে বেড়েছে বাঘের সংখ্যা, বন দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১০ জুন ঃ সুন্দরবনে বেড়েছে বাঘের সংখ্যা। সেই ১০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১০। জঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্তে বসানো হয়েছিল স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা। সেই ক্যামেরায় ওঠা ছবি বিচার বিশ্লেষণ করেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন বনকর্তারা। তাঁদের দাবি সুন্দরবনের জঙ্গলে অন্তত ১১০ টি বাঘ রয়েছে। আগের তুলনায় সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা এবার অনেকটাই বেড়েছে বলে মনে করছেন বন আধিকারিকরা। সুন্দরবনে ঠিক কতগুলো বাঘ রয়েছে তা জানতে গত ডিসেম্বর মাসে জঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্তে বসানো হয়েছিল স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা। জঙ্গলের মধ্যে বসানো হয়েছিল মোট ১,৪৮৪ টি ট্র্যাপ ক্যামেরা। প্রায় ৪,১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই ক্যামেরাগুলি বসানো হয়েছিল। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বাঘের ছবি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। শেষ ব্যাঘ্র সুমারি অনুযায়ী সুন্দরবনে ১০১ টি বাঘ ছিল। গত কয়েক বছরে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে বাঘের দেখা মিলেছে বহুবার। অনেক সময়ই শাবক ও বাঘিনীদের এক সাথে দেখা গিয়েছে জঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্তে। সেই শাবকগুলিও এখন বড় হয়েছে। তা দেখেই অনুমান করা হয়েছিল যে বাঘের সংখ্যা এবার বেশ কিছুটা বা।বে। প্রতি চার বছর পর পর এই সুমারি হয় কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের তরফে। ইতিমধ্যেই সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফে ন্যাশানাল টাইগার কনজারভেশান অথরিটির কাছে যাবতীয় তথ্য পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সারা দেশের বাঘেদের সংখ্যার সঙ্গে সুন্দরবনের বাঘেদের সংখ্যাও একসাথে প্রকাশ করবে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক।

মোদীর ১২ বছরের নেতৃত্ব উদ্‌যাপনে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে বিশেষ হোম-যজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১০ জুন ঃ দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি এবং তার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা সর্বমঙ্গলা মন্দিরে বিশেষ হোম-যজ্ঞ, পূজা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। বুধবার এই কর্মসূচির উদ্যোগ নেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়িকা তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। অনুষ্ঠানে বৈদিক রীতি মেনে পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে হোম-যজ্ঞের সূচনা হয়। অগ্নিহোত্র, পূজার্চনা ও বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা করা হয়। পাশাপাশি দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্যও বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা তথা প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মী এবং সমর্থকরা। তাদের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১২ বছরে ভারত উন্নয়ন, পরিকাঠামো নির্মাণ, ডিজিটাল অগ্রগতি, আত্মনির্ভর ভারত গঠন এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দেশের মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে টানা ৪৩৯৯ দিন দায়িত্ব পালন করে নরেন্দ্র মোদী এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। তার নেতৃত্বে দেশের অগ্রযাত্রাকে স্মরণীয় করে রাখতেই এই বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। হোম-যজ্ঞ চলাকালীন সর্বমঙ্গলা মন্দির চত্বরে এক ভক্তিমূলক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। উপস্থিত কর্মী-সমর্থকরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকার প্রার্থনা করেন। আগামী দিনেও তার নেতৃত্বে ভারত আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বমঞ্চে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই বিশেষ হোম-যজ্ঞ ও পূজাকে ঘিরে বিজেপি কর্মী- সমর্থকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

সভাধিপতি এবং সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১০ জুন ঃ হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সহকারী

সভাধিপতির বিরুদ্ধে ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য এবার চিঠি দিয়ে আবেদন জানালেন জেলা পরিষদের সদস্যরা। রাজ্যে পালাবদলের পর হাওড়া জেলা পরিষদেও এবার অনাস্থা প্রস্তাব আনা হলো। বুধবার ওই প্রস্তাবে সই করেন ২৫ জন জেলা পরিষদ সদস্য। এই ব্যাপারে প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের ডিভিশনাল কমিশনারকে লিখিতভাবে সই করেও জানিয়েছেন তাঁরা। হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস এবং সহকারী সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন ৪২ জন সদস্যের মধ্যে ২৫ জন সদস্য। এর পাশাপাশি কর্মাধ্যক্ষরা সহ বাকি অনেক সদস্য এই প্রস্তাবে সহমত পোষণ করেছেন বলে দাবি করেছেন জেলা পরিষদের সদস্য তুষার কান্তি ঘোষ। হাওড়া জেলা পরিষদের দীর্ঘদিন ধরে স্বৈরাচারী মনোভাব, দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণ চলে আসছিল বলে তুষারবাবু এদিন সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, হাওড়া জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত হতো 'উলুবেড়িয়ার সরকারে'র (পুলক রায়ের) দ্বারা। প্রাক্তন মন্ত্রীর নির্দেশেই হাওড়া জেলা পরিষদের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত হতো। এর বিরুদ্ধে তাঁরা একত্রিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, এদিন জেলা পরিষদের সদস্য তুষার কান্তি ঘোষের নেতৃত্বে অনস্থা প্রস্তাব আনা হয়। তুষার কান্তি ঘোষের আরও অভিযোগ, জেলা পরিষদে স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, স্বজনপোষণের পাশাপাশি উন্নয়নের কাজ থমকে গেছে। তাঁরা বারবার জেলা সভাধিপতি কাবেরী দাস এবং সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্যকে জানালেও তাঁরা কোনও কাজ হয়নি। হাওড়া জেলা পরিষদ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পুলক রায়ের নেতৃত্বে উলুবেড়িয়া থেকে পরিচালনা করা হতো বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর আরও অভিযোগ, তাঁদের কোনও গুরুত্ব দেওয়া হতো না। বসার জায়গা পর্যন্ত ছিলনা। তাঁদের কথাও শোনা হতো না। এরই প্রতিবাদে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হলো বলে জানান তুষার। তিনি আরও বলেন, ৪২ জন সদস্যবিশিষ্ট জেলা পরিষদে ৪১ জনই তৃণমূল সদস্য। অনাস্থা আনতে গেলে ১৪ জন সদস্যকে প্রয়োজন।ইতিমধ্যে ২৫ জন সই করেছেন। আরও কয়েকজন সই করবেন। কর্মাধ্যক্ষদের কয়েকজন তাঁদের নৈতিক সমর্থন করেছেন। সই সম্বলিত চিঠি সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই অনাস্থা নিয়ে ভোটাভুটি হবে। এদিন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল জেলা পরিষদের সদস্যরা হাওড়া ময়দানে জেলা পরিষদ অফিসের সামনে জমায়েত হন। তাঁরা বৃহস্পতিবার থেকে জেলা পরিষদের নতুন অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসবেন বলেও জানিয়েছেন।

আলিপুর প্রশাসনিক ভবনে আগুন, পুড়ে ছাই কাগজ পত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১০ জুন ঃ বুধবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড আলিপুরের প্রশাসনিক ভবনে। এদিন প্রায় ১০ টা নাগাদ আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বহুতল দফতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয়রা। কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যায় গোটা এলাকা। স্থানীয়রা আগুন দেখে দমকলে খবর দেন। এরপর ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় দমকলে পাঁচটি ইঞ্জিন। প্রাথমিক তদন্তের পর আশঙ্কা করা যাচ্ছে শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লাগে। এনআইসি দপ্তরে প্রথম আগুন লেগেছে বলে জানা গেছে। পরে সেটি দ্রুত বহুতলের একাংশে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে পুরে ছাই হয়ে যায় শিক্ষা দপ্তর, মিড ডে মিল এবং হটি কালচার বিভাগ। আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় তা নেভানোর জন্য দমকল কর্মীদের জানালার কাচ ভাঙতে হয়। যে ভবনে আগুন লেগেছে সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছে, ভবনের উপরের তলাগুলিতে কয়েক জন রংমিস্ত্রি কাজ করছিলেন। তাঁদের দড়ি দিয়ে নীচে নামিয়ে আনেন দমকল কর্মীরা। জানা গেছে, অগ্নিকাণ্ড হওয়া এই বহুতলের চতুর্থ তলায় রয়েছে জেলা পরিষদের দপ্তর। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে অনেক সরকারি নথি পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আগুন এবং ধোঁয়ার জেরে কারও যাতে শ্বাসকষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করতে অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং ব্রিদিং মেশিনও নিয়ে আসা হয়। কয়েক ঘন্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দমকল ও পুলিশ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGE NIT

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV**, **KMC** invites e-tender online, two part bid / percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/02/26-27/PD (1st Call)

Name of work : **Supply of services for operation and routine upkeeping of street lighting system at Nayabad, Panchasayar and Ajoy Nagar etc. areas in Ward No. No. 109, Br.-XII**; Estimated Amount : ₹ **4,97,140.00**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **365 Days**; Last date and time of completion of bid : **20.06.2026 upto 2 pm**; The bid forms and other details are available on and from **11.06.2026 from 12 Noon** from the website **https://tenders.wb.nic.in**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/04/26-27

Name of work : **Engagement of electrical night gang to address emergency breakdowns in the lighting system under Br.-XII**; Estimated Amount : ₹ **4,06,213.52**; Earnest Money : ₹ **8,500.00**; Period of completion : **214 Days**; Last date and time of submission of bid : **18.06.2026 upto 3 pm**; The bid forms and other details are available on and from **10.06.2026 (2 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/12/26-27/PD (1st Call)

Name of work : **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 111 under Br.-XI**; Estimated Amount : ₹ **2,49,920.46**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/19/26-27/PD (1st Call)

Name of work : **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 110 under Br.-XI**; Estimated Amount : ₹ **2,48,531.71**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/13/26-27/PD (1st Call)

Name of work : **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 112 under Br.-XI**; Estimated Amount : ₹ **2,48,531.71**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/17/26-27/PD (1st Call)

Name of work : **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 109 under Br.-XII**; Estimated Amount : ₹ **2,49,920.46**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/14/26-27/PD (1st Call)

Name of work : **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 113 under Br.-XI**; Estimated Amount : ₹ **2,47,142.96**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/18/26-27/PD (1st Call)

Name of work : **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 103 under Br.-XI**; Estimated Amount : ₹ **2,49,920.46**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/15/26-27/PD (1st Call)

Name of work : **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 114 under Br.-XI**; Estimated Amount : ₹ **2,48,531.71**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/16/26-27/PD (1st Call)

Name of work : **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 104 under Br.-XI**; Estimated Amount : ₹ **2,47,142.96**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 3 to 10)**.

(11) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/8/26-27/PD (1st Call)

Name of work : **Operation and maintenance of electrical installation at different institution under Br.-XI, KMC**; Estimated Amount : ₹ **4,19,737.82**; Earnest Money : ₹ **8,400.00**; Period of completion : **184 Days**.

(12) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/9/26-27/PD (1st Call)

Name of work : **Comprehensive annual maintenance of different Air-Conditioning Machines under Br.-XI, KMC Lighting Department, Zone-IV**; Estimated Amount : ₹ **2,71,636.47**; Earnest Money : ₹ **5,600.00**; Period of completion : **365 Days**; Last date and time of completion of bid : **20.06.2026 upto 2 pm (For Sl. No. 3 to 12)**; The bid forms and other details are available on and from **12.06.2026 from 12 Noon (For Sl. No. 3 to 12)**; The website **https://etenders.wb.nic.in (For Sl. No. 3 to 12)**. 95/26-27

জাতীয় টিমে ফুটবলার ছাড়তেই হবে, ক্লাবদের বার্তা ক্রীড়ামন্ত্রীর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ জুনঃ নাম না করেই মোহনবাগানের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। সোমবার নয়াদিল্লিতে আইএসএল ক্লাবগুলোর সঙ্গে সভা করেন ক্রীড়ামন্ত্রী। মূলত ভারতীয় ফুটবলের রোডম্যাপ ঠিক করার জন্য সভা হলেও সেখানে ওঠে জাতীয় টিমের প্রসঙ্গ। মনসুখ বলেন, ''আমি শুনেছি বেশ কিছু ক্লাব জাতীয় টিমে ফুটবলার ছাড়ে না। এটা দেশদ্রোহ। আগামী দিনে যারা এমন করবে আমরা তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হব।'' তিনি যোগ করেন, ''ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে কিংবা আমার সঙ্গে ক্লাবগুলোর সমস্যা থাকতেই পারে। কিন্তু তার জন্য দেশের জন্য ফুটবলার না ছাড়াটা অপরাধ।'' উল্লেখ করা যায়, মোহনবাগান বেশ কয়েক বারই তাদের ফুটবলারদের জাতীয় শিবিরে ছাড়েনি নানা অজুহাতে। ক্রীড়ামন্ত্রীর ইঙ্গিতটা তাই মোহনবাগানের দিকেই। জাতীয় ফুটবল টিমের উন্নতিতেই মন্ত্রীর সামনে কল্যাণ ক্লাবগুলোকে অনুরোধ জানিয়েছেন, চিফ কোচ বিদেশি নিলেও তাদের সহকারী হিসেবে যেন ভারতীয়দের নেওয়া হয়। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, টিমে অন্তত একজন করে ভারতীয় স্ট্রাইকারকে ৯০ মিনিট খেলানোর। সঙ্গে ভারতীয় বংশোদ্ভুত ফুটবলারদের টিমে নেওয়ারও। একই ধরনের অনুরোধ আগেই করেছিলেন ইস্টবেঙ্গল প্রতিনিধি দেবব্রত সরকার। তিনিও চেয়েছেন, বিদেশি কমিয়ে ভারতীয় কোচ ও ফুটবলারদের বেশি করে সুযোগ দেওয়ার। মোহনবাগান প্রতিনিধি বিনয় চোপড়া গত বছর থেকেই বলে আসছেন ডুরান্ড কাপ বিদেশিহীন করতে। এ বারও সে রকম চিঠি দিয়েছেন। ডুরান্ড কাপ শুরু ২৫ জুন। এআইএফএফ হয়তো ডুরান্ডে বিদেশি ফুটবলার চারের বদলে তিন করতে পারে। ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের মাত্রাতিরিক্ত পেমেন্ট কমাতে স্যালারি ক্যাপ করার দাবি তুলেছে। কিন্তু ক্রীড়ামন্ত্রী বা ফেডারেশন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায় না নীতিগত ভাবেই। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে এ ব্যাপারে সহমত বেঙ্গালুরু, গোয়া, চেন্নাইয়িন, কেরালা ব্লাস্টার্স। যাদের চুক্তি এ বার নতুন করে হবে তাদের ক্ষেত্রেই এই স্যালারি ক্যাপ চালুর চেষ্টা চলছে। যাদের চুক্তি আছে, তাদেরও অনুরোধ করা হবে ক্লাবের গ্রাসরুট পর্যায়ের উন্নতির খরচের জন্য তাদের পেমেন্ট কমানোর। ক্লাব জোটের সঙ্গে আইএসএল চালানোর ব্যাপারে ফেডারেশন ১৫ জুনের মধ্যেই টাস্ক ফোর্স গড়ে ফেলছে। আগামী চার বছর এই মডেলেই আইএসএল করার ব্যাপারে রাজিও হয়ে গিয়েছে ফেডারেশন। ৪ সেপ্টেম্বর থেকে চালু হবে আইএসএল। যা চলবে ৭ মাস ধরে।

আজ দল নামছে বিশ্বকাপে, তাই অফিস বন্ধ, স্কুলও ছুটি! বেনজির সিদ্ধান্ত মেক্সিকোর

সংবাদ সংস্থা, মেক্সিকো, ১০ জুনঃ লক্ষ্মীবারেই শুরু বিশ্বকাপ। তার আগে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল মেক্সিকো সরকার। ১১ জুন, বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচের দিন, রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে প্রি-স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেদিন ক্লাসও বন্ধ থাকবে। প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেইনবাউম গতকাল এই নির্দেশিকা জারি করেছেন। সরকারের ব্যাখ্যা, বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ম্যাচ উপলক্ষে বিপুল সংখ্যক দর্শক এবং পর্যটক শহরে ঢুকবেন। ফলে যানজট নিয়ন্ত্রণ, রাস্তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জরুরি পরিষেবাকে সচল রাখতেই এই পদক্ষেপ। আসন্ন বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ভেন্যু মেক্সিকো সিটি স্টেডিয়াম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও সেখানেই আয়োজন করা হবে। লড়াইকে ঘিরে রাজধানীতে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগমের সম্ভাবনা। সেই কারণে আগেভাগে চাপ কমানোর পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, মেক্সিকো সিটিতে কর্মরত কেন্দ্রী সরকারি কর্মচারীদের দূরবর্তী পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে। তবে স্বাস্থ্য পরিষেবা, নিরাপত্তা, গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো এবং বিশ্বকাপ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। শুধু সরকারি অফিস নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি-দুই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেদিন পাঠদান বন্ধ থাকবে। প্রি-স্কুল, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়-সব স্তরের শিক্ষার্থী এই ছুটির আওতায়। পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজের সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে সরকার। প্রশাসনের ধারণা, এই পদক্ষেপ কার্যকর হলে রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা অনেকটাই কমবে। ফলে দর্শক, পর্যটক এবং বিশ্বকাপ-সংশ্লিষ্ট কর্মীদের যাতায়াত সহজ হবে। আসন্ন বিশ্বকাপ একাধিক কারণে ব্যতিক্রমী। মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা যৌথভাবে প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। ফিফার হিসেবে, এবারের আসরে অংশ নেবে ৪৮টি দেশ। মোট ১,২৪৮ জন ফুটবলার চূড়ান্ত স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন। দল, ফুটবলার এবং ম্যাচ-সব ক্ষেত্রেই এটি হতে চলেছে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আসর। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্তিনা। ২০২২ সালে কাতারে লিওনেল মেসির নেতৃত্বে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারিয়ে শিরোপা জেতে তারা। অতিরিক্ত সময়ের শেষে ম্যাচের ফল ছিল ৩-৩।

আফগানিস্তান সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন হার্দিক

মুম্বই, ১০ জুনঃ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে ভারতীয় দল। ইনিংস ও ৩০০ রানে জিতে নজির গড়েছে টিম ইন্ডিয়া। তবে আফগানদের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের আগে বড় ধাক্কা খেল ভারত। চোটের জন্য আগেই এই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। এ বার ছিটকে গেলেন তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। বিসিসিআই-এর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব চালাচ্ছিলেন তিনি। প্রায় ফিটও হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছেন হার্দিক। তবে এই নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি এখনও। কতটা গুরুতর হার্দিকের চোট? পিঠের চোটের জন্য আইপিএল-এ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে চারটি ম্যাচ খেলতে পারেননি হার্দিক। তাই

এতদিন বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব চালাচ্ছিলেন তিনি। ১১ জুন ধরমশালায় শুবমান গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কোয়াড্রিসেপ মাসলে চোট পাওয়ায় ছিটকে গিয়েছেন হার্দিক। অন্তত দু-তিন সপ্তাহ সময় লাগবে সুস্থ হতে, এমনটাই জানা গিয়েছে একাধিক রিপোর্টে। এই নিয়ে মুখ খুলেছেন বিসিসিআই-এর এক কর্তা। এক ইংরাজি দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বোর্ডের ওই কর্তা বলেন, ''একেবারে শেষ মুহূর্তে এই ঘটনা ঘটেছে। লো-গ্রেড এবং মাইল্ড কোয়াড্রিসেপ স্প্রেইন হয়েছে হার্দিকের। থাইয়ের পেশিতে এই চোটের জন্য আগামী কয়েকদিন তাঁকে পায়ের উপরে কোনও চাপ দেওয়া বা ভারী ওজন তোলা থেকে দূরে থাকতে বলেছেন চিকিৎসকরা। তবে এটা দীর্ঘমেয়াদি কোনও সমস্যা নয়। বেঙ্গালুরুতেই থাকবেন হার্দিক। সিওই-র ফিজিও ও ট্রেনারদের সাহায্য নিয়ে রিকভারি চালাবেন।''

বিশ্বকাপে এবার বুড়োদের আনাগোনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে আছেন আটজন ৪০ বা তার বেশি বয়সী ফুটবলার। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এমন কিছু দেখা যায়নি কখনও। গত ২২টি আসর মিলিয়েই মোট সাত জন চল্লিশোর্ধ ফুটবলার বিশ্ব মঞ্চে অংশগ্রহণ করেছেন। আগের সেই

সাত জনের ছয় জনই ছিলেন গোলরক্ষক। আরেকজন ক্যামেরুনের স্ট্রাইকার রজার মিলা। বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বয়সী গোলদাতা তিনি। ১৯৯৪ আসরে ৪২ বছর বয়সে রাশিয়ার বিপক্ষে গোলটি করেছিলেন এই আফ্রিকান তারকা। মিলার সেই রেকর্ড ভাঙার মতো এবার সেই অর্থে কেউ না থাকলেও, ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো, লুকা মদ্রিচ ও এদিন জেকোর সামনে সুযোগ আছে চল্লিশোর্ধ বয়সে বিশ্বকাপে গোল করাদের সেই অভিজাত ক্লাবে নাম লেখানোর। এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার স্কটল্যান্ডের ৪৩ বছর বয়সী গোলরক্ষক ক্রেইগ গর্ডন। মাঠে নামার সুযোগ পেলে, বিশ্বকাপে খেলা দ্বিতীয় সবচেয়ে বেশি বয়সী ফুটবলার হবেন তিনি। রেকর্ডটি মিশরের গোলরক্ষক এসাম এল হাদারির। ২০১৮ আসরে ৪৫ বছর বয়সে সৌদি আরবের বিপক্ষে মাঠে নামেন তিনি। গোলরক্ষক ছাড়া, এবার সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার রোনাল্ডো। ৪১ বছর বয়সে রেকর্ড ষষ্ঠ বিশ্বকাপে খেলার অপেক্ষায় আছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। তার সমান ছয়টি বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার দুয়ারে দাঁড়িয়ে ৪০ বছর বয়সী মেক্সিকোর গোলরক্ষক গিয়ের্মো ওচোয়া ও আর্জেন্টাইন গ্রেট লিওনেল মেসি, আগামী ২৪ জুন যিনি ৩৯তম জন্মদিনের কেক কাটবেন। এবারের বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া, ৪০ বছর পার করা বাকি খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন-নবাগত কেপ ভার্দের গোলরক্ষক ভসিনিয়া এবং ২০১৪ বিশ্বকাপজয়ী জার্মানির গোলরক্ষক মানুয়েল নয়ার। আর আগামী মঙ্গলবার ৪০তম জন্মদিন উদযাপন করবেন উরুগুয়ের গোলরক্ষক ফার্নান্দো মুসলেরা।

বিশ্বকাপ জয়ের 'সেরা সুযোগ' দেখছেন কেইন

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১০ জুনঃ ২০২৫-২৬ মরসুমে গোলের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন কেইন, বায়ার্নের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫১ ম্যাচে করেছেন ৬১ গোল, যা ইউরোপের শীর্ষ পাঁচটি লিগের মধ্যে অন্য যেকোনো খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে মরসুমে ৫৭

ম্যাচে তার গোল ৬৭টি। ৩২ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার এখন ক্যারিয়ারের তৃতীয় বিশ্বকাপে খেলার অপেক্ষায়। নিজের প্রথম বিশ্বকাপে ২০১৮ সালে তিনি জিতেছিলেন গোল্ডেন বুট। সেবার ইংল্যান্ড হয়েছিল চতুর্থ। আইটিভি স্পোর্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইংল্যান্ডের রেকর্ড গোলস্কোরার বললেন, এবার কাঙ্ক্ষিত সোনালি ট্রফিটা উঁচিয়ে ধরার পালা। ''এটা আমার তৃতীয় বিশ্বকাপ। আমি এখন যে ফর্মে আছি এবং এই মরসুমে যেভাবে খেলেছি, তাতে বিশ্বকাপ জয়ের জন্য সম্ভবত আমার পুরো ক্যারিয়ারে এটাই সেরা সুযোগ। আমরা ৬০ বছর ধরে ইংল্যান্ডের জার্সিতে কিছু জিতিনি, আমরা জয়ের খুব কাছাকাছি ছিলাম এবং সেই দরজায় কড়া নেড়েছিলাম। তবে এখন সেই রেখা অতিক্রম করার সময় এসেছে। ১৯৬৬ সালে নিজেদের একমাত্র বিশ্বকাপ জেতা ইংল্যান্ড গত দুটি ইউরোর ফাইনালে হেরেছে। পেশাদার ফুটবলের বাস্তবতা ও চোটের ঝুঁকির কথা মেনে নিয়ে কেইন বললেন, আরও লম্বা সময় সবুজ আঙিনায় দাপিয়ে বেড়াতে চান তিনি। ''এই টুর্নামেন্টই ক্যারিয়ারের শেষ টুর্নামেন্ট হতে পারে, ফুটবলে কিছুই বলা যায় না। আমি অনেকদিন খেলতে চাই। আমার জীবনের সেরা সময় পার করছি, মনে হচ্ছে আমার সেরা ফর্মে আছি। কিন্তু চোটের ব্যাপারে সামনে কী আছে, তা তো বলা যায় না।'' আগামী ১৭ জুন ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবেন কেইনরা।

ফুটবলারদের সঙ্গে 'অপরাধীসুলভ' আচরণ করছে আমেরিকা!

নিজস্ব প্রতিবেদন

'ক্রিমিনাল ট্রিটমেন্ট' বোঝেন? যেভাবে অপরাধীদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়? প্রতিনিয়ত জেরা, সন্ধান করে যেভাবে অপরাধীদের থেকে নানাভাবে তথ্য আদায় করেন পুলিশ, গোয়েন্দারা? ঠিক তেমনই ব্যবহার এবার ফুটবলারদের সঙ্গেও। না না, কোনও ক্লাব পর্যায়ের 'ছোট' টুর্নামেন্টে এই ঘটনা ঘটেনি। ঘটেছে বিশ্বকাপের মঞ্চে, বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার ঠিক একদিন আগে। যে বিশ্বকাপ আয়োজন করে বিশ্ব

ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা 'ফিফা'। তাদের সামনেই এই ঘটনা। শুধু এই ঘটনাই তো নয়, একের পর এক 'অসভ্যতা' করে চলেছে আমেরিকা, বদলে মুখে রা কাড়ছে না ফিফা। বিশ্বকাপ খেলার জন্য গতকাল আমেরিকায় নেমেছে সেনেগাল দল। এবং নামার পরেই তাদের অপরাধীদের মতো করে তল্লাশি করেছে মার্কিন নিরাপত্তাকর্মীরা। স্যান অ্যান্টোনিও বিমানবন্দরের টারম্যাকে নামার সঙ্গেসঙ্গেই ফুটবলারদের নানা ভাবে তল্লাশি করা হয়। এমনকি মাদক সন্দেহে তাঁদের ব্যাগ, ট্রলি সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয় নিরাপত্তাকর্মীদের তরফে। শুধু তাইই নয়, উজবেকিস্তানের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তা যেন আরও একধাপ এগিয়ে। নিউ ইয়র্কের ট্রেনিং ভেন্যুতে উজবেকিস্তান দল নামার পর তল্লাশির পাশাপাশি মাদক সন্ধানী কুকুর এনেও তল্লাশি করা হয়েছে উজবেক ফুটবলারদের। বাদ যায়নি মেটাল ডিটেক্টরও। এই ভিডিও ও ছবি প্রকাশ্যে আসতেই গোটা বিশ্বের ফুটবল ভক্তরা। অনেকেই বলছেন, ফুটবলারদের সঙ্গে অপরাধীসুলভ ব্যবহার করা হচ্ছে। তাও আবার বিশ্বমঞ্চে, যা একেবারেই অনৈতিক। একজন সমর্থক প্রশ্ন করেছেন, 'কোনও সাদা চামড়ার ফুটবলারদের সঙ্গে এই ব্যবহার করা হয়েছে? নাকি এটা শুধু কৃষ্ণবর্ণের জন্যই প্রযোজ্য? সেনেগালের জন্য এই সার্ভিস কি 'রিজার্ভ' করা ছিল? অমানবিক!'' অনেকেই আবার সোজাসুজি কাঠগড়ায় তুলছেন ফিফাকে। তাঁদের প্রশ্ন, কেন ফিফা এই অসভ্যতার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলছে না? তাহলে কি আমেরিকার এই ব্যবহারকে সমর্থন করছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট ইনফান্তিনো? নাকি আমেরিকার বিরুদ্ধে 'ভয়ে' মুখ খুলছেন না তিনি? যদিও এর আগে একের পর এক আচরণে হতবাক হয়েছেন ফুটবল ভক্তরা। যেমন, ইরানকে ম্যাচ খেলার ২৪ ঘণ্টা মধ্যেই দেশ ছেড়ে মেক্সিকোতে ফেরত যেতে হবে। ইরাকের ক্যাপ্টেনকে জঙ্গি সন্দেহে ৭ ঘণ্টা আটক করে রেখেছিল মার্কিন পুলিশ। সোমালিয়ার রেফারিকে স্রেফ অভিবাসন নীতির নাটক করে বাদ দিয়ে দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ফুটবলের মঞ্চ কোনোদিনই রাজনীতির লড়াই ছিল না। কিন্তু, ট্রাম্পের একের পর এক কড়া নিয়মে একপ্রকার চমকে যাচ্ছেন সমর্থকরা। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগেই যদি এই অবস্থা হয়, বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার পর কী হবে, সেই নিয়েই শঙ্কিত বিশ্ব ব্যাপী ফুটবল ভক্তরা।

মাঠে নেমেই মেসির গোল, জয়ের স্বস্তি নিয়ে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনা তখনও এগিয়ে। আক্রমণের পর আক্রমণও চলছিল। কিন্তু ৮৮ হাজার দর্শকে ঠাসা স্টেডিয়ামের অপেক্ষা ও কৌতূহল ছিল একজনকে ঘিরেই। কখন নামবেন লিওনেল মেসি! অবশেষে ৬৯তম মিনিটে এলো সেই মুহূর্তটি। গ্যালারি ভরা দর্শকের তুমুল উল্লাসের মধ্যে মাঠে নামলেন জাদুকর। তার ছোঁয়া থেকেই একটু পর পেনাল্টি পেল দল। তিনি তো আর এমন সুযোগ হাতছাড়া করবেন না! যথারীতি বল পাঠালেন জালে।

সংবাদ সংস্থা, আলাবামা, ১০ জুনঃ সেটি ছিল দলের দ্বিতীয় গোল। শেষ দিকে গোল হলো আরও একটি। সেখানেও মিশে থাকল মেসির নাম। কয়েকটি সুযোগ হাতছাড়ার ম্যাচে শেষ পর্যন্ত আইসল্যান্ডকে ৩-০ গোলে হারাল আর্জেন্টিনা। ম্যাচের শুরুর দিকে ভালেন্তিন বার্কো দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ৭২তম মিনিটে গোল করেন মেসি। ৮৬তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ান থিয়াগো আলমাদা। হন্ডুরাসকে ২-০ গোলে হারানোর পর আইসল্যান্ডের সঙ্গে এই জয়ে বিশ্বকাপের জন্য ম্যাচ-প্রস্তুতি শেষ করল চ্যাম্পিয়নরা। অপেক্ষা এখন শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করার। এই জয় স্বস্তির তো বটেই। তবে আর্জেন্টিনার জন্য আরও বড় স্বস্তির খবর হয়তো মেসির ফেরা। গত ২৪ মে ইন্টার মায়ামির ম্যাচে পেশির অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি। এরপর থেকেই তাকে নিয়ে ছিল দুশ্চিন্তা। কোচ লিওনেল স্কালোনি যদিও বলেছিলেন, চোট বড় কিছু নয়, তার পরও মাঠে না নামার আগে অস্বস্তির আনাগোনা তো থাকেই। সেসব এবার দূর হলো। আলাবামার জর্ডান-হেয়ার স্টেডিয়ামে শুরুতেই বিপদে পড়েছিলে আর্জেন্টিনা। তৃতীয় মিনিটে পাল্টা আক্রমণে আইসল্যান্ড একেবারে কাছ থেকে একটি সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করে। ফাঁকা পোস্ট পেয়েও ঠিকমতো ডান পা ব্যবহার করতে না পারায় অবিশ্বাস্যভাবে বল ক্রসবারের ওপর

দিয়ে মেরে দেন এলার্টসন। আর্জেন্টিনা এগিয়ে যায় অষ্টম মিনিটেই। নিজেদের বক্সে আইসল্যান্ড পারেনি বল ঠিকমতো ক্লিয়ার করতে। জটলার ভেতর বল বারবার ঘোরাঘুরি করে এক পর্যায়ে চলে যায় বক্সের একটু বাইরে বার্কোর দিকে। বল না ধরেই বাঁ পায়ের দারুণ শটে তিনি পরাস্ত করেন গোলকিপারকে। আর্জেন্টিনার জার্সিতে চার ম্যাচেই দুটি গোল করে ফেললেন ২১ বছর বয়সী এই ফুটবলার। মিনিট তিনেক পর আরেকটি সুযোগ পায় আর্জেন্টিনা। এবার হোসে লোপেসের শট আইসল্যান্ডের গোলকিপার ডাইভ দিয়ে ফেরালেও ফিরতি বল কাজে লাগানোর মতো কেউ সেখানে ছিলেন না। এরপর আইসল্যান্ড কিছু আক্রমণের চেষ্টা করলেও খুব গোছানো ছিল না। ৩৯তম মিনিটে বক্সের ভেতর সুযো পেয়েছিলেন জুলিয়ানো সিমেওনে। কিন্তু তার দুর্বল শট ধরতে কোনো সমস্যাই হয়নি আইসল্যান্ডের গোলকিপারের। পরের মিনিটেই খুব কাছ থেকে নিকো পাসের ভলি দারুণ দক্ষতায় ফিরিয়ে দেন আইসল্যান্ডের কিপার। মাঝবিরতির পরপর মেসি গা গরম করতে দেখে গ্যালারিতে গর্জন ওঠে। যদিও তাদেরকে অপেক্ষায় থাকতে হয় আরও কিছুটা সময়। দ্বিতীয়ার্ধে ৫ পরিবর্তন নিয়েও দাপট ধরে রাখে আর্জেন্টিনা। ৫৩ মিনিটে বাঁ ফ্লাঙ্ক দিয়ে ভেতরে ঢুকে একজন কাটিয়ে শট নেন সিমিওনে। কিন্তু এবার পা বাড়িয়ে তা আটকে দেন আইসল্যান্ডের গোলকিপার। আরেকটি সুবর্ণ সুযোগ আসে তাদের মিনিট তিনেক পর। পাল্টা আক্রমণে দারুণ গতিতে ছুটে নিকো পাস বল বাড়ান বক্সের ভেতর ফাঁকায় থাকা লাউতারো মার্তিনেজের দিকে। বলে স্রেফ পা ছোঁয়াতে পারলেই গোল হতে পারত। কিন্তু মার্তিনেজ একটু দেরি করে ফেলেন। মার্তিনেজ দারুণ সুযোগ পান একটু পর আবার। এবার তিনি গোলকিপারকে পরাস্ত করতে পারলেও বল লাগে বারে। ৬৯তম মিনিটে দর্শকদের গর্জনের মধ্যে মাঠে নামেন মেসি। মিনিট দুয়েক পরই মাঝমাঠের একটু ওপরে বল পেয়ে প্রতিপক্ষের তিনজনের মধ্য দিয়ে দারুণ এক পাস বাড়ান তিনি মার্তিনেজের দিকে। তাকে থামানোর চেষ্টায় ফেলে দেন আগুয়ান গোলকিপার। আর্জেন্টিনা পায় পেনাল্টি। মেসির শটে ঠিক দিকেই ডাইভ দেন আইসল্যান্ডের গোলকিপার। কিন্তু শট ঠেকাতে পারেননি। পরের গোলেও আছে মেসির ছোঁয়া। আরেকটি পাল্টা আক্রমণ থেকে মেসি বক্সের ভেতর বল দেন রদ্রিগো দি পলকে। তিনি বল বাড়ান মাঝখানে আলমাদার দিকে। আলতো শটে গোলকিপারকে পরাস্ত করতে সমস্যা হয়নি তার। প্রস্তুতিপর্ব শেষে এবার মূল অভিযানের পালা। ঠিক এক সপ্তাহ পর আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে মেসিদের টানা দ্বিতীয় ট্রফির লড়াই।

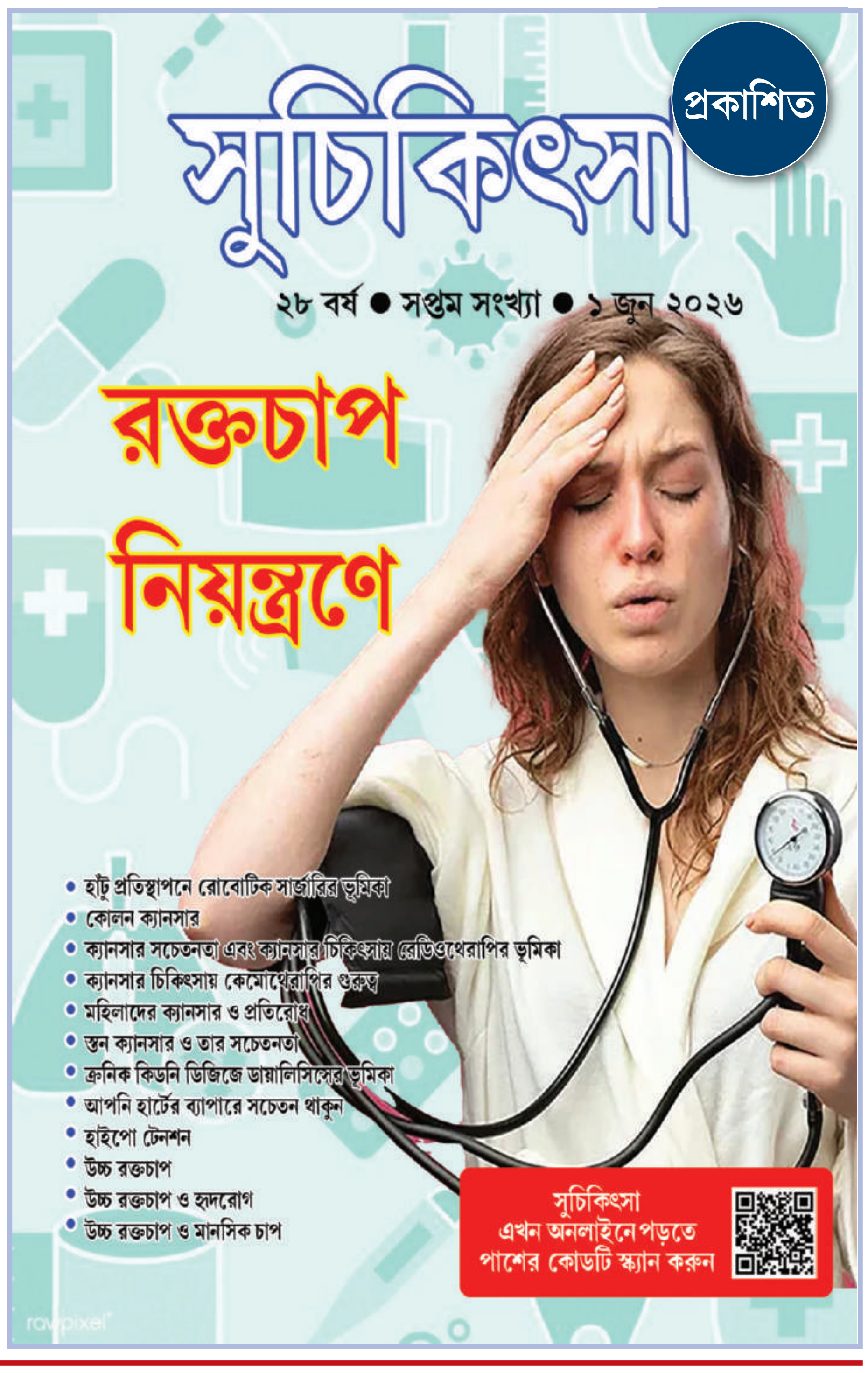

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com